উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৪,৩৩২.৫৮ (-৭.৫১)

নিফটি : ২২,৫৫২.৫০ (+৭.৮০)

বিয়ের শর্তে ধর্ষককে 'মুক্তি'
বিয়ের শর্তে ধর্ষণে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত অভিযোগকারিণীকে ৩ মাসের মধ্যে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে অভিযুক্তকে। এই রায় নজিরবিহীন। ৭

হিজবুত তাহরীরের মিছিলে রণক্ষেত্র
পদ্মাপারে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকায় উদ্বিগ্ন ভারত। শুক্রবার ঢাকায় মিছিল করে নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীর। পুলিশ বাধা দিলে কার্যত রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এলাকা। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৭°	৩১°	১৪°	৩১°	১৫°	৩১°	১৬°

১৬ মাস পরে জাতীয় দলে নেইমার ১৪

২৩ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 8 March 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 288

নাবালিকার মৃত্যুতে হইচই

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

শিবশংকর সূত্রধর ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

কোচবিহার, ৭ মার্চ : এক শিশুকে টিকা দেওয়ার পর তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল লাটাগুড়ি। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই কোচবিহারে প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বৃহস্পতিবার রাতে। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দেবস্মিতা সাহা নামে ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে একসঙ্গে পাঁচটি ইনজেকশন দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে রাতেই বিক্ষোভ দেখায় নাবালিকার পরিবার। বিষয়টি নিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। চিকিৎসকদের পালটা হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্ত কমিটি করে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। যদিও চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে কর্তৃপক্ষ। মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ সৌরদীপ রায় বলেন, 'রোগীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি তদন্তকারী কমিটি তৈরি করা হচ্ছে।'

মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবস্মিতা বক্সিরহাটের বাসিন্দা। সে 'ডাউন সিনড্রোম'-এ আক্রান্ত ছিল। ছোট থেকেই মাঝেমধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিল। দু'দিন আগেই দেবস্মিতার দিদির বিয়ে হয়েছে। বৃহস্পতিবার বৌভাতের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তাদের বক্সিরহাট থেকে কোচবিহারে আসার কথা ছিল। দেবস্মিতার খুড়তুতো দাদা দেবাশিস সাহা বলেছেন, 'রাতে বোনের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা শুরু হলে প্রথমে বক্সিরহাটের একটি নার্সিংহোমে নেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে দ্রুত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগে দেখার পর ভর্তি করা হয়। এরপর তাকে চিকিৎসক ও নার্সরা একসঙ্গে পাঁচটি ইনজেকশন দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোনের মৃত্যু হয়।' ঘটনার পরই হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পরিজনরা। সেই সময় চিকিৎসক ও নার্সদের হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশও আসে।

শুক্রবার মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতার আরেক দাদা শুভম সাহার কথায়, 'চিকিৎসার গাফিলতিতেই বোনের মৃত্যু হল। চিকিৎসক ও নার্সদের শাস্তির দাবিতে আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।' যদিও গাফিলতির অভিযোগ মানতে চাননি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক বিবি ঘরামি বলেন, 'রোগীকে একেবারে শেষমুহূর্তে নিয়ে আসা হয়েছিল। আরও আগে এখানে নিয়ে এলে চিকিৎসার জন্য সময় পাওয়া যেত। তবুও শেষমুহূর্তে আমাদের চিকিৎসকরা খুব চেষ্টা করেছিলেন। মেয়েটির নিউমোনিয়া থেকে সেপসিস হয়েছিল। সেখান থেকে মাল্টি অর্গ্যান ফেইলিওরের দিকে এগোচ্ছিল।'

বিক্ষোভ মেডিকেলে

- নাবালিকাকে ইনজেকশন দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়
- চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে রাতেই বিক্ষোভ দেখায় নাবালিকার পরিবার
- চিকিৎসকদের পালটা হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে
- ছোট থেকেই মাঝেমধ্যে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিল নাবালিকা
- চিকিৎসক ও নার্সরা একসঙ্গে পাঁচটি ইনজেকশন দেন বলে অভিযোগ

ফের দেহ উদ্ধার, প্রশ্নে সাগরদিঘির নজরদারি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ মার্চ : সাগরদিঘিতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা চলছেই। শহরের প্রাণকেন্দ্র সাগরদিঘিতে প্রায় প্রতিবছরই একাধিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। শুক্রবার ফের সাগরদিঘির জলে এক ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখা যায়। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম বুদ্ধদেব ভৌমিক (৫০)। শহরের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছে। ঋণে জড়িয়ে পড়েছিলেন বুদ্ধদেব। পুলিশ জানিয়েছে, সেই ঘটনার জেরেই আত্মহত্যা করতে চলেছেন বলে সুইসাইড নোটে উল্লেখ রয়েছে।

মৃত্যুর খতিয়ান

- **১১ অগাস্ট, ২০২১** — কোচবিহারের বালাপাড়ার বাসিন্দা সিংকু রায়
- **২৮ ডিসেম্বর, ২০২৩** — অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি
- **১৭ জানুয়ারি, ২০২৪** — কোচবিহার শহরের বাসিন্দা সঞ্জীবকুমার দেব (৪৬)
- **২১ জুলাই, ২০২৪** — মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা বিশ্বম্ভর তালুকদার (৩৫)
- **৭ মার্চ, ২০২৫** — কোচবিহার শহরের তল্লিতলার বাসিন্দা বুদ্ধদেব ভৌমিক

এর আগে বারবার সাগরদিঘিতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটায় প্রশাসনের তরফে সেখানে নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কয়েকমাস আগে বেশ কয়েকদিন সেখানে নজরদারির জন্য কর্মীদের দেখা গেলেও এখন দেখা যায় না বলে অভিযোগ। যদিও সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, 'জেলা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী সিভিল ডিফেন্সের দুজন কর্মী সাগরদিঘিতে নজরদারির জন্য থাকেন। প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত তাঁরা ডিউটি করেন। কেউ যাতে দিঘিতে না নামেন, আবর্জনা না ফেলেন সেই সংক্রান্ত নজরদারি চালান তাঁরা।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত বুদ্ধদেব একটি প্রকাশনা সংস্থার কর্মী। তিনি বেশ কিছু জায়গায় মোটা অঙ্কের ঋণে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে নিখোঁজ থাকায় বৃহস্পতিবার তাঁর পরিবারের তরফে কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এরপর শুক্রবার সকালে সাগরদিঘিতে তাঁর দেহ ভেসে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঋণ সম্পর্কিত কারণে এটি আত্মহত্যা হতে পারে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। কাউন্সিলার দীপক সরকারের কথায়, এরপর নয়ের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভূত খোঁজার কুশলী ছকে তৃণমূলের তিন কিসসা

গৌতম সরকার

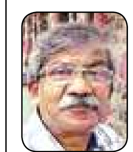

হইহই কাণ্ড, রইরই ব্যাপার। ভূতুড়ে কাণ্ড চারদিকে।

ভুয়ো ভোটারের খোঁজ বাংলাজুড়ে। গ্রামে-শহরে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার হিড়িক। সবাই ভোটার তালিকায় ভূত খুঁজছে। খোঁজ খোঁজ...। শুরুটা করেছে রাজ্যের শাসকদল। গোটা দলটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে- যেখান থেকে পারো, ভোটার তালিকায় ভূত খুঁজে বার করো। হ্যাঁ, সচেতনভাবেই 'যেখান থেকে পারো' শব্দটা লিখলাম। নাহলে কি ভূত ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা হয়!

অবাক লাগছে? এর জন্য পুরস্কার! অন্তত দুটো উদাহরণ দিই। প্রথমটা, শিলিগুড়িতে এক সভায় ওই পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। দ্বিতীয়টি, আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় তৃণমূলের ব্লক কমিটি শহরের কাউন্সিলারদের জন্য ওই পুরস্কার ঘোষণা করেছে। পুরস্কারটা কী... নগদনারায়ণ না দলে ভালো পদ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুনেছি, দক্ষিণবঙ্গের কোথাও লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন, জানিয়েছেন এক তৃণমূল বিধায়ক।

বিজেপিও ভুয়ো ভোটার খুঁজছে। কোথাও পদ্ম সমর্থকদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে বলে তৃণমূল ও প্রশাসনকে নিশানা করছে। শুধু নাকি আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকেই ৬ হাজার বিজেপি কর্মী-সমর্থকের নাম তালিকা থেকে স্রেফ হাপিস হয়ে গিয়েছে। মারাত্মক অভিযোগ। এক-দুজন নয়, ৬ হাজার নাম গায়েব! অথচ দেখুন, সংবাদমাধ্যমের কাছে নালিশ করেই ক্ষান্ত পদ্ম নেতারা। এরপর নয়ের পাতায়

৩ মাসে আসছে ইউনিক এপিক নম্বর

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভোটার তালিকা থেকে ভূত তাড়াতে শেষমেশ ওঝার দায়িত্ব নিল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তিন মাসের মধ্যে আর একই এপিক নম্বরে একাধিক ভোটারের নাম থাকবে না। যাঁদের ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর আছে, তাঁদের জন্য জাতীয় ইউনিক এপিক নম্বর দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে এই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে নতুন ভোটারদেরও জাতীয় ইউনিক এপিক নম্বরের আওতায় আনা হবে।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে নৈতিক জয় মনে করছে তৃণমূল। যদিও দলের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, ২০০০ সাল থেকে এপিকে এই সমস্যা থাকলেও এতদিনে তার সমাধান করা হল না কেন? তৃণমূলের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মিথ্যাচারের

কমিশনের নয়া বিজ্ঞপ্তি

পর্দা ফাঁস করায় এখন এই সিদ্ধান্ত নিল। ভোটার তালিকায় জালিয়াতির অভিযোগে আগে সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধিও।

যদিও পরপর অভিযোগ উঠতে থাকায় কমিশন প্রথমে সাফাই দিয়েছিল যে, একই এপিক নম্বরে একাধিক নাম থাকলেই ভোটার ভুয়ো হয় না। শুক্রবার অবশ্য কমিশন জানাল, এপিক নম্বর যাই থাকুক, ভোটারের নাম যে ভোটকেন্দ্রের তালিকায় থাকবে, তিনি শুধু সেই কেন্দ্রেই ভোট দিতে পারবেন।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এ কথা বলতে বাধ্য হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের আন্দোলনের নৈতিক জয় হল এই ঘোষণায়। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছে।' যদিও কুণাল জানান, কমিশনের এই নতুন অবস্থান সত্ত্বেও তৃণমূল ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনি শিথিল করবে না।' দলের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলের কথায়, 'দীর্ঘদিন অস্বীকার করার পর অবশেষে নির্বাচন কমিশন স্বীকার করল যে, এরপর নয়ের পাতায়

মূল চুক্তিতে ফিরছেন শ্রেয়স

ফাইনালের পরই রোহিতের অবসর জল্পনা

দুবাই, ৭ মার্চ : একজনের বিদায়ের বাজনা বাজছে। অন্য একজনের প্রত্যাবর্তনের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে!

দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রবিবারের ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের ফাইনালের একদিন আগে ভারতীয় শিবির থেকে নানা তথ্য ও জল্পনা সামনে আসছে। যার মধ্যে মিশে রয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও শ্রেয়স আইয়ারের নাম।

নানা মহল থেকে দাবি করা হচ্ছে, রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের ফল যাই হোক না কেন, ভারত অধিনায়ক রোহিত একইসঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্ব ছাড়ছেন ও ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছেন। জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে রোহিতের প্রাথমিক আলোচনাও হয়ে গিয়েছে বলে খবর। যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে সরকারিভাবে এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রোহিতও এখনও পর্যন্ত মুখ বন্ধ রেখেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠমহলের তরফেও ভারত অধিনায়কের আগামীর ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের ফলাফল যাই হোক না কেন, রোহিত কী করবেন, তা নিয়ে জল্পনা ক্রমশ চরম আকার নিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা আজ নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে দাবি করেছেন, 'রোহিতের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রয়েছে বোর্ডের। ও যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই বোর্ডেরও সিদ্ধান্ত হবে।'

হিটম্যানের বয়স এখন ৩৭। তিনি খুব বেশিদিন ক্রিকেট খেলবেন না, সবারই জানা। দলের বর্তমান কোচ গৌতম গম্ভীর ও বোর্ডের একাংশ এখন থেকেই ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের লক্ষ্যে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে চাইছেন। নতুন অধিনায়কের দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছেন বর্তমানে রোহিতের ডেপুটি শুভমান গিল। কিন্তু তাঁকে অধিনায়ক ঘোষণা করার আগে রোহিত কী সিদ্ধান্ত নেন, সেদিকে নজর রয়েছে বোর্ডের।

রোহিতের ক্রিকেট থেকে বিদায় বাজনার মধ্যেই শ্রেয়সকে নিয়ে নয়া তথ্য সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে পারফর্ম করে জাতীয় দলে কামব্যাক ঘটানোর পর থেকে স্বপ্নের ছন্দে থাকা শ্রেয়স খুব দ্রুত বিসিসিআইয়ের মূল চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন। হয়তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পরই সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ঘরোয়া ক্রিকেটে না খেলার অবাধ্যতার কারণে বোর্ডের মূল চুক্তি থেকে শ্রেয়সের সঙ্গে ঈশান কিষানও বাদ পড়েছিলেন। সূত্রের খবর, বড় অঘটন না হলে দুজনই বোর্ডের মূল চুক্তিতে ফিরতে চলেছেন। আর সেটা খুব দ্রুত।

গম্ভীর আলোচনা। কোচের সঙ্গে পরামর্শ ক্যাপ্টেন রোহিতের।

টাকা নেই, শ্যামলের বাড়ি ফেরায় অনিশ্চয়তা

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ৭ মার্চ : পুলিশের ভুলের খেসারত দিতে হল নিরপরাধ মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে। সাজানো কেসের ভিত্তিতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পরিচয়ে দিনহাটা-১ ব্লকের নিগমনগরের বাসিন্দা শ্যামলচন্দ্র পালকে জেল খাটতে হয়েছে। বিনা দোষে নষ্ট হয়েছে জীবনের চার চারটে বছর। অসহায় অবস্থায় দিন কেটেছে তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও মেয়ের।

বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ তাঁকে নিঃশর্তে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। এতে খুশির হাওয়া শ্যামলের পরিবারে। তবে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি। দুঃস্থ পরিবার। কোনওরকমে পেটের ভাত জোটে।

এই পরিস্থিতিতে নেপথ্যে ওই পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা। বহরমপুর মানসিক হাসপাতাল থেকে স্বামীকে কীভাবে ফিরিয়ে আনবেন, খরচের টাকা কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন শ্যামলের স্ত্রী চায়না।

চায়নার কথায়, 'শুনলাম বহরমপুর গিয়ে সেখান থেকে ওঁকে নিয়ে আসতে হবে। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলের সামান্য উপার্জনে টেনেটুনে সংসার চলে। গাড়িতে সেখানে যাতায়াতের খরচ টানার মতো অবস্থা আমার নেই। প্রশাসনের তরফে ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে ভালো হত।'

টাকার অভাবে এতদিন বহরমপুরে শ্যামলের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেনি তাঁর পরিবার। তাঁর স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি কী সেটাও জানেন না। তাই ব্যক্তিগত গাড়িভাড়া না করে তাঁকে বাড়ি আনার সাহস পাচ্ছেন না তাঁরা। এরপর নয়ের পাতায়

গদ্যে দিশারি উত্তর, পদ্যে মগ্ন নারী

নারী তুমি অর্ধেক আকাশ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ৭ মার্চ : কোচবিহার বাংলা গদ্যের জন্ম দিয়েছে। সারা বাংলাকে গদ্যচর্চার পথ দেখিয়েছে। সেই কোচবিহারেই এতদিনেও সেভাবে কোনও নারী সাহিত্যিককে উঠে আসতে দেখা গেল না। সুনীতি দেবী, সাবিত্রী দেবী, নিরুপমা দেবীর সাহিত্যের কথা সকলেরই জানা। তারপর বিরাট শূন্যস্থান। কোচবিহারের সাহিত্যে নারীদের আর সেভাবে দেখা গেল না। কবিতার বাইরে গদ্যসাহিত্যের বিরাট গণ্ডিতে পরবর্তীকালে নারীদের পদচারণা একপ্রকার নেই বললেই চলে। শুধু কোচবিহার নয়, গত ১০০ বছরে উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র তিলোত্তমা মজুমদার ছাড়া আর কাউকে সেভাবে উঠে আসতে দেখা গেল না। আর একটি নারী দিবসের প্রাক্কালে এই অভাব নিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা কথা হল। গদ্যচর্চার জন্য যে ধৈর্য দরকার, যে সময় দেওয়া প্রয়োজন, যে একাগ্রতা দরকার সেখানেই ঘাটতি রয়েছে।

কোচবিহারের সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য লোকসংস্কৃতি গবেষক, গল্পকার। তাঁর পাঁচটি বই রয়েছে। তার একটি বর্তমানে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে রয়েছে। তাঁর মতে, 'নির্মেদ গদ্য লিখতে অনেক পড়তে হয়। গদ্য লেখার জন্য অনেকটা মগ্নতা দরকার। হয়তো সেই ধৈর্যটা আজকাল মেয়েদের হয় না।'

গদ্যলেখা দিয়েই লেখালেখির জগতে হাতেখড়ি পাপড়ি গুহ নিয়োগীর। পরবর্তীতে কবিতা লেখায় মনোযোগ দিলেও আবার গদ্যেই ফিরে এসেছেন তিনি। তিনিও বললেন, 'গদ্য লেখা ধৈর্যের ব্যাপার। হয়তো গদ্য লিখলে অত সহজে লাইম লাইটে আসা যায় না, যত তাড়াতাড়ি কবিতার ক্ষেত্রে মঞ্চ পাওয়া যায়।' উপন্যাস রচনায় আপাতত ব্যস্ত তিনি। গদ্যচর্চা করলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর গায়ে কবির তকমাই সেঁটে আছে। কবি চৈতালি ধরিত্রীকন্যা জানালেন, সময়টা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। গদ্যের জন্য প্রচুর সময় দিতে হয়।

কোচবিহারে বসে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বেহারোদন্ত বইটি লিখেছিলেন মহারানি বৃন্দেশ্বরী দেবী। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে। এরপর নয়ের পাতায়

কোচবিহারের সাহিত্যচর্চায় একসময় পথপ্রদর্শক ছিলেন সুনীতিদেবী।

TENDER NOTICE

E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 06(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-18/03/2025
OPENING DATE-21/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

TENDER NOTICE

E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 05(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-18/03/2025
OPENING DATE-21/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নরূপঃ অকশনের ক্যাটিগরি : প্রতি রাউন্ড ট্রিপে (উভয় দিকে) পার্সেল ভ্যানে স্পেস লিজে দেওয়া। ই-অকশন ক্যাটালগ নং: এএসএন-পিএআরসি- ১৮০৩২৫। অকশন শুরুর বিবরণ : ২১.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা। ট্রেন নং : ১৫৬২৫/১৫৬২৬ (দেওঘর-আগরতলা এক্সপ্রেস)। সকল সম্ভাব্য বিডারগণকে প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে ও সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে হবে। (ASN-370/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway eastenrailwayheadquarter

এসি প্রতীক্ষা হলের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তির জন্যে ই-নিলাম

গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বহু উদ্দেশীয় স্টল এবং পর্যটক কিয়স্ক ধরণের আধুনিক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সহিত এসি প্রতীক্ষা হলের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তির জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএনইউ-জিএইচওয়াই-০১-২৫

ক্রমিক সংখ্যা	এলটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
০১/১	পিএনইউ-এলএমজি-জিএইচওয়াই-ডব্লিউআরএল-৩০-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-লাউঞ্জ/ক্যাটেরিং/রিটায়ারিং/কোক রুম)	লামডিং মণ্ডলের অধীনের গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বহু উদ্দেশীয় স্টল এবং পর্যটক কিয়স্ক ধরণের আধুনিক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সহিত এসি প্রতীক্ষা কক্ষ সমূহের উন্নতকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তি

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২০-০৩-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২০-০৩-২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককারীগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ডান্স বাংলা ডান্স রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ দাদু নম্বর ওয়ান, ১০.০০ সেজ বউ, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.০০ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.৩০ বোঝেনা সে বোঝেনা, ১.০০ হিরো নম্বর ওয়ান
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.৩০ টক্কর, বিকেল ৫.০০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১০.০০ প্রতিদান, ১২.৩০ একলা চলো
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ দেবী চৌধুরানি, সন্ধে ৭.৩০ ম্যাডাম গীতারানি, রাত ১০.০০ দ্রৌপদী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চিরদিনের, সন্ধে ৭.৩০ বিশ্বাস অবিশ্বাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা, রাত ৯.০০ দুজনে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ছায়াশরীর
জি সিনেমা : সকাল ১০.০০ ক্রু, ১২.৫০ বিবাহ, বিকেল ৪.২৭ গদর-টু, রাত ৮.০০ বনবাস, ১১.০০ বেদা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০০ হেলিকপ্টার ইলা, দুপুর ১.১৫ ইন্দু কি জওয়ানি, বিকেল ৫.৩০ মিস ভানুমতী, সন্ধে ৭.০০ নীরজা, রাত ৯.০০ অকিরা, ১১.১৫ চমেলি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৬ এন্টারটেইনমেন্ট, দুপুর ১.৪৫ সিম্বা, বিকেল ৪.৫৮ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ৮.০০ ডাঙ্কি, ১১.১৮ হিরোপন্তি-টু

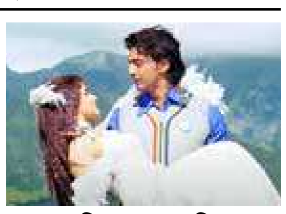

সেদিন দেখা হয়েছিল
সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

হেলিকপ্টার ইলা বেলা ১১.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

গদর-টু
বিকেল ৪.২৭ জি সিনেমা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৩ বঙ্গিস্তান, দুপুর ১.২১ গল্লি বয়, বিকেল ৪.০৩ নাম শবানা, সন্ধে ৬.৩৬ শমিতাভ, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.১৬ তুফান
মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.০৫ এক্স মেন: ফার্স্ট ক্লাস, ২.১৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, বিকেল ৫.৪০ আইস এজ : ডন অফ দ্য ডাইনোসর্স, সন্ধে ৭.১০ সল্ট, রাত ৮.৪৫ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, ১০.২০ রকি-ফোর, ১১.৫৫ সেট আপ

বিস্ফোট রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

উত্তরের শিকড়

মন্দিরের নামেই পরিচিতি সিদ্ধেশ্বরীর

উত্তরবঙ্গের আনাচকানাচে কতই না ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরেই থাকা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরও এমনই এক নিদর্শন। কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে তৈরি করা এই মন্দিরটির নামানুসারেই গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরী। গোটা এলাকার পরিচিতি এই মন্দিরকে ঘিরেই।

আট কোনাবিশিষ্ট নির্মাণশৈলীর এই মন্দিরটি পর্যটক ও ভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের। এখানে সিদ্ধেশ্বরী রূপে মা কালী পূজিতা হন। মন্দিরের চাতাল থেকে ছয় ফুট নীচে গর্ভগৃহে পূজার্চনা চলে।

মন্দির চত্বরেই একটি প্রাচীন কামরাঙা গাছ রয়েছে। মনস্কামনা পূরণের জন্য ভক্তরা এই গাছে লালসুতো বেঁধে রাখেন। দেবীজ্ঞানে এই গাছকেও পুজো করা হয়। মন্দিরটি যেমন ভক্তদের কাছে আকর্ষণের, ঠিক তেমনই এই কামরাঙা গাছটিও মানুষের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

২০০৬ সালে এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন একটি ঢিপি থেকেই কোচবিহারের নারায়ণী মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। যেগুলি ১৬৩৩ থেকে ১৭৬৫ সালের মধ্যে তৈরি। কোচবিহারজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মহারাজাদের নানা স্মৃতি। সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের এই মন্দিরটিও তেমনই এক নিদর্শন। একে যাতে ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হয় সেজন্য প্রশাসনিক উদ্যোগের দাবি জোরালো হয়েছে।

যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের মতো...

চূড়ান্ত মহড়া সেনাবাহিনীর : যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার চূড়ান্ত মহড়া করে ফেলল ভারতীয় সেনাবাহিনী। তিস্তা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে গত সাতদিন ধরে এই মহড়া চলেছে। সেনাবাহিনীর তরফে জারি করা এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড দ্বারা আয়োজিত এই মহড়ায় ইনফ্যান্ট্রি এবং মেকানাইজড ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে একেবারে নিখুঁতভাবে অ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল (এটিজিএম) পরীক্ষা করেছে। তিস্তার বিস্তীর্ণ চরে দিনরাত একাধিক নিশানা স্থির করে এটিজিএম দিয়ে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করা হয়। বড়মাপের এই ফিল্ড ফায়ারিং মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও মজবুত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তায় সদাসতর্ক থাকার কৌশল প্রদর্শন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার মহড়ার শেষ দিন সাওগাঁবস্তি এলাকায় তিস্তা ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে উপস্থিত ছিলেন। ছবি : সেনাবাহিনীর সৌজন্যে

বাড়ি ফিরলেন মহাবীর, চোখে জল আয়েশার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ মার্চ : দুজনই চিকিৎসায় স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। একজন বিহারের বক্সারের মহাবীর সাহানি। আরেকজন বাংলাদেশের কুমিল্লার আয়েশা আখতার। বীরপাড়া থানার ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোম থেকে শুক্রবার মহাবীর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন। তবে বিদেশিনী আয়েশার এখনই বাড়ি ফেরা হচ্ছে না। কারণ, আইনি জটিলতা। কয়েকমাস আগে মহাবীর হোমে আশ্রয় পান। বুধবার তাঁর স্মৃতি ফেরে। সেদিন রাতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। শুক্রবার মহাবীরের পরিবারের লোকজন হোমে পৌঁছান। কিন্তু এদিন মহাবীরের বিদায়বেলায় আয়েশার চোখ ছিল ছলছল।

হেভেন শেলটার হোমে আয়েশা ২০১৮ সালের অক্টোবর মাস থেকে রয়েছেন। রাঙ্গালিবাজনা থেকে বছর ৩৫-এর আয়েশাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। শুরু হয় চিকিৎসা। ২০২২ সালে আয়েশার স্মৃতি ফেরে। আয়েশা জানান, তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লার বুড়িচং থানার হোসেনপুর গ্রামে। কীভাবে তিনি ভারতে ঢুকে পড়েন সেটা তাঁর মনে নেই। আয়েশার কথায়, 'জানি না কীভাবে এখানে পৌঁছেছি। বাংলাদেশে আমার বাবা, মা দাদা, ভাই ও বোন আছে।' সাজু জানান, আয়েশার স্মৃতি ফেরার পর পুলিশকে সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। এরপর আয়েশার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ভিডিও কলে কথাও হয়। কিন্তু প্রায় তিন বছর ধরে আইনি জটিলতায় আয়েশা এদেশে আটকে রয়েছেন।

হেভেনে এখন ৫৬ জন আবাসিক রয়েছেন। এঁদের অনেকে পরিবার পরিত্যক্ত। কেউ আবার পথ ভুলে চলে এসেছেন। স্মৃতি ফিরে পেয়ে অনেকে বাড়িও ফিরেছেন। তবে স্মৃতি ফিরে পাননি নরেশ এবং গোপাল। নরেশ দু'বছর এবং গোপাল আড়াই বছর ধরে এখানে আছেন। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও ওঁরা স্মৃতি ফিরে পাননি। জানাতে পারেননি ঠিকানা এমনকি পুরো নামও। তাঁরা দুজন এখন বিভিন্ন এলাকায় পড়ে থাকা অসহায় অসুস্থ লোকজনকে উদ্ধারে সাজুর 'সৈনিক'। দিনভর তাঁরা গল্প করে কাটান। আয়েশা ওঁদের ওপার বাংলার গল্প শোনান।

এদিন আয়েশা বলেন, 'আমি বাড়ি ফিরতে চাই। বাবা, মা, দাদা, ভাই ও বোনদের অনেকদিন দেখিনি।' সাজু বলেন, '২০১৫ সালে আয়েশা নিখোঁজ হন। ইতিমধ্যে তাঁর এক দাদা এবং মা প্রয়াত হয়েছেন।' তবে সাজু আয়েশাকে ওই খবর জানাননি। মহাবীরকে নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের লোকজন সাজুকে কৃতজ্ঞতা জানান। আয়েশা সাজুকে বলছিলেন, 'দাদা, আমি কবে বাড়ি ফিরব?' সাজুর আশ্বাস, 'আর কয়েকটা দিন। তারপর বাড়ি ফিরে যাবে।' পরে সাজু জানান, আইনি সমস্যা রয়েছে। পুলিশকে জানিয়েছি। যত দ্রুত সম্ভব আয়েশাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চাই। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস খোঁজখবর নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

মুখাশিল্প 'গমীরা' এবার সেলুলয়েডে

অভিনয়ে টলিউড-বলিউডের অভিনেতারা

রণবীর দেব অধিকারী ও চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৭ মার্চ : দুই দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মুখাশিল্প গমীরা এবার বড় পর্দায়। সৌজন্যে পরিচালক ডাঃ স্বর্ণায়ু মৈত্র। বৃহস্পতিবারই প্রকাশ্যে এল তাঁর পরিচালনায় নির্মিত ভামিনী ছবির প্রথম ঝলক। ছবিটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন টলিউড অভিনেত্রী প্রিয়াংকা সরকার, অভিনেতা তথাগত মুখোপাধ্যায় ও সন্দীপ ভট্টাচার্য। রয়েছেন বলিউড অভিনেতা উমাকান্ত পাটিলও। গমীরা শিল্পকে সামনে রেখেই আবর্তিত হয়েছে একটি রহস্য উদঘাটনের গল্প। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জেলার প্রাচীন এই লোকশিল্প নতুন আঙ্গিকে আপামর মানুষের কাছে উপস্থাপিত হবে বলে আশাবাদী গমীরা শিল্পের গবেষক ডঃ অভিজিৎ চৌধুরী।

অভিজিৎবাবু পেশায় ইটাহার হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক। তিনি বলেন, 'এই গমীরা নৃত্য শিল্পকলা একটি বিলুপ্তপ্রায় মুখোশ নাচ। আগামী ২৫ এপ্রিল বড় পর্দায় আসতে চলেছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি ভামিনী। সেই ছবিতে এক গমীরা নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে প্রিয়াংকাকে। তবে ছবিতে বাস্তবের গমীরা শিল্পীদেরও দেখা যাবে ওই ছায়াছবিতে।'

পরিচালক স্বর্ণায়ু মৈত্র শোনালেন কীভাবে এগিয়েছে সিনেমার কাহিনী। ৪ জন সাহসী মেয়ে বাহা, মুন্নি, মেঘা ও সুহিতার অশুভর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গল্প রয়েছে এই সিনেমায়। ছবিতে সুহিতার চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াংকা সরকার। নাচের পাশাপাশি সুহিতা অধ্যাপনাও করেন। প্রতিবাদী এই মেয়েটি নাচের দলকে টিকিয়ে রাখতে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। বালুরঘাটে চলছিল একটি অনৈতিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। তার বিরুদ্ধেই শিল্পীদের প্রতিবাদ নিয়ে এই ছবি। প্রথমবার জুটি হিসেবে অভিনয় করছেন তথাগত এবং প্রিয়াংকা। মারাঠি অভিনেতা উমাকান্ত পাটিল এই ছবিতে ইন্দ্র আহুজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এক স্পেশাল অফিসারের চরিত্রে। স্বর্ণায়ু বলেন, 'সব মিলিয়ে একটি রোমহর্ষক ক্রাইম থ্রিলার উপভোগ করবেন দর্শকরা। থ্রিলার হলেও এই ছবিতে লোকশিল্প গমীরা নৃত্যের আঙ্গিকে গল্পকে ব্যবহার করা হয়েছে।'

পরিচালক জানান, দিনাজপুরের প্রেক্ষাপটে গোটা ছবিটির শুটিং হয়েছে বালুরঘাট, কুশমণ্ডিতে। এখানে মালদা ও দুই দিনাজপুরের প্রায় ৩০ জন থিয়েটার কর্মী অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছেন। ৪৫ লক্ষ টাকার মতো বাজেটের এই ছবিতে মাঙ্গলিকা নাট্যদল, খন অ্যাকাডেমির শিল্পীরাও অভিনয় করেছেন।

> এই গমীরা নৃত্য শিল্পকলা একটি বিলুপ্তপ্রায় মুখোশ নাচ। আগামী ২৫ এপ্রিল বড় পর্দায় আসতে চলেছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছায়াছবি ভামিনী। সেই ছবিতে এক গমীরা নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় দেখা যাবে প্রিয়াংকাকে। তবে ছবিতে বাস্তবের গমীরা শিল্পীদেরও দেখা যাবে ওই ছায়াছবিতে।
>
> **ডঃ অভিজিৎ চৌধুরী**
> গমীরা শিল্পের গবেষক

সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে ভীষণ খুশি মুখাশিল্পী ভোলানাথ সরকার, আসারু সরকার, বিক্রম সরকার, শিবেশ সরকার, প্রদীপ সরকারের মতো কৃষি কাজ করা শিল্পীরা। অজিত, মতিকান্ত, শুভঙ্কর, সুকেনের মতো কলেজ পড়ুয়া শিল্পীরাও বেশ উচ্ছ্বসিত। তাঁরা বলেন, 'গমীরার মূল সুরটি হল অশুভর বিরুদ্ধে লড়াই করে শুভ শক্তির জয়। ওঁকার ফিল্ম প্রোডাকশনের এই বাণিজ্যিক ছবিতেও সেই গল্পকেই ধরা হয়েছে সেলুলয়েডে। এই সিনেমা দেখে গমীরা নৃত্য নিয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি পেলে বেঁচে উঠবে লুপ্তপ্রায় প্রাচীন এই লোকশিল্প।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লটের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগ নং: ডব্লুভিএম-২০২৫-০৪। অকশন শুরু: ২২.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ১১.৪৫ মিনিট। মালদা ডিভিসনে ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিনের জন্য ই-অকশন। এসইকিউ. নং: এএ/১। লট নং/ক্যাটিগরি: এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-ডব্লুভিএম-১৪-২৪-১। স্টেশন : গোড্ডা, হাঁসডীহা, মির্জা চৌকী, সাহিবগঞ্জ, বড়হারোয়া, তীনপাহাড় ও রাজমহল। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-241/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD-I/EO-ET/05/2024-25, Dt. 07/03/2025. Last date and time for bid submission -17/03/2025 at 18.00 hours. For more information please visit : www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Alipurduar-I Panchayat Samity
Panchkolguri :: Alipurduar

TENDER NOTICE

Inviting the tender of Bonafide contractor from Gourhand Gram Panchayat NIT No.-07/GGP/2024-25 Date-05-03-2025 Ref Memo No. 183/GGP/24-25 Date-05/03/2025 for farthar Datails please Contact GP Office of the undersinged.
Sd/-
Pradhan
Gourhand Gram Panchayat
Chanchal-II, Malda

অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/২৬, তারিখ: ০৫-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-২৬-২০২৪-২৫, কাজের নাম : এমডিজেডওটিআই/আলিপুরদুয়ার জংশনের অপারেটিং মডেল রূপে ট্রেনিদের জন্য অটোম্যাটিক ব্লক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৯,৮২,৬৩৫/-, বিড সিকিউরিটি: ১,১৯,৭০০/-। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০২-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০২-০৪-২০২৫ তারিখে বন্ধ হওয়ার পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএন-এসটি-২৫-২০২৪-২৫, তারিখ: ০৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং : আরএন-এসটি-২৫-২০২৪-২৫; কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে নিউ বঙাইগাঁও/এ, নিউ বঙাইগাঁও/ডব্লিউ এবং এলসি গেট নং. আরএম-৫৭ (০৩) তিন বছরের জন্য মেসার্স স্ট্যাটকনের এসএমপিএস ভিত্তিক আইপিএস সিস্টেমের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য : ১২,০৫,৫২৩.৩৬/- টাকা, বায়না মূল্য : ২৪,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ২৮-০৩-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিএসটিই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রজা দিয়ে মানুষের সেবা

কর্মখালি

SIP Abacus Siliguri Hakimpara inviting Graduate ladies with good communication skill to become teacher (Part Time). No teaching experience required. Send your bio-data @ 9064042757 for interview. No call will be entertained. Refer www.sipabacus.com for details. Training cost included with 100% job guarantee.

Delhi Public School

(DPS-Dooars) Ethelbari-Alipurduar, W.B.-735204. Affiliated to CBSE-New Delhi-affiliation No. 2430291. Applications are invited for the following posts :- PGT-Mathematics, TGT-Mathematics, PGT-English, Librarian-M Lib. Aspiring candidates may forward hand written Application with Mark Sheets to the Principal by 19/03/2025. The same can be mailed to dpsdooars@gmail.com, Principal.

Affidavit

আমি Pranay Kumar Adhikary, পিতা-Ramanimohan Adhikary, বিদ্যাসাগরপল্লি, পোস্ট+থানা-ফালাকাটা, জেলা-আলিপুরদুয়ার, আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে (1642) Pranay Kr. Adhikary নাম ভুল থাকায় আমি 06.03.2025 তারিখ আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Pranay Kr. Adhikary থেকে Pranay Kumar Adhikary একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (C/115193)

জ্যোতিষ

ছেলে, মেয়ের, বিবাহে বিলম্ব, কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষ-খন্ডন, সংসারে অশান্তি, ছেলে-মেয়ে অবাধ্য, সন্তানহীন, জ্যোতিষ ও তন্ত্র, জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তন্ত্রসাধক, অধ্যাপক ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী, এমএ পিএইচডি, যোগাযোগ :- 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেভক রোড।

TENDER NOTICE

E-tenders are hereby invited by the Prodhan Where-
NIeT No. 04(e)/MGP/2024-25
Dated-05-03-2025
PUBLISHING DATE-07/03/2025
STARTING DATE-07/03/2025
CLOSING DATE-15/03/2025
OPENING DATE-17/03/2025
Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00AM to 2.00PM & online
Sd/-
Prodhan
H.C.Pur-1, PS, Dist. Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে রেগে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। **বৃষ :** যদি অর্থ বিনিয়োগের কোনও পরিকল্পনা থাকে তাহলে তা করতে পারেন। বিদেশযাত্রার যোগ। **মিথুন :** বাবার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। সমস্যা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীদের শুভযোগ। **কর্কট :** কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কারণে সংসারে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বয়স্কদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকতে হবে। **সিংহ :** ব্যবসা নিয়ে সামান্য সমস্যা থাকলেও তা মিটে যাবে। পরিবারের সকলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। **কন্যা :** পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি ঝামেলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। **তুলা :** না জেনে কাউকে বাড়ির কোনও গুরুত্বপূর্ণ নথি দেবেন না। কর্মপ্রার্থীরা ভালো যোগাযোগ পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** বহুজাতিক কোনও কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। **ধনু :** বেহিসেবি খরচে বেসামাল হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। **মকর :** নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। পেটের কারণে কোনও আনন্দ অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। **কুম্ভ :** পরিবারে সুখ শান্তি বজায় থাকবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। **মীন :** ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা আরও বাড়বে। বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৭ ফাল্গুন, ৮ মার্চ, ২০২৫, ২৩ ফাগুন, সংবৎ ৯ ফাল্গুন সুদি, ৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৮, অঃ ৫।৩৯। শনিবার, নবমী দিবা ১১।৫৪। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ২।৪০। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৭।৪৬। কৌলবকরণ দিবা ১১।৫৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।১৭ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ২।৪০ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ২।৪০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ১১।৫৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৪ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৩৯। কালরাত্রি ৭।১১ মধ্যে ও ৪।২৬ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দিবা ১১।৫৪ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট এবং দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৩৮ গতে ১২।৫৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৮ গতে ১০।২৯ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।৩৮ মধ্যে ও ২।২৫ গতে ৩।৫৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এই এজলাসে আর আসব না : কল্যাণ

কলকাতা, ৭ মার্চ : হাতজোড় করে ভরা এজলাসে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের কাছে ক্ষমা চাইলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতিকে বললেন, 'মাফ করবেন। এই এজলাসে আর মামলা করব না।' যাদবপুরের ঘটনায় শিক্ষামন্ত্রীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। পালটা আপত্তি জানান কল্যাণ। তখনই দুজনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। কল্যাণ বলেন, 'আমি দুঃখিত। যদি আদালতকে অসম্মান করে থাকি তাহলে আমি আর এই আদালতে শুনানির জন্য আসব না।'

যাদবপুরের মামলায় তিনি লড়বেন বলে এদিন বিচারপতি ঘোষের এজলাসে সময় চাইতে গিয়েছিলেন কল্যাণ। ওই সময় বিচারপতি বলেন, 'ওইদিন শিক্ষামন্ত্রীর ওপর এভাবে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতা। তাহলে নিরাপত্তা দেওয়ার দরকার কী? পুলিশের দুর্বলতা রয়েছে।' কিন্তু বিচারপতির যুক্তি মানতে চাননি কল্যাণ। তিনি বলেন, 'এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি। সব ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে ঢোকা যায় না। কোনও রাজনৈতিক সভা বা দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় না। এখন যদি হাইকোর্টের লিগাল সেল কোনও বৈঠক ডাকে সেখানে আমি গেলে কি নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে যাব? তখন আমার ক্ষেত্রে যদি এমন হয় পুলিশ কী করবে?'

কথোপকথনের মাঝেই কল্যাণের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'আপনি এমনভাবে আদালতের সঙ্গে কথা বলেন, তাতে এই আদালত নিজেকে অসম্মানিত মনে করছে।' উত্তরে কল্যাণ বলেন, 'আমি দুঃখিত। একপেশে দেখানো হলে কিছু করার নেই। আমি আর এই কোর্টে মামলা করব না।' বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আমার মনে হয়েছে কোর্টকে ম্যালাইন করার চেষ্টা হয়েছে। গঠনমূলক সমালোচনা এক জিনিস আর ম্যালাইন করার বিষয়টি আলাদা।' এই কথা শুনেই কল্যাণ হাতজোড় করে বলেন, 'মাফ করুন। কোনও মামলাতেই আমি আর এখানে শুনানি করতে আসব না।'

ভূতুড়ে ভোটার ধরবেন সভাপতিরা

অভিষেকের 'না', কোর কমিটি স্থগিত

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : মূলত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তি ও জেলায় জেলায় দলের পুরোনো কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ নিরসনের জন্যই জেলাস্তরের কোর কমিটি গঠন স্থগিত করে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে দলের রাজ্যস্তরের কোর কমিটি ও জেলা সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকে জেলাস্তরে কোর কমিটি ঘোষণা করেছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। বিষয়টি নজরে আসার পরই অভিষেক তাঁর আপত্তি দলনেত্রীকে জানান। দলের শীর্ষনেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। জেলাস্তরে কোর কমিটি রাখা হবে কি না, তা নিয়ে রাত পর্যন্ত টানাপোড়েন চলে। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, এই কোর কমিটি আপাতত স্থগিত থাকছে। কোর কমিটি হবে কি না তা দলনেত্রী ঠিক করবেন। আপাতত দলের জেলা ও ব্লক সভাপতিরাই ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ করবেন।

কোর কমিটি গঠনের বিষয়টি যেহেতু দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী ঘোষণা করেছিলেন, তাই দলের প্রবীণ নেতারা মনে করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিতেই তা গঠিত হয়েছে। কারণ, মমতার 'ইয়েসম্যান' বলে পরিচিত বক্সী। কিন্তু এই কোর কমিটি গঠনের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর অগোচরে ছিল। দলের অন্দরের খবর, অভিষেক যুক্তি দিয়েছেন, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে লোকসভা ও বিধানসভার অধিবেশন রয়েছে। কোর কমিটিতে থাকা বিধায়ক ও সাংসদরা তাঁদের এলাকায় থাকতে পারবেন না। তাহলে এইসময় ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ কে করবেন? তাই জেলা ও ব্লক সভাপতিদেরই এই দায়িত্ব নিতে হবে।

ঘটনাক্রম

- বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা স্তরে কোর কমিটি ঘোষণা করেছিলেন সুব্রত বক্সী
- বিষয়টি নজরে আসার পরই অভিষেক তাঁর আপত্তি দলনেত্রীকে জানান

স্থানীয় নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে কমিটি গঠন হলে নীচুতলায় তার প্রভাব পড়বে। দলের নেতাদের একাংশ অভিষেকের এই যুক্তিকে মেনে নেন। মমতাও তাতে সম্মতি দেন। তাই রাত পর্যন্ত বহু টানাপোড়েনের পর কমিটি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃহস্পতিবার তৃণমূলের মুখপত্র জাগো বাংলার সান্ধ্য সংস্করণে লেখা হয়েছিল, 'কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে'। কিন্তু শুক্রবার প্রভাতী সংস্করণে লেখা হয়, 'কোর কমিটি স্থগিত'। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই পরিবর্তনকে দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, কোর কমিটির অনেক সদস্য শুক্রবার সকাল পর্যন্তও জানতে পারেননি যে ওই কোর কমিটি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ১৫ মার্চ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন। ওই বৈঠকের পর এই কোর কমিটি নিয়ে দলনেত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপাতত দলের জেলা ও ব্লক সভাপতিরাই ভূতুড়ে ভোটার চিহ্নিত করতে এলাকায় ঝাঁপাবেন।

যাদবপুরে মিটিং, মিছিল এখন বন্ধ

কলকাতা, ৭ মার্চ : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া ১৩ মার্চ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় কোনওরকম কর্মসূচি করা যাবে না, জানালেন বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ। শুক্রবার যাদবপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিল সংক্রান্ত মামলায় এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

বিচারপতির নির্দেশ, কোনও সংগঠন আপাতত ওই এলাকায় কর্মসূচি করতে পারবে না। পুলিশকে যথাযথ নজরদারিও করতে বলা হয়েছে। তবে এই মিছিলের অনুমতি দিয়েছে আদালত। বিচারপতির নির্দেশ, রবিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে অবধি নবীনা সিনেমা হল থেকে যাদবপুর থানার ১০০ গজ আগে পর্যন্ত বিজেপি মিছিল করতে পারবে। শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট থানা ও আয়োজকদের।

নির্দেশ হাইকোর্টের

ব্রাত্যর পাশে

কলকাতা, ৭ মার্চ : যাদবপুর ইস্যুতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পাশে দাঁড়ালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলে দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী হঠাৎ তিন বছর পরে '২৬-এর ভোট যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন যাদবপুরে যেতে গেলেন কেন?' যদিও বিজেপির আঁতাতের অভিযোগ উড়িয়ে এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ বলেন, 'এসব আঁতাতের তত্ত্ব মনগড়া। এই ঘটনার পরেও তিনি আহত ছাত্রের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। খোঁজ নিয়েছেন।'

রোজার জন্য অধিবেশনে কাটছাঁট

কলকাতা, ৭ মার্চ : রমজান মাসের জন্য বিধানসভার আসন্ন অধিবেশন বিকাল ৪টের মধ্যে শেষ করতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় ও শেষ দফার অধিবেশন। শুক্রবার অধিবেশনের কর্মসূচি স্থির করতে বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির (বিএ) বৈঠক বসে। সেই বৈঠকের শেষে এই কথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে এপ্রিল মাসে রাজ্য সরকারের তৈরি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ার কথা। '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্দির পরিকল্পনাকে 'ছদ্ম হিন্দুত্ব' বলে এদিন কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিধানসভার আসন্ন অধিবেশন চলবে ১০ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রমজান মাস। শাসকদলের বিধায়কদের একটা বড় অংশই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী অধ্যক্ষকে চলতি অধিবেশনের সময় কিছুটা কাটছাঁট করার অনুরোধ করেছেন। এদিন বিএ কমিটির বৈঠকের পর অধ্যক্ষ বলেন, 'রোজা চলছে। অনেক বিধায়ক রোজা রাখেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন, বিকাল ৪টের মধ্যে যাতে অধিবেশনের কাজ শেষ করা যায়। আমরা সেটাই চেষ্টা করছি।'

সাউথসিটি মল কিনছে মার্কিন সংস্থা

কলকাতা, ৭ মার্চ : পূর্বাঞ্চলের সবথেকে বড় শপিং মল সাউথসিটি কিনতে চলেছে আমেরিকার লগ্নি সংস্থা ব্ল্যাক স্টোন। ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। ৩৫০০ কোটি টাকায় এই মলটি তারা কিনতে পারে। এই মুহূর্তে ভারতে দেশের ১৪টি শহরে ১৮টি মল কিনেছে ওই সংস্থা। ২০০৮ সালে এই মলটি চালু হয়েছিল। এখানেই রয়েছে বৃহত্তম ফুড কোর্ট। ১২৫০টি গাড়ি একসঙ্গে পার্ক করা যায়। এছাড়া বহু নামি কোম্পানির আউটলেটও এখানে রয়েছে।

চলতি মাসে ফল প্রকাশ

কলকাতা, ৭ মার্চ : মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যেই উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হবে। শুক্রবার একথা জানিয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

মার্চের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এবছরের উচ্চমাধ্যমিক শুরু হয়েছে ৩ মার্চ থেকে। মোট পরীক্ষার্থী ৫ লক্ষ ৯ হাজার।

শুক্রবার খুঠামারা নদীর বারনির ঘাটে রং খেলায় মাতলেন বাসিন্দারা।

সেতু পেয়ে আগাম হোলি এলাকাবাসীর

বরাদ্দ ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৭ মার্চ : হোলির আগেই রং খেলায় মাতলেন শীতলকুচি ব্লকের ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফক্করেরহাট ও নওতাবাস বুথের বাসিন্দারা। শুক্রবার খুঠামারা নদীর বারনির ঘাটে গিয়ে এমনই ছবি দেখা গেল। এদিন বারনির ঘাটে সেতু তৈরি কাজের সূচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেতুটি নির্মাণ হবে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় অকাল হোলির আয়োজন করেন স্থানীয়রা।

বিনয় বর্মন নামে এক গ্রামবাসীর কথায়, ‘প্রতি বছর ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ৩ থেকে ৪ বার এই ঘাটে বাঁশের সাঁকো তৈরি করা হত। কিন্তু কয়েক হাজার লোকের যাতায়াতে দ্রুত ভেঙে যায় সাঁকোটি। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হত বাসিন্দাদের। আমাদের দাবি পূরণ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে।’

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক রায় প্রামাণিক বলেন, ‘বারনির ঘাটের সেতুর দাবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সেরকম সাড়া মেলেনি। পরে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহকে সেতুর দাবি জানাই। তিনি উদ্যোগ নিয়ে দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহের নজরে আনেন বিষয়টি। অবশেষে সেতুর দাবি পূরণ হতে যাচ্ছে।’

বারনির ঘাট দিয়ে যাতায়াত করেন ছোট শালবাড়ি, ছোট গদাইখোড়া, নওতাবাস, ফক্করেরহাট ইত্যাদি এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। প্রতিবছর বর্ষায় জলের স্রোতে সাঁকো ভাঙলে সমস্যায় পড়তেন স্থানীয় বাসিন্দা, স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা। সেতু না থাকায় কৃষকের উৎপাদিত ফসল প্রায় ৮ কিলোমিটার ঘুরপথে শীতলকুচি বা বড় মরিচা বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতেন। এতে যাতায়াত খরচ অনেক বেশি পড়ত। সেতুর দাবি পূরণ হওয়ায় যাতায়াত সমস্যা দূর হবে বলে দাবি বাসিন্দাদের।

এদিনের সেতুর কাজের সূচনা কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সাজ্জাদুর রহমান (বুলন), ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সার্জিনা খাতুন বিবি, উপপ্রধান উত্তমকুমার বর্মন প্রমুখ।

অভিযুক্ত শিক্ষক

দিনহাটা, ৭ মার্চ : দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসরুমে ছাত্রীদের সামনে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে থামেননি তিনি। নানা অছিলায় পড়ুয়াদের গায়ে হাত দিতেও পিছপা হননি। সম্প্রতি ছাত্রীরা সেই কথা বাড়িতে জানাতেই শুক্রবার স্কুলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। সেইসঙ্গে অভিযুক্ত শিক্ষকের নামে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে লিখিত অভিযোগপত্রও জমা দেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। যা নিয়ে শুক্রবার দিনভর ধুন্ধুমার কাণ্ড দিনহাটা-২ ব্লকে গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি স্কুলে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। পরে তাঁর ফোন সুইচড অফ হয়ে যায়। অন্যদিকে, অভিযুক্ত শিক্ষককে ফোন করে সাংবাদিক পরিচয় দিতেই ‘রং নম্বর’ বলে ফোন কেটে দেন। এবিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সাইবুল হক বলেন, ‘কলকাতায় রয়েছি। এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ নিয়ে অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে চড়াও হয়েছেন বলে শুনেছি। ফিরে বিষয়টি দেখব।’

আহত জামাইবাবু, বিয়েবাড়ির আনন্দ নিমেষে শেষ

দুর্ঘটনায় কনের ভাইয়ের মৃত্যু

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৭ মার্চ : বিয়েবাড়িতে তখনও সানাইয়ের সুর বাজছে। বরযাত্রীদের নিয়ে বরও পৌঁছে গিয়েছেন বিয়ের আসরে। একটা খবরে বিয়েবাড়ির ছবিটা বদলে গেল বিষাদে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল কনের খুড়তুতো ভাইয়ের। অন্যদিকে, গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন পাত্রীর জামাইবাবু। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গজেন্দ্রপুর চৌরঙ্গিতে। প্রিয়াংকার দাদা পলাশ রায় বললেন, ‘কয়েকদিনের ব্যবধানে দুই ভাইবোনের বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সোমবার ছোট ভাই বিপ্লব রায়ের বিয়ে হয়। বৃহস্পতিবার ছিল বোনের বিয়ে। আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে কীসব ঘটে গেল।’

কী ঘটেছিল বৃহস্পতিবার? ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাগানে বিয়ের আসর বসেছিল। শ্যালিকার বিয়েতে যোগ দিতে জামালদহ থেকে এসেছিলেন চন্দ্রমোহন বর্মন। ঘটনার রাতে একটি দরকারে তাঁর শ্যালক বিট্টু রায়ের (১৮) সঙ্গে বাইকে তিনি হলদিবাড়ি শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় গজেন্দ্রপুর চৌরঙ্গিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বিট্টুর বাড়ির সামনের রাস্তায় ভিড় জমিয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রত্যক্ষদর্শী বিজয় বিশ্বাস জানালেন, গজেন্দ্রপুর চৌরঙ্গিতে রাস্তার পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে সজোরে ধাক্কা মারে বিট্টুদের বাইকটি। দুজনেরই মাথায় আঘাত লাগে। প্রচুর রক্তক্ষরণের জেরে ঘটনাস্থলে বিট্টুর মৃত্যু হয়। স্থানীয়রা দুজনকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক বিট্টুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, অচৈতন্য চন্দ্রমোহনকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়।

যা ঘটেছিল

- একটি কাজে হলদিবাড়ি শহরে যাচ্ছিলেন বিট্টু এবং চন্দ্রমোহন
- গজেন্দ্রপুর চৌরঙ্গিতে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে বিট্টুদের বাইক
- প্রচুর রক্তক্ষরণের জেরে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বিট্টুর
- চন্দ্রমোহনকে প্রথমে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়
- বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে তাঁর চিকিৎসা চলছে

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ২২ বছর বয়সি চন্দ্রমোহনের খুলির একাংশ ফেটে গিয়েছে। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জ্ঞান না ফেরায় চিকিৎসক ৭২ ঘণ্টার সময় দিয়েছেন। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করার পর বিট্টুর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

ভাই এবং জামাইবাবুর দুর্ঘটনার কথা কনে প্রিয়াংকা রায়কে জানানো হয়। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর অবশ্য তাঁর কাছে গোপন রাখা হয়। ডিজে, ব্যান্ডপার্টির বাজনা বন্ধ রেখে বিয়ে সম্পন্ন হয়। পাড়াপ্রতিবেশী থেকে আত্মীয়স্বজনরা এসেছেন বরকনেকে নতুন জীবনের অভিনন্দন জানাতে। নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেও বিয়েবাড়িতে খেতে পারেননি কেউই। প্রতিবেশী মিঠুন মহন্ত বললেন, ‘খবরটা শোনার পর কারও গলা দিয়েই খাবার নামেনি। সবাই নতুন দম্পতিকে আশীর্বাদ করে ফিরে যান। শুক্রবার দিনের আলো ফোটার আগেই বিয়েবাড়ির সমস্ত প্যান্ডেল খুলে ফেলা হয়।’

প্রিয়াংকাদের বাড়ির পাশেই মৃত বিট্টুদের বাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এবং হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তদন্তও শুরু হয়েছে।

আমি ভোট দিতে চাই : সোমা

মাথাভাঙ্গা, ৭ মার্চ : ভোটার কার্ড রয়েছে। কার্ড হোল্ডার বেঁচে রয়েছেন। অথচ ভোট দিতে পারেননি বিগত দুটি নির্বাচনে এমনই অভিযোগ, পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংকোবার সোমা বর্মনের। সোমার কথায়, ‘২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আমাকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। নানা জায়গায় চক্কর কেটেছি। অন্যদের মতো আমিও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে চাই।’

শুক্রবার তৃণমূল কর্মীরা সোমার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস পচাগড় অঞ্চল সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস বলেন, ‘বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার কার্ড যাচাই কর্মসূচিতে সোমা বর্মনের বাড়িতে এসে দেখা যায় তাঁর এপিক নম্বরে উত্তরপ্রদেশের এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। এব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট দলের জেলা নেতৃত্বকে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি ব্লক ও মহকুমা নির্বাচন দপ্তরেও লিখিতভাবে জানানো হবে।’

যদিও মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক নির্বাচনি দপ্তর সূত্রে খবর, যার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে তাকে নির্বাচনি দপ্তরে জানাতে হবে। এই প্রক্রিয়া সারা বছর চলে।

দেহ উদ্ধার

মেখলিগঞ্জ ও ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ মার্চ : মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৭০ মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের উনিশবিশায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এদিন ৭০ মেখলিগঞ্জে গলায় দড়ি প্যাঁচানো অবস্থায় বুলু বেগম (১৮) নামে এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের পরিবারের সদস্যরা সকালে নিজের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁকে। দ্রুত উদ্ধার করে তাঁকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পূর্ব উনিশবিশা এলাকায় এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শুক্রবার নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ভারতী বর্মন (৬৫) নামে ওই বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় পরিবার। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ দেহ উদ্ধার করে।

বৈঠক

নয়ারহাট, ৭ মার্চ : শিকারপুরে মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও অফিসে প্রশাসনিক বৈঠক হল। শুক্রবার উন্নয়নমূলক কাজের গতি ত্বরান্বিত করা ও ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের গতি নিয়ে বৈঠকে পর্যালোচনা হয়। কোচবিহারের জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসক নভনীত মিত্তাল, সংশ্লিষ্ট বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান ও সহ সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ ছিলেন।

আগুন

গোপালপুর, ৭ মার্চ : কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ইন্দ্রেরকুঠি এলাকার কমলি বর্মনের বাড়ির পাশে রাখা খড় ও পাটকাঠিতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রতিবেশীরা প্রথমে আগুন নেভানো শুরু করেন। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরিবার সূত্রে খবর প্রায় ৫০ মন ধানের খড় পুড়ে গিয়েছে।

মদ বাজেয়াপ্ত

মেখলিগঞ্জ, ৭ মার্চ : শুক্রবার অবৈধ দেশি মদ মজুত করে রাখার জন্য এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বালিয়া রায় (২৮)। কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় জানান, অভিযুক্ত সহ মদ ও স্কুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গতকাল তাকে আদালতে পেশ করা হবে।

টুকরো খবর

সাফাই

কোচবিহার ও দিনহাটা, ৭ মার্চ : শুক্রবার নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সাফাই অভিযান হল। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণ সহ নাটাবাড়ি বাজার পরিষ্কার করা হয়। সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলি মণ্ডল অধিকারী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা অংশ নেন। স্বচ্ছতা অভিযান চলে শুকারুরকুঠি, নাজিরহাট ও সাহেবগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে।

পথ দুর্ঘটনা

বক্সিরহাট, ৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার রাতে বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনজন। ঘটনাটি কাশিয়াবাড়ি পঞ্চানন মোড় সংলগ্ন এলাকার। স্থানীয়রা উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

উদ্ধার

মেখলিগঞ্জ, ৭ মার্চ : এক নাবালিকাকে শুক্রবার উদ্ধার করল মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ। কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় বলেন, নাবালিকাকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কর্মীর অভাবে রান্নায় সমস্যা

মেখলিগঞ্জ ব্লকে সহায়িকা নেই দুশোর বেশি কেন্দ্রে

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৭ মার্চ : মেখলিগঞ্জ ব্লকে দুশোরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই সহায়িকা। ফলে রান্না করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে কর্মীদের। কোথাও নিজেদের সাম্মানিকের টাকা থেকে রাঁধুনি ডেকে রান্না করানো হচ্ছে। কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মীরাই সহায়িকার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। দ্রুত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে সহায়িকা নিয়োগের দাবি জানাচ্ছেন কর্মী থেকে অভিভাবকরা। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী নার্গিস পারভিন বলেন, ‘নিজের টাকা থেকে রাঁধুনি এনে কাজ করাতে হচ্ছে। এতে আমাদের হাতে আর কোনও টাকাই থাকছে না। দ্রুত সহায়িকা নিয়োগ করলে সুবিধা হয়।’

কুচলিবাড়ির একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। - ফাইল ছবি

সম্প্রতি মেখলিগঞ্জ ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে কর্মী এবং সহায়িকার ঘাটতি ছিল। তার আগে দু’তিনটি কেন্দ্রের পরিষেবা এক কেন্দ্রে দেওয়া হত। প্রায় চার মাস আগে একসঙ্গে ১৫০ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিয়োগ হলে সেই সমস্যা মেটে। এখন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘর এবং সহায়িকা নিয়ে। দেড়শোর বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর নেই। এলাকার কারও বাড়িতে রান্না করে পরিষেবা দেওয়া হয়। এরই মধ্যে সহায়িকা না থাকায় ল্যাজেগোবরে অবস্থা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। কুচলিবাড়ির অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী মৌসুমি রায়ের বক্তব্য, ‘আমার সেন্টারে কর্মী নেই। একজন রাঁধুনিকে রাখা হয়েছে। তাঁকে আমার সামান্য সাম্মানিকের থেকে টাকা দিতে হয়।’ একই অভিযোগ পিয়ালি রায় নামে আরেক কর্মীরও। তিনি আলাদা করে কাউকে রান্না করার জন্য রাখেননি। তিনি নিজেই সেই কাজ সামলাচ্ছেন। বললেন, ‘সহায়িকা না থাকায় নিজেই রান্না করছি। এতে বাচ্চাদের পঠনপাঠনে সমস্যা হচ্ছে।’

ভোটবাড়ির এক অভিভাবক পিংকি রায় জানান, কর্মীই রান্নার কাজ এবং খাতার কাজে ব্যস্ত। বাচ্চাদের পড়াশোনা হয় না। তাই এখন তাঁর সন্তানকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাঠান না।

সহায়িকার প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে নিলেও মামলার জন্য নিয়োগ আটকে বলে জানান মেখলিগঞ্জের সিডিপিও জগদীশ বর্মন। তাঁর দাবি, ‘অঙ্গনওয়াড়ির সহায়িকা নিয়োগ নিয়ে একটি মামলা চলছে হাইকোর্টে। সেজন্য নতুন করে নিয়োগ করা যাচ্ছে না।’ সহায়িকা না থাকা নিয়ে অবশ্য সিডিপিও’র সংযোজন, ‘সহায়িকা না থাকলে কর্মীদেরই রান্না করতে হবে। যদি কোনও কর্মী রান্না করতে না চান তবে তাঁর নিজের মতো রাঁধুনির ব্যবস্থা করে রান্না করিয়ে নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে সরকার থেকে ওই রাঁধুনির জন্য আলাদা টাকা বরাদ্দ হবে না।’

পরিষেবায় খামতি

- দুশোরও বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সহায়িকা নেই
- কর্মীদেরই রান্নার কাজ সামলাতে হচ্ছে, শিশুদের পড়াতে হচ্ছে
- কোনও কেন্দ্রে রাঁধুনি রেখে রান্না করাচ্ছেন কর্মীরা
- সেই রাঁধুনির টাকা কর্মীরা নিজেদের সাম্মানিক থেকে মেটাচ্ছেন

ছোট্ট তারা

দেবস্মিতা ঘোষ
কোচবিহার এপিক পাবলিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নয় বছর বয়সি এই খুদে নৃত্যশিল্পী হিসেবে নজর কেড়েছে। ভালোবাসে ক্যারাটেও।

মাছ ধরতে ব্যস্ত।। *আলিপুরদুয়ারের শিসামারা নদীতে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার শুভঙ্কর পরিডা।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পাশেই রাস্তা, স্কুলে প্রাচীরের দাবি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৭ মার্চ : পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও এখনও স্কুলে নেই সীমানা প্রাচীর। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ফলিমারি চিকনতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নেই মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং হল, পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। স্কুলের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে ফলিমারি থেকে রামপুর যাওয়ার রাজ্য সড়ক। প্রাচীর না থাকায় মাঝেমধ্যে খুদে পড়ুয়ারা রাস্তায় চলে যাচ্ছে। ঘটছে দুর্ঘটনাও। স্কুলের মাঠে শুকোতে দেওয়া হচ্ছে ধান, অবাধ বিচরণ গবাদিপশুর। শিশুদের স্বার্থে দ্রুত স্কুলে সীমানা প্রাচীর ও মিড-ডে মিলের শেড তৈরির দাবি উঠেছে।

ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ফলিমারি এলাকায় ১৯৭১ সালে তৈরি হয়েছিল চিকনতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। শতাধিক ছাত্রছাত্রীর জন্য বর্তমানে সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা চার। তবে সীমানা প্রাচীর না থাকায় স্কুলের মাঠে গবাদিপশুর অবাধ বিচরণ। শুকোতে দেওয়া হয় ধান। তাই পড়ুয়ারা মাঠে খেলতে চায় না।

রাস্তার ধারে স্কুল হওয়ায় মাঝেমধ্যেই পড়ুয়ারা রাস্তায় চলে আসে। এর আগে ওই এক ছাত্রী দুর্ঘটনাগ্রস্তও হয়েছিল। সেই ছাত্রীর বাবা বিদু বর্মন বলেন, ‘এই সড়কে সবসময় যানবাহন চলাচল করে। শিক্ষকদের পক্ষে সবসময় সবদিকে নজর রাখা সম্ভব নয়। তাই কখনো-কখনো ছাত্রছাত্রীরা খেলতে খেলতে রাস্তায় চলে আসছে। এভাবে প্রায় বছর খানেক আগে এক ভুটভুটি আমার মেয়েকে ধাক্কা মারে।’ আরেক অভিভাবক অঞ্জলি বর্মন বলেন, ‘মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। গুরুতর না হলেও দুর্ঘটনা কখনোই কাম্য নয়। স্কুলের প্রাচীর না থাকার কারণেই এমন ঘটনা ঘটছে। দ্রুত প্রাচীর তৈরির দাবি জানাচ্ছি।’

সমস্যা আরও রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিল খাওয়ার ডাইনিং হলঘর না থাকায় বারান্দায় বসে খেতে হয়। খোলা বারান্দায় বসে খেতে অনেকেই পছন্দ করে না। তন্ময় দাস, রুপম দাস নামে

স্কুলের পাশেই রাস্তা। অথচ নেই কোনও সীমানা প্রাচীর।

> এই সড়কে সবসময় যানবাহন চলাচল করে। শিক্ষকদের পক্ষে সবসময় সবদিকে নজর রাখা সম্ভব নয়। তাই কখনো-কখনো ছাত্রছাত্রীরা খেলতে খেলতে রাস্তায় চলে আসছে। এভাবে প্রায় বছরখানেক আগে এক ভুটভুটি আমার মেয়েকে ধাক্কা মারে।
>
> **- বিদু বর্মন** *অভিভাবক*

দুই পড়ুয়ার কথায়, ডাইনিং হল ও প্রাচীর হলে তাদের সুবিধা হয়। এ ব্যাপারে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মিঠুন সাহার মন্তব্য, ‘প্রাচীর তৈরির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারবার লিখিত আবেদন জানিয়েছি। তবে কোনও কাজ হয়নি।’

তুফানগঞ্জ-২ রামপুর সার্কেলের এসআই (প্রাথমিক) বিপ্লব সিংহ জানালেন, ইতিমধ্যে সমস্যার কথা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারাই ব্যবস্থা নেবে। স্কুলের সমস্যা খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তুফানগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শীতলচন্দ্র দাস।

আমাদের ছোট নদী

আগের রূপ নেই চারস্রোতার

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ৭ মার্চ : নদীটা খুবই ছোট। কিন্তু তাকে ঘিরে স্মৃতি অনেক। কেউ শীতলকুচির চারস্রোতার জলে সাঁতার শিখেছিলেন। কেউ আবার নদীবক্ষের কুড়ায় মাছ ধরতেন। তারপর সেটাকে শিদল বানিয়ে জমিয়ে ভোজ হত। এখন আর আগের মতো রূপ নেই চারস্রোতা নদীর। এখন সারাবছর সেখানে জলই থাকে না। নদীতে চাষাবাদ করে নদীর নাব্যতা হারিয়ে গিয়েছে। এখন তাই নদীকে দেখলে কষ্ট পান এলাকাবাসী।

ব্লকের আবুয়ারপাথার এবং খেনচি গ্রাম থেকে নদীটির উৎপত্তি। তারপর মাশানকুড়া বাজার হয়ে ছোট ব্যাংডাকি, আমলারডাঙ্গা গ্রামে বুড়াধরলা নদীতে মিশেছে। ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নদীটিতে বর্ষায় ভালোই জল থাকে। কিন্তু কুড়া বা ডোবাগুলিতে সারাবছর জল থাকে। নদীর নাম লোকমুখে সেরকম পরিচিত না হলেও নদীর বক্ষে গড়ে ওঠা কুড়াগুলি বেশ পরিচিত। এমনকি এই কুড়াগুলির নাম অনুসারে এলাকার নামকরণ করা হয়েছে বলে বাসিন্দাদের দাবি। যেমন মাশানকুড়ার পাশে গড়ে ওঠা বাজারের নাম মাশানকুড়া বাজার। আওয়ালিকুড়ার নামে গ্রামের নাম আওয়ালিকুড়া, দেবীডোবাকুড়ার নাম অনুসারে এলাকার নাম হয়েছে দেবীডোবা।

চারস্রোতা নদীতে চাষাবাদ।

ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পরীক্ষিৎ বর্মন বললেন, ‘বড়দের কাছে এই নদীর নাম শুনেছিলাম চারস্রোতা। কেন এমন নাম হল জানি না। তবে নদীর বৈশিষ্ট্য এখন অনেক বদলেছে।’

এই মরশুমে বোরো ধানের চাষ বাড়ায় নদীকে চেনাই যায় না বলে তাঁর অভিযোগ। বলেন, ‘এই চাষাবাদ করতে গিয়ে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হচ্ছে। আর এই কীটনাশকের জন্য নদীতে মাছই নেই। আগে শোল, বোয়াল, শিঙি, মাগুর মাছ সহ নানা প্রজাতির মাছ ছিল। বাসিন্দারা সারাবছর নদীর মাছ মারতেন।’

বর্তমানে নদীটি নাব্যতা হারিয়েছে। নদীর বুকে মাটি সমান করে চাষাবাদ হচ্ছে। এতে নদীটির গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শুখা মরশুমে জল না থাকলেও বর্ষায় তাই এই নদী ভয়াল রূপ ধারণ করে। নদীর পাড়ের ষাটোর্ধ্ব বাসিন্দা সুনীল বর্মনের কথায়, ‘বর্ষায় পাড়ার ছেলেরা একসঙ্গে মিলে মাছ ধরা এবং কলা গাছের ভেলায় চড়ে পিকনিক করতাম। ছোট এই নদীতেই সাঁতার শিখেছিলাম। সেইসব আনন্দ আজও মনে পড়ে।’

এলাকার তরুণ অমল বর্মন জানালেন, এখন কুড়াগুলিতে মাছ থাকে। বর্ষার শেষে নদীর কুড়াগুলির জল কমলে সেখানে মাছ ধরার লাইন পড়ে যায়। তারপর সেই মাছ রোদে শুকিয়ে শুঁটকি এবং শিদল বানান অনেকে।

নদী আখ্যান

- নদীর আশপাশে রয়েছে প্রচুর ডোবা বা কুড়া
- কুড়াগুলির নামে নামকরণ হয়েছে আশপাশের এলাকার
- বর্ষার পর কুড়াগুলিতে জল কিছুটা কমলে মাছ ধরেন বাসিন্দারা
- সেই মাছ পরে শুকিয়ে শুঁটকি, শিদল বানানো হয়

Great Eastern™
We serve you best
WATCH CRICKET CARNIVAL IN A BIGGER SCREEN
NEWLY OPENED
AT
RAGHUNATHGANJ
Beside Motherland, Opp. Biswas Marble, M: 9547476737
FREE BAT
on every purchase of LED TV & AC*
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI
1 EMI OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
IDFC FIRST Bank
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
24 LED TV ₹ 5990
32 SMART TV ₹ 8990
32 GOOGLE TV ₹ 10490
32 QLED GOOGLE TV ₹ 12990
43 SMART TV ₹ 17490
43 GOOGLE TV ₹ 18390
43 4K GOOGLE TV ₹ 22990
43 4K QLED ₹ 25490
55 4K GOOGLE TV ₹ 32490
55 4K QLED ₹ 35990
65 4K GOOGLE TV ₹ 44990
75 4K GOOGLE TV ₹ 75990
FREE MIXI + KETTLE
ONIDA 1.5 Ton - Inverter ₹ 32490*
Godrej 1.5 Ton - Inverter ₹ 33990*
Haier 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990*
VOLTAS 1.5 Ton - Inverter ₹ 36990*
Panasonic 1.5 Ton - Inverter ₹ 39990*
IFB 1.5 Ton - Inverter ₹ 35990*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
ONIDA 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 37990*
Godrej 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38990*
Haier 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 43990*
VOLTAS 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990*
Panasonic 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 49990*
IFB 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 40990*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 46990*
LLOYD 1.5 Ton - Inverter ₹ 36490*
BLUE STAR 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
LG 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
HITACHI 1.5 Ton - Inverter ₹ 38990*
SAMSUNG 1.5 Ton - Inverter ₹ 35990*
Carrier 1.5 Ton - Inverter ₹ 37990*
Whirlpool 1.5 Ton - Inverter ₹ 33990*
LLOYD 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42490*
BLUE STAR 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 45990*
LG 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 46990*
HITACHI 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 45990*
SAMSUNG 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 42990*
Carrier 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 43990*
Whirlpool 1.5 Ton - 5S - Inv. ₹ 38990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 97+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

নারী দিবস অনেক আশার বাণী বয়ে নিয়ে আসে। এবারও হয়তো তার ব্যতিক্রম নয়। তবে শুধু এদিনই নয়, বছরের সমস্ত দিনই দিনবদলের স্বপ্ন দেখেন ওঁরা। কোচবিহারে বিভিন্ন প্রান্তে ওঁদের বসবাস। কেউ পুলিশে কাজ করেন, কেউ আইসিডিএসে, কেউবা দিনভর সংসার সামলান। ওঁদের সঙ্গে কথা বললেন শতাব্দী সাহা

মানসিকতা বদলালেই বাজিমাত

আমার দুই মেয়ে। ওদের নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। গত বছর আরজি করে যে ঘটনা ঘটে গেল তারপর থেকে যে কত রাত ঠিকমতো ঘুমোতে পারিনি সেকথা বলে বোঝানোর নয়। আসলে গণ্ডগোলটা আমাদের মধ্যে। খুব ছোট থেকে ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে যেভাবে পার্থক্য গড়ে দেওয়া হয় সেটাই যত নষ্টের গোড়া। আত্মরক্ষা শেখাটা জরুরি। মেয়েদের সেল্ফ-ডিফেন্স কোর্সে ভর্তি করেছি। তবে মানসিকতার বদলই সবচেয়ে আগে চাই।

-সুপ্রিয়া দত্ত
গৃহবধূ

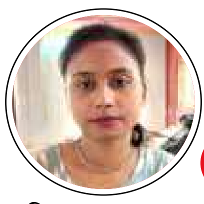

যেদিন প্রথম একজনকে মনোমতো সাজিয়ে প্রশংসার পাশাপাশি রোজগার করেছিলাম সেদিন আনন্দের সীমা ছিল না। চাই, আমার মতো আরও অনেকেই এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হোক। তাই যতটা পারি সবাইকে বিউটিসিয়ান কোর্স শেখানোর চেষ্টা করি। একটা কথা বলি। মেয়েদের অনেকে এই পেশায় আসার পর আর পাঁচজনের কটু কথা শুনে ভেঙে পড়েন। এভাবে ভেঙে পড়ার কোনও মানে নেই। যে কোনও কাজেই বাধা আসে। সেই বাধা কাটিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হবে।

-দীপিকা বর্মন
বিউটিসিয়ান

ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি। মা ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে আমাকে মানুষ করেছেন। হাজার প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু আমার গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচ পড়তে দেননি। মুসলিম মেয়ে হয়েও পুলিশে কাজ করায় অনেকেই বাঁকা কথা বলেছেন। কোনও কথায় কান দিইনি। মন খারাপ হলেও ভেঙে পড়িনি। পর্দানশিন করে রেখে তো মেয়েদের আটকে রাখা যাবে না। পুলিশের কাজ সামলে রোজা রাখা থেকে শুরু করে দিনে পাঁচবার নমাজ পড়া, সবই করি।

-মঞ্জুমা খাতুন
এএসআই

প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার মুখোমুখি হলেও মেয়েরা নিজেদের সমস্যার কথা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন না। সবসময় তাঁদের নানা লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। গোদের ওপর বিষফোড়া বলতে পরিবারের মধ্যেও তাঁদের অনেক সময় সমস্যায় পড়তে হয়। মেয়েদের আজও নিজেদের পছন্দমতো পোশাক পরার উপায় নেই। আইসিডিএস কর্মী হিসেবে কাজ করছি। এখন আইন নিয়ে পড়াশোনা করছি। আইনজীবী হয়ে মেয়েদের লড়াইয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে চাই।

-চুমকি খাতুন
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

মেখলিগঞ্জের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সাতটিতেই নারী গ্রামপ্রধান। প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মেয়েরা যে এলাকা সামলানোর কাজে যথেষ্টই দক্ষ তা নিশ্চই এতেই প্রমাণিত। গোটা দেশের হিসেব মিলিয়ে দেখা যাবে আমাদের রাজ্য থেকেই মহিলারা বেশি করে রাজনীতিতে যোগদানে এগিয়ে আসছেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত একজন হিসেবে এতে যে কতটা আনন্দ পাই তা বলে বোঝানোর নয়। এভাবেই গোটা দেশ একদিন বদলে যাবে। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নেবে।

-নিয়তি সরকার *সহ সভাপতি মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি*

ঘর সামলে মাঠের কাজে। শুক্রবার কোচবিহার গোপালপুর এলাকায় অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

তোর্ষার বালি লুট, নিষ্ক্রিয় প্রশাসন

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৭ মার্চ : ব্যক্তিগত জমি দেখিয়ে তোর্ষা থেকে বালি তোলার অনুমতি মিলছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা আর্থমুভার নামিয়ে ডাম্পারে বালি লুট হলেও ঠুঁটো জগন্নাথ প্রশাসন। ভাঙনকবলিত বালি চর থেকে খনন করায় স্থানীয়রা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা করছেন। গ্রামীণ পাকা রাস্তা দিয়ে ওভারলোডেড ডাম্পার দিব্যি চলছে। অভিযোগ, সব জেনেও পুলিশ নির্বিকার। সোমবার জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক হিমাদ্রি ঘোষ বলেন, 'মধুপুরে তোর্ষা থেকে কাউকে বালি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

এব্যাপারে আবার সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছেন কোচবিহার-২ ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক নারায়ণ দাস। তাঁর কথায়, 'বালি তোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের অফিস থেকে ডিসিআর কাটাও হয়েছে।' ভাঙনকবলিত এলাকায় এভাবে বালি তোলার অনুমতি দিতে পারেন? নারায়ণের সাফাই, 'অনেকে এক জায়গার অনুমতি নিয়ে অন্য জায়গায় বালি উত্তোলন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে আমরা অভিযান করে জরিমানাও করে থাকি।'

সমস্যা যেখানে

- ব্যক্তিগত জমি দেখিয়ে তোর্ষা থেকে বালি তোলার অনুমতি মিলছে
- প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা আর্থমুভার নামিয়ে ডাম্পারে বালি লুট হলেও ঠুঁটো জগন্নাথ প্রশাসন
- ভাঙনকবলিত বালি চর থেকে খনন করায় স্থানীয় বাসিন্দারা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের আশঙ্কা করছেন

দু'বছর আগে তোর্ষার ভয়াবহ ভাঙন হাঁসখাওয়া চাঁপাগুড়ির একাধিক ঘরবাড়ি, আবাদি জমি কেড়েছে। সম্প্রতি সেচ দপ্তর প্রায় দু'কোটি টাকা ব্যয়ে বোল্ডারের পাড়বাঁধ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে। বাঁধ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে খননকাজ চলছে। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা নদীর গতিপথ পরিবর্তনে বাঁধের ওপর চাপ পড়ার আশঙ্কা করছেন। মধুপুরে তোর্ষার ওপর সড়কসেতু না থাকায় প্রায় ৪০ কিমি ঘুরপথে কালপানিতে পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের পৌঁছাতে হয়। প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকা হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বালি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।

এদিকে, পার্শ্ববর্তী মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় বেপরোয়াভাবে ডাম্পার চলছে বলে অভিযোগ। কলেজ পড়ুয়া মিল্টন রবিদাস বলেন, 'ডাম্পার চলায় ধুলোবালিতে দুর্ভোগ বেড়েছে। পাশাপাশি রাস্তাও বেহাল হয়ে পড়ছে। যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠকে গ্রামাঞ্চলে ওভারলোডেড গাড়ি যাতায়াত নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও প্রশাসনের নজর গাড়িগুলি কীভাবে চলছে? উত্তর অধরাই। মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সমরেণ হালদারের আশ্বাস, 'ওভারলোডেড ডাম্পার চলাচলে পদক্ষেপ করা হবে।'

পুরো বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, 'ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ভাঙনকবলিত স্পর্শকাতর জায়গা থেকে কীভাবে বালি তোলার অনুমতি দেন। শীঘ্রই জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হব।' তবে বেআইনি এই কারবার রুখতে প্রশাসন কতটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে সেটাই এখন দেখার।

কুরুচিকর মন্তব্য, গ্রেপ্তারের দাবি

কোচবিহার, ৭ মার্চ : রাজবাড়ি ও রাজাদের অপমান করে ভিডিও বানানোর ঘটনায় তরুণের শাস্তির দাবি জানাচ্ছে গোটা কোচবিহার। এবিষয়ে ক্রমশ মানুষের মধ্যে ক্ষোভও বাড়ছে। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িতে বানানো একটি ছোট ভিডিওকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তরফে সংগঠনের সম্পাদক কুমার বিরাজেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের কোতোয়ালি থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করছেন। অন্যদিকে, রাজপরিবারের পাশাপাশি বিশ্ব রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চের তরফেও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মৃগাঙ্ককুমার রায় ওই তরুণের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে কোচবিহার পুলিশের সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

১৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক তরুণ কোচবিহারের রাজবাড়ি এবং রাজাদের সম্পর্কে কুরুচিকর কিছু ভাষা ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নানা সংগঠন থেকে শুরু করে কোচবিহারের সাধারণ মানুষ কেউই গোটা বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'আমাদের একটাই দাবি। কোচবিহারের রাজপরিবার ও রাজাদের যে এমনভাবে অপমান করেছে তাকে যে কোনও মূল্যে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।'

স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার নজরে দ্রুতগতির গাড়ি

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ৭ মার্চ : দুর্ঘটনা এড়াতে কোচবিহার জেলা পুলিশ এবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করতে চলেছে। জেলায় প্রথম অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গতি নিয়ন্ত্রণ ক্যামেরা বসবে। পুণ্ডিবাড়ি থানা এলাকায়। কলকাতা, মুম্বই সহ বিভিন্ন বড় শহরাঞ্চলে সাধারণত যানবাহন নিয়ন্ত্রণে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট গতি অতিক্রম করে গাড়ি চালালে জরিমানা হবে। এই জরিমানা করতে কোনও ট্রাফিক পুলিশের প্রয়োজন হবে না। জেলা পুলিশের ট্রাফিকের দায়িত্বে থাকা তুফানগঞ্জের এসডিপিও কানেন্দ্রমনোজ কুমার বলেন, 'ওই এলাকায় একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গতি নিয়ন্ত্রণ ক্যামেরা বসানো হবে। এর মাধ্যমে কোনও পুলিশকর্মী ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির নম্বর ক্যাপচার করে জরিমানা করা হবে। এবিষয়ে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।'

কোচবিহার জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা কোচবিহার-শিলিগুড়ি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পুণ্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত রাজারহাট কালীতলা সংলগ্ন এলাকায় বসতে চলেছে। ইতিমধ্যে সেই ক্যামেরা বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

চলছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্যামেরা বসানোর কাজ।

১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের খাগড়াবাড়ি থেকে রাজারহাট মোড় পর্যন্ত এলাকাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জাতীয় সড়কের বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাকে ব্ল্যাক স্পট হিসেবে জেলা পুলিশ চিহ্নিত করেছে। এই এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে মণীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়, বিদ্যাভবন বিদ্যামন্দির ও রাজারহাট উচ্চবিদ্যালয় অবস্থিত। এছাড়া একাধিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যার ফলে এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল এলাকায় পরিণত হয়েছে। দ্রুতগতিতে যান চলাচলের কারণে ইতিমধ্যে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে খাগড়াবাড়ি থেকে রাজারহাট মোড় পর্যন্ত এলাকায় চারটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনা রোধে ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত বিদ্যালয়, বাজার ও মন্দির সংলগ্ন এলাকায় সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে।

জেলা পুলিশের এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি পথ দুর্ঘটনা রোধে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে সাধারণ মানুষ আশাবাদী। বিশেষত গভীর রাতে ট্রাফিক পুলিশের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সড়কে বেপরোয়াভাবে দ্রুত যান চলাচল কিছুটা হলেও কমবে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন। এলাকাবাসী রজত সূত্রধরের কথায়, 'এই ধরনের যন্ত্র বসালে যানবাহন কিছুটা হলেও ধীর গতিতে চলাচল করবে। যার ফলে দুর্ঘটনা অনেকটা কম হবে।' একই বক্তব্য আরেক বাসিন্দা বিপুল দাসের।

গদাধর সেতুতে আলোর দাবি

তুফানগঞ্জ, ৭ মার্চ : তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নাটাবাড়ি থেকে ধলপল পর্যন্ত হেরিটেজ রোডে রয়েছে গদাধর সেতু। সেতুটি দিয়ে কাশিরডাঙ্গা, ধলপল, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, ভাটিবাড়ি, নাটাবাড়ির বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। কিন্তু সেতুটিতে আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়। ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে বলে স্থানীয়দের দাবি। এলাকাবাসী চাইছেন সেতুটিতে আলো লাগানো হোক।

ধলপলের বাসিন্দা সঞ্জয় দাসের কথায়, 'কয়েকদিন আগেই নাটাবাড়ি থেকে বাড়িতে ফেরার সময় সেতুর কাছে একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে যাই। সেরকম কিছু হয়নি। আলো থাকলে হয়তো এমন সমস্যা হত না। তাই আমি চাই সেতুতে দ্রুত আলোর ব্যবস্থা করা হোক।'

এই সেতুতে রাতেরবেলা সমস্যায় পড়তে হয়।

একই বক্তব্য নাটাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা সমরেশ সরকারেরও। নাটাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষিণী রায় আশ্বাস দিয়েছেন, শীঘ্রই সেতুতে আলোর ব্যবস্থা করা হবে।

যাতায়াতে সুবিধার জন্য সেতু সহ আশপাশের এলাকাতে আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন নাটাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিশেষ করে রাতেরবেলা ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার কথাই তুলে ধরেছেন তিনি। অন্ধকারে সেতু পার হতে ভয় পায় দশম শ্রেণির ছাত্রী আলপনা বর্মনের মতো অনেকেই। আলপনার কথায়, 'রাতেরবেলা টিউশন থেকে ফেরার সময় সমস্যায় পড়ি। অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে রাস্তা পার হই। সেতুতে অন্তত দুটো সোলার লাইটের ব্যবস্থা থাকলেও যাতায়াত করতে অনেক সুবিধা হবে।'

স্কুলের পাশেই পুকুর, পড়ুয়াদের নিয়ে উদ্বেগ

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৭ মার্চ : ঘড়িতে তখন সকাল সাড়ে ১০টা। স্কুল সংলগ্ন পুকুরের ধারে একজন শিক্ষক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কেন দাঁড়িয়ে আছেন? জিজ্ঞেস করতেই উত্তর এল, 'খুদে পড়ুয়ারা যাতে পুকুরে পড়ে না যায়, সেজন্য প্রতিদিন পাহারা দিতে হয়। স্কুল শুরুর আগে থেকে ছুটি দেওয়া না পর্যন্ত আমরা উৎকণ্ঠায় থাকি।' এই উৎকণ্ঠা অভিভাবকদের মধ্যেও। এই উদ্বেগের কারণ স্কুলের পাশের পুকুর। বিদ্যালয়ে কোনও সীমানা প্রাচীর নেই। যে কোনও সময় পড়ুয়ারা পুকুরে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বিডিও সঞ্জয় ঘিসিং বলেন, 'সীমানা প্রাচীর ও ডাইনিং হলের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবোত্তর চাড়ালজানি মৌজায় ১৯৫২ সালে দেবোত্তর চাড়ালজানি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১২০।

বিদ্যালয় সূত্রে খবর, স্কুলের সামনে রাস্তা। রাস্তার পাশে বড় পুকুর। খেলতে গিয়ে বা অন্য কোনওভাবে খুদে পড়ুয়ারা পুকুরে পড়ে গিয়ে বিপদ ঘটতে পারে। বর্ষাকালে এমনিতে পুকুরটি জলে টইটুম্বুর হয়ে থাকে। স্কুলে আসা-যাওয়ার সময় পড়ুয়ারা পুকুরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ স্থানীয়রা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমরকুমার বসুর কথায়, 'বাউন্ডারি, ডাইনিং হলের কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। স্কুল সংলগ্ন পুকুরের কারণে সব সময় পড়ুয়াদের নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়। ডাইনিং হল না থাকায় কখনও খোলা বারান্দায়, কখনও মাঠে মিড-ডে মিল খেতে দেওয়া হয়। সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের আর্জি জানাচ্ছি।'

স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং হল নেই। অগত্যা খোলা বারান্দায় বা মাঠে পড়ুয়াদের খেতে হয়। স্থানীয় এক অভিভাবক মুসকেদুল হকের বক্তব্য, 'শিশুদের নিরাপত্তায় সীমানা প্রাচীর দরকার। এছাড়া ডাইনিং হল তৈরি প্রয়োজন।'

র‍্যালি

চ্যাংরাবান্ধা, ৭ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতা র‍্যালি করল মেখলিগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। এদিন চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু হয়ে ওই র‍্যালি গোটা চ্যাংরাবান্ধা বাজার পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিডিও অরিন্দম মণ্ডল, জয়েন্ট বিডিও অমিত সরকার, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান প্রমুখ। বিডিও বলেন, 'নারী দিবসের প্রাক্কালে তাঁদের মাধ্যমেই প্লাস্টিকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতার বার্তা দেওয়ার এই অভিনব কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।'

স্মারকলিপি

হলদিবাড়ি, ৭ মার্চ : হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কোনও রোগী নিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অন্যত্র রেফার করা হয়। সেখানে পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। চিকিৎসা পরিষেবা ভালো নয়। ল্যাবে পরীক্ষার কর্মী নেই। যাকে তাকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হচ্ছে। হাসপাতালের এমন বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আন্দোলনে নামল বিজেপি। এনিয়ে শুক্রবার বিজেপির তরফে ব্লক স্বাস্থ্য অধিকর্তার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

সরব বিজেপি

মেখলিগঞ্জ, ৭ মার্চ : হাউজিং ফর অল প্রকল্পে মেখলিগঞ্জ পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করল বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার মেখলিগঞ্জ বিজেপি কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। সম্প্রতি এক বাসিন্দা তাঁর হাউজিং ফর অল-এর টাকা তছরুপের অভিযোগ থানায় দায়ের করেছিলেন। দলের মেখলিগঞ্জ শহর মণ্ডল কমিটির সভাপতি আশেকার রহমান বলেন, '৩ ফেব্রুয়ারি আমরা জানতে পারি, পুরসভার এক বাসিন্দা তথা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার হাউজিং ফর অল-এর উপভোক্তা দুর্নীতির অভিযোগ এনে মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই দুর্নীতিতে শুধু নোডাল অফিসার জড়িত নন। এই দুর্নীতি কীভাবে ও কার নেতৃত্বে হল সেই বিষয়গুলি বর্তমান চেয়ারম্যান জনসমক্ষে জানাক।'

আলোচনা

ঘোকসাডাঙ্গা, ৭ মার্চ : ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলোসফিক্যাল রিসার্চের অর্থানুকূল্যে একদিবসীয় জাতীয় আলোচনাচক্র হল শুক্রবার ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে। ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনাচক্রে মুখ্য অতিথি হিসাবে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক ডঃ অভিজিৎ দেব উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এদিনের আলোচনায় অসমের আইআইআইটি'র অধ্যাপক ডঃ রাজর্ষি মিত্র, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রীতা চৌধুরী ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শক্তিপদ কুমার অংশগ্রহণ করেন।

৭ বছরে তৈরি হয়নি স্কুলের পরিকাঠামো

নয়ারহাট, ৭ মার্চ : নামে জুনিয়ার হাইস্কুল। সেখানে শিক্ষক রয়েছেন। পড়ুয়া রয়েছে। কিন্তু স্কুলের নিজস্ব কোনও ঘর নেই। ওই চত্বরে থাকা খাটেরবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি ঘরে একসঙ্গে চারটি শ্রেণির ক্লাস চলে। এমন অবস্থা খাটেরবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুলটির। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত রায় বলেন, 'ওই স্কুলটির স্থায়ী ভবন তৈরির বিষয় আগে প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। তবে আমি ফের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

পিছিয়ে পড়া মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন ওই এলাকায় সাত বছর আগে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু এখনও স্কুলে পরিকাঠামো তৈরি না হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। পরিকাঠামো না থাকার প্রভাব পড়ছে স্কুলের পঠনপাঠনের ওপর। ওই স্কুলটিতে খাতায়-কলমে ২০ জন পড়ুয়া থাকলেও দৈনিক উপস্থিতির হার অর্ধেকের কম। তবে মাথাভাঙ্গা-১ নম্বর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মুনমুন রায়ের বক্তব্য, 'ওই স্কুলের পরিকাঠামো তৈরির বিষয়টি একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যা সমাধান হবে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তৈরির পর থেকে স্কুলটি বঞ্চনার শিকার হয়ে চলেছে। তবে এব্যাপারে প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে নারাজ। এতদিন অতিথি শিক্ষক দিয়ে স্কুলটি চলছিল। চলতি বছর জানুয়ারি মাসে দুজন স্থায়ী শিক্ষক যোগদান করেছেন। সেজন্য স্কুলটি নিয়ে স্থানীয়দের অনেকে আশার আলো দেখছেন। জুনিয়ার হাইস্কুলটির একই চত্বরে রয়েছে খাটেরবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ওই স্কুলের টিআইসি বিক্রমজিৎ ভৌমিকের কথায়, 'স্কুল দুটি পাকা রাস্তার ধারে রয়েছে। তাই প্রাচীর না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসনের এব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত।'

বৈঠক

পারডুবি, ৭ মার্চ : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের এগারো মাইলে নিজস্ব দলীয় কার্যালয়ে সিপিএমের শাখা সংগঠন সারা ভারত কৃষকসভার বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষকসভার ব্লক সম্পাদক খগেনচন্দ্র বর্মন প্রমুখ। পারডুবি অঞ্চল সম্পাদক বলেন, 'আগামী ২০ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশে যোগদান সহ নানা বিষয় ও দলীয় কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয় এদিনের বৈঠকে।'

রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৭ মার্চ : তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়ক তুফানগঞ্জ শহরের হৃৎপিণ্ড বলে পরিচিত। সেই রাস্তা সম্প্রসারণের দাবি অনেকদিনের। অবশেষে সম্প্রসারণের কাজ শুরু হল শুক্রবার। এদিন মাপজোখের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক কাজের সূচনা হয়। পূর্ত দপ্তরের জেলা আধিকারিক সুরজিৎ সরকার জানিয়েছেন, অর্থিক বরাদ্দ মিলেছে। শুরু হয়েছে টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ। টেন্ডার হলেই আগামী ২ মাসের মধ্যে রাস্তায় কাজ শুরু হবে।

কাজ শুরুর খবরে তুফানগঞ্জবাসী খুশি। স্থানীয়রা বলছেন, মূল রাস্তাটি সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তুফানগঞ্জ শহরে যানজটের চাপ ছিল অনেক বেশি। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকত। এবার সেই সমস্যা কাটতে চলেছে।

মাপজোখে ব্যস্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

এদিন কাজ শুরুর সময় মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী, পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর, এসডিএলআরও সুশান্ত সেনগুপ্ত সহ পূর্ত দপ্তর ও অন্য দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। থানা চৌপথি থেকে শুরু করে পুরসভার শেষ সীমানা পর্যন্ত তাঁদের উপস্থিতিতে চলে মাপজোখ। পূর্ত দপ্তর সূত্রে খবর, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের থানা চৌপথি থেকে কলেজের সীমানা পর্যন্ত প্রায় ৩ কিমি সড়কের কাজে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ১৪ কোটি টাকা। সড়কের দু'ধারে থাকবে নিকাশিনালা ও তার ওপরে করা হবে ফুটপাথের ব্যবস্থা।

দাবি পূরণ

- রাস্তাটি সরু হওয়ায় যানজট সমস্যা নিত্যসঙ্গী
- রাস্তাটিকে প্রশস্ত করতে বরাদ্দ প্রায় ১৪ কোটি
- মোট ৪৫ ফুট চওড়া হবে, থাকবে ডিভাইডার, নিকাশিনালা
- শুক্রবার মাপজোখের মাধ্যমে প্রাথমিক কাজ শুরু

পুরসভার চেয়ারপার্সন বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের পর কাজ শুরু হল। নিকাশিনালা সহ রাস্তাটি মোট ৪৫ ফুট চওড়া হবে। একইসঙ্গে রাস্তার কিছু জায়গায় থাকবে ডিভাইডার।'

আলিপুরদুয়ার জেলার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম ভরসা এই তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়ক। এটি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মিশেছে। রাস্তা বেশি চাওড়া না হওয়ায় যানজট ভোগান্তি ছিল নিত্যসঙ্গী। তুফানগঞ্জ মহাকুমা নাগরিক মঞ্চের সভাপতি অমরেন্দ্র বসাকের বক্তব্য, 'রাস্তা চওড়া করার দাবিটি বহুদিনের। অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর। রাস্তাটি সংকীর্ণ থাকায় এলাকার উন্নয়নে বাধা পড়ছিল। এবার সেই সমস্যা দূর হল।'

৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ বাসিন্দা নৃপেন পণ্ডিত জানিয়েছেন, তিনি ১৯৬২ সাল থেকে এই শহরে বাস করছেন। আগে রাস্তাটি চিকলিগুড়ি ট্র্যাক নামে পরিচিত ছিল। এরপর সময়ের সঙ্গে ক্রমেই মূল রাস্তাটি সংকীর্ণ হতে শুরু করে। এবার রাস্তা চাওড়া করার উদ্যোগে খুশি তিনি।

দে দৌড়... আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মহিলাদের দৌড় প্রতিযোগিতা। শুক্রবার বিকানেরে।

হাতি-ড্রাগনের সম্পর্ক চায় চিন

বেজিং, ৭ মার্চ : সাফল্যকে সার্বিক স্তরে নিয়ে যেতে হলে ড্রাগনকে হাতির সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে। এর সুফল পাবে দু-পক্ষই। শুক্রবার বেজিংয়ে চিনা পার্লামেন্ট ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের অধিবেশনের ফাঁকে এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। তাঁর বক্তব্যে ড্রাগন হল চিন, আর হাতি ভারত।

এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে ধারাবাহিক টানাপোড়েন নিয়ে ওয়াংকে প্রশ্ন করেছিলেন এক সাংবাদিক। জবাবে তিনি বলেন, 'চিন সবসময় বিশ্বাস করে দু'দেশের উচিত একে অন্যের সাফল্যে অংশীদার হওয়া। ড্রাগন-হাতির পারস্পরিক সহযোগিতাই দু-পক্ষের এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা।' তিনি বলেন, 'ড্রাগন এবং হাতির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রাগন এবং হাতিকে একসঙ্গে নাচিয়ে দিতে হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে কথা না বলে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। তাতেই দুই দেশের লাভ। যদি এশিয়ার বৃহত্তম দুই অর্থনীতি একজোট হয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই তা লাভজনক।' ওয়াংয়ের মতে, দীর্ঘদিন ধরে ভারত ও চিন একে অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি খরচ করছে। সীমান্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'দেশের বাহিনী। এর ফলে চিন বা ভারত কেউ লাভবান হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের উচিত একে অপরকে অবমূল্যায়ন করার পরিবর্তে একে অপরের সঙ্গে কাজ করা। একে অপরের গতিবিধির দিকে নজরদারি করার বদলে পরস্পরকে সাহায্য করার বহু কারণ আমাদের রয়েছে। এইভাবে আমরা আমাদের দেশ ও সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে পারব।'

গালওয়ান সংঘাতের পর ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বড়সড়ো ফাটল ধরেছে। দু'দেশ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাজুড়ে লক্ষ লক্ষ সেনা মোতায়েন করেছিল। সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয় পূর্ব লাদাখে। দুই সেনাবাহিনীর কোর কমান্ডার স্তরে দফায় দফায় আলোচনার পরেও জট কাটছিল না। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছিলেন ওয়াং ই। সেই বৈঠকের পর দু-পক্ষই কিছুটা নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। এরপর গতবছর রাশিয়ার কাজানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তারপর ধাপে ধাপে সীমান্তের একাধিক জায়গা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত ও চিন। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যও চলছে স্বাভাবিকভাবে। এমন এক সময়ে চিনা পণ্যের ওপর করের পরিমাণ বাড়িয়েছে আমেরিকা। ভারতের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক শুল্কনীতি কার্যকর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এবার চিনা বিদেশমন্ত্রীর ভারতের সঙ্গে জোট গঠনের পক্ষে সওয়াল তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ওয়াং বলেন, 'চিন ও ভারত হাত মেলালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহত্তর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে। একটি শক্তিশালী গ্লোবাল সাউথ গঠনের সম্ভাবনা জোরালো হবে। ড্রাগন, হাতির মেলবন্ধনই আমাদের সামনে একমাত্র বাস্তবতা। একে অপরকে হতাশ করার বদলে আমাদের উচিত পরস্পরকে সমর্থন করা। দু-দেশের জনগণের মৌলিক স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির প্রয়োজন।'

ড্রাগন এবং হাতির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক দুই দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রাগন এবং হাতিকে একসঙ্গে নাচিয়ে দিতে হবে। একে অপরের বিরুদ্ধে কথা না বলে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। তাতেই দুই দেশের লাভ। যদি এশিয়ার বৃহত্তম দুই অর্থনীতি একজোট হয়, সমগ্র বিশ্বের পক্ষেই তা লাভজনক।

ওয়াং ই, *চিনের বিদেশমন্ত্রী*

ব্যাকফুটে ট্রাম্প, কাঁদলেন ট্রুডো

ওয়াশিংটন ও টরন্টো, ৭ মার্চ : ভেবেছিলেন ক্ষমতায় বসেই আমেরিকাকে রাতারাতি নিজের মতো করে গড়ে নেবেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি চলবে তাঁর অঙ্গুলিহেলনে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই ইচ্ছাপূরণ আপাতত দুরস্ত। মঙ্গলবার থেকে কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর বাড়তি কর চাপিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। ৪৮ ঘণ্টা কাটল না সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হল তারা। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প নিজেই ঘোষণা করলেন, ২ এপ্রিল পর্যন্ত দুই প্রতিবেশী দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যে বাড়তি কর আদায়ের সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে। সরাসরি স্বীকার না করলেও আমেরিকার শেয়ার বাজারে ধসের কারণেই ট্রাম্প যে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই।

আমেরিকা পিছু হটতেই নিজের রাজনৈতিক ভিত পোক্ত করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন কানাডার বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে কান্না ভেজা চোখে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ হোক বা অন্য কোনও বিষয়ে তিনি কানাডাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিদায়ি প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকা কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর চাপিয়েছিল। মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা কর আরোপ করে কানাডা। সেই পথে হাঁটার কথা জানিয়েছিল মেক্সিকো। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার পণ্য আমদানি-রপ্তানি ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে মার্কিন লগ্নিকারীদের মধ্যে। শুরু হয় শেয়ার বিক্রির হিড়িক। ধস নামে আমেরিকার শেয়ার বাজার। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়ি সংস্থাগুলি। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝে ফোর্ড, জেনারেল মোটর্স ও স্টেলান্টিসের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। তার পরেই শুল্ক-যুদ্ধে রাশ টানার কথা জানান। তাতেও অবশ্য লগ্নিকারীদের আস্থা ফেরেনি। শুক্রবারও শেয়ারের পতন লক্ষ করা গিয়েছে।

তবে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে বিদায়বেলায় স্বস্তিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। আমেরিকার পিছু হটাকে পরোক্ষে নিজের কৃতিত্ব বলে দাবি করেছেন তিনি। রবিবার কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম জানাতে পারে শাসকদল লিবারাল পার্টি। তার আগে এক সাক্ষাৎকারে ট্রুডো বলেন, 'কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যতদিন ছিলাম সব সময় দেশের ও কানাডীয়দের ভালোর জন্য কাজ করেছি। যখন চলে যাচ্ছি তখনও মানুষকে আশাহত করিনি।' ট্রাম্পের শুল্ক স্থগিতের সিদ্ধান্তকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'এই বিরতি সাময়িক। ভবিষ্যতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধ জারি থাকবে। আমাদের লক্ষ্য এই শুল্ক পুরোপুরি তুলে নিতে ওদের বাধ্য করা।' বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন কানাডার ১০ বছরের প্রধানমন্ত্রী। শুরু থেকে কানাডার পণ্যের ওপর ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ট্রুডো। মার্কিন পণ্যের ওপর পালটা কর চাপিয়েছেন। যার জেরে কানাডার অন্দরে ট্রুডোর জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও বেড়েছে বলে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও আগামী নির্বাচনে লিবারাল পার্টি জয় পেলে ট্রুডোর প্রধানমন্ত্রিত্বে ফেরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কানাডার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে যতদিন ছিলাম সব সময় দেশের ও কানাডীয়দের ভালোর জন্য কাজ করেছি। যখন চলে যাচ্ছি তখনও মানুষকে আশাহত করিনি।

জাস্টিন ট্রুডো

পদ্মাপারে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত

হিজবুত তাহরীরের মিছিলে রণক্ষেত্র

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৭ মার্চ : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন ভারতের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছেন, তখন পদ্মাপারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের জান-মালের ওপর লাগাতার হিংসা নিয়ে পালটা চাপ দেওয়ার কৌশল নিল মোদি সরকার। শুক্রবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার বলেন, 'বাংলাদেশে যেভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে তাতে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। যে সমস্ত চরমপন্থীকে গুরুতর অপরাধের জন্য সাজা দেওয়া হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও সাংঘাতিক হয়েছে।'

জয়সওয়াল বলেন, 'বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, পাশাপাশি তাঁদের সম্পত্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা সে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব।' রীতিমতো পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, '২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট থেকে ২০২৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যে ২,৩৭৪টি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ১,২৫৪টি ঘটনার সত্যতা পুলিশ নিশ্চিত করেছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, এই ১,২৫৪টি ঘটনার ৯৮ শতাংশকেই 'রাজনৈতিক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।' বিদেশমন্ত্রক বলেছে, 'আমরা আশা করি, বাংলাদেশ সরকার কোনও বিভাজন না টেনে প্রতিটি হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসার ঘটনার নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে এবং অপরাধীদের কঠোর বিচারের আওতায় আনবে।'

বাংলাদেশে দ্রুত নির্বাচন করানোর দাবি জানিয়ে জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল বাংলাদেশের পক্ষে। চলমান বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজন করা জরুরি।'

বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক নয়, সেটা এদিনের ঘটনায় পরিষ্কার। শুক্রবার জুম্মার নমাজ শেষ হওয়ার পর নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের ব্যানারে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম থেকে একটি মিছিল বেরোয়। মিছিলটি পল্টন থেকে বিজয়নগরের দিকে এগোলে পুলিশ বাধা দেয়। সাউন্ড গ্রেনেড এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। তাতে বেশ কয়েকজন আহত হন। পুলিশের সঙ্গে যোগ দেন সেনাবাহিনীর সদস্যরাও। বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের তরফে সাফ জানানো হয়েছিল, তাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা হলে হিজবুত তাহরীরের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুইসাইড নোটে তরুণের অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

মুম্বই, ৭ মার্চ : আগরার মানবের পর এবার মুম্বইয়ের নিশান্ত। স্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন আরও এক তরুণ। সামাজিক ও আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ নির্যাতনকারী এবং নারী নির্যাতিত, এই বদ্ধমূল ধারণাকে আবারও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নিশান্ত ত্রিপাঠী। মুম্বইয়ের এক হোটেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাওয়া গিয়েছে সুইসাইড নোট। সেখানে স্ত্রী ও মাসির নামে অভিযোগ জানিয়েছেন নিশান্ত।

পুলিশ জানিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি হোটেলের ঘর থেকে নিশান্তের দেহ উদ্ধার হয়। আত্মহত্যার আগে ঘরের দরজায় 'ডু নট ডিসটার্ব' (বিরক্ত করবেন না) বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছিলেন ওই তরুণ। সন্দেহ হওয়াতেই হোটেলের কর্মীরা অন্য চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিশান্তকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। ঘর থেকে যে সুইসাইড নোটটি উদ্ধার হয়েছে, সেখানে স্ত্রী অপূর্বা পারেখের উদ্দেশে নিশান্ত লিখেছেন, 'তুমি যখন এই চিঠির কথা জানতে পারবে, ততক্ষণে আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। জীবনের শেষপর্বে এসে তোমার প্রতি রাগ হচ্ছে না বরং ভালোবাসার অনুভূতি হচ্ছে। সেটা কখনও যাবে না।... মা আমার লড়াইয়ের কথা জানেন। কিন্তু তুমি আর প্রার্থনা মাসি আমাকে বাঁচতে দিলে না। তোমাদের অনুরোধ করছি আমি চলে যাওয়ার পর মাকে অন্তত শান্তিতে বাঁচতে দিও।'

নিশান্তের চিঠির ভিত্তিতে অপূর্বা এবং প্রার্থনার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

আসন পুনর্বিন্যাসের যুদ্ধে ৭ রাজ্যকে চিঠি

মমতাকে পাশে চান দক্ষিণের স্ট্যালিন

চেন্নাই, ৭ মার্চ : লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের প্রশ্নে এবার মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির জোট গড়ার তোড়জোড় শুরু করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আর সেই জোটে দক্ষিণী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। ডিএমকে সভাপতি জানিয়েছেন, ডিলিমিটেশনের নামে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির যেভাবে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হচ্ছে তা রুখতে একটি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছেন তিনি। তাতেও তৃণমূলের তরফে প্রতিনিধি পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন স্ট্যালিন। ঘটনা হল, ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম, আপ, শিরোমণি অকালি দল, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিআরএস, এআইমিমের পাশাপাশি বিজেপি এবং এনডিএ শরিক টিডিপিকে ডেকেছেন স্ট্যালিন। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক অবিচার বলে আখ্যা দিয়ে তার মোকাবিলায় যৌথ আন্দোলনের রূপরেখা তৈরির বার্তাও দিয়েছেন স্ট্যালিন।

এদিকে ডিলিমিটেশনের প্রশ্নে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী যখন কোমর বাঁধছেন তখন ত্রি-ভাষা নীতি নিয়ে তাঁকে পালটা চ্যালেঞ্জ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার রানিপেতে সিআইএসএফের ৫৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে শা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কল্যাণে তামিলনাড়ুর পরীক্ষার্থীরা তামিল ভাষাতে সিআইএসএফের পরীক্ষা দিতে পারেন। আমি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, আপনি তামিল ভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। এতে রাজ্যের শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবেন।'

আগে স্ট্যালিন কেন্দ্রকে জানিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালের জনগণনাকে ভিত্তি করে অন্তত ৩০ বছর আসনসংখ্যা একই রাখা উচিত। সেই আবহে এবার স্ট্যালিন অহিন্দিভাষী একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। মমতা ছাড়াও আর যাঁদের তিনি চিঠি দিয়েছেন তাঁরা হলেন, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া, তেলেঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডি, অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডু, পঞ্জাবের ভগবন্ত মান এবং ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। স্ট্যালিন এদিন চিঠিতে লিখেছেন, ডিলিমিটেশন নিয়ে আলোচনার জন্য ২২ মার্চ চেন্নাইয়ে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। যে সমস্ত রাজ্য সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সুশাসন বজায় রেখেছে তাদের ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যগুলির অধিকার এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ হাতে পাওয়ার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়েরও ডাক দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্র যেভাবে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া করতে চায় তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী বলে জানান তিনি। স্ট্যালিনকে সমর্থন জানিয়ে রেবন্ত রেড্ডি বলেন, 'দক্ষিণ ভারতে বিজেপির কোনও প্রতিনিধিই নেই। তাই ডিলিমিটেশন নামক অস্ত্রের মাধ্যমে তারা প্রতিশোধ নিচ্ছে। বিজেপি দক্ষিণ ভারতকে শেষ করে দিতে চাইছে।'

মোদির নিরাপত্তায় শুধু মহিলা পুলিশ

আহমেদাবাদ, ৭ মার্চ : নারী অর্ধেক আকাশ নয়। পূর্ণ আকাশ। গৃহকোণ থেকে যুদ্ধক্ষেত্র, কূটনীতির ময়দান থেকে মহাকাশেও দাপিয়ে বেড়ানোর স্পর্ধা দেখাচ্ছেন মহিলারা। ৮ মার্চ শনিবার আন্তর্জাতিক নারীদিবসে গুজরাটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তার দায়িত্বে এবার থাকছেন এক ঝাঁক মহিলা পুলিশ। শুধু মহিলা পুলিশই থাকবেন। এদেশে প্রথম এই উদ্যোগ। আগামীকাল ভানসি বোরসিতে লাখপতি দিদি সম্মেলন। এখানে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী।

নারী দিবস উপলক্ষ্যে নভসারির ভানসি বোরসি গ্রামের হেলিপ্যাডে প্রধানমন্ত্রীর পৌঁছোনো থেকে শুরু

আন্তর্জাতিক নারীদিবস

করে অনুষ্ঠান কেন্দ্র পর্যন্ত সবটুকুর নিরাপত্তা দেখবেন গুজরাট পুলিশের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত মহিলারা। তাঁদের তদারকি করবেন বর্ষীয়ান আইপিএস অফিসার ও গুজরাটের স্বরাষ্ট্রসচিব নিপুণা তোরওয়ানে।

গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাংভি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের যাত্রাপথ ও অনুষ্ঠান কেন্দ্রগুলিতে ২,১০০-রও বেশি কনস্টেবল, ৮৭ জন এসআই, ৬১ পুলিশ ইনস্পেকটর, ১৬জন ডিএসপি, পাঁচ এসপির সঙ্গে থাকবেন একজন আইজি ও এডিজিপি। সাংভির কথা, আগামীকাল গুজরাট এক বিশেষ বার্তা দিতে চলেছে। তা হল গুজরাটকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে নারী পুলিশের ভূমিকা, তাদের অবদান কোনও অংশে কম নয়।

নাগপুরে পতঞ্জলি ফুডপার্কের উদ্বোধন কাল

নাগপুর, ৭ মার্চ : খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণে নিজেদের উপস্থিতি আরও জোরালো করছে পতঞ্জলি। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একটি ফুডপার্ক তৈরি করেছে পতঞ্জলি আয়ুর্বেদ লিমিটেড। সংস্থার এমডি আচার্য বালকৃষ্ণ এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'পতঞ্জলি মেগা ফুড অ্যান্ড হারবাল পার্ক' নামের ওই কেন্দ্রটি আগামী দিনে এশিয়ার সবচেয়ে বড় কমলালেবু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। ৯ মার্চ পার্কের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও জাহাজমন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বালকৃষ্ণ জানিয়েছেন, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির দৈনিক উৎপাদনক্ষমতা ৮০০ টন। সেখানে এ গ্রেড ছাড়াও বি ও সি গ্রেডের অকালপক্ব এবং ঝড়ের কারণে পড়ে যাওয়া কমলা প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে। কমলালেবু, আমলা, ডালিম, পেয়ারা, আঙুর, লাউ, গাজরের রস ছাড়াও এখানে আম, কমলার পাল্প এবং পেঁয়াজ ও টম্যাটোর পেস্ট তৈরি করা হবে। পতঞ্জলি মেগা ফুড অ্যান্ড হারবাল পার্ক অত্যাধুনিক পরিকাঠামোর সুবাদে শূন্য অপচয়কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

নয়া ফরমান

বেঙ্গালুরু, ৭ মার্চ : নয়া ফরমান। বাড়ি বসে কাজের দিন শেষ। কর্মীদের উপস্থিতি নিয়ে নয়া নির্দেশিকা ইনফোসিসের। বাড়ি থেকে কাজ করলেও মাসে অন্তত ১০ দিন অফিসে আসা বাধ্যতামূলক। অ্যাপে উপস্থিতিও জানাতে হবে। ১০ মার্চ থেকে নিয়ম চালু হবে।

ধর্ষণ মামলায় বিয়ের শর্তে জামিন অভিযুক্তের

এলাহাবাদ, ৭ মার্চ : বিয়ে করলেই সাত খুন মাফ! ধর্ষক হয়ে যায় স্বামী? এদেশে 'সামাজিক চাপে' ধর্ষিতাকে ধর্ষকের বিয়ে করার নজির বিরল নয়। বলিউডি সিনেমাতেও 'সুপারস্টার' গ্রাম-মোড়লের নির্দেশে ধর্ষকের সঙ্গে ধর্ষিতার বিয়ের নিদান রয়েছে। এবার সেই বিয়ের শর্তেই ধর্ষণে অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত অভিযোগকারিণীকে ৩ মাসের মধ্যে বিয়ের নির্দেশ দিয়েছে অভিযুক্তকে।

২৩ বছরের এক তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৪ সালে রাজস্থানের শিকার জেলার বাসিন্দা বছর ২৬-এর এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল আগ্রা পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ), ৫০৬ (ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন) ধারা এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইনে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তরুণীর দাবি, উত্তরপ্রদেশ পুলিশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে ৯ লক্ষ টাকা নিয়েছে অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, এরপর প্রতারক তরুণ তাঁকে ধর্ষণ ও হেনস্তা করে। তরুণীর আপত্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়।

যদিও ধর্ষণের অভিযোগ স্বীকার করেনি অভিযুক্ত। ঘটনার ৪ মাস পর এফআইআর দায়ের নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তার আইনজীবী। আগ্রার দায়রা আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়ার পর অভিযুক্ত হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। সেই মামলায় অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করতে গিয়ে অভিযোগকারিণীকে বিয়ের শর্ত দিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষাণ পহলের একক বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ওই তরুণীকে বিয়ে করে তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছে অভিযুক্ত তরুণ। তাই ৩ মাসের মধ্যে বিয়ে করতে হবে এই শর্তে তার জামিন মঞ্জুর করা হচ্ছে। তবে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সঙ্গে অভিযোগকারিণী কি একমত? অথবা আদালতে তিনি বক্তব্য পেশের সুযোগ পেয়েছেন কি না সেই ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ হল, সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যতক্ষণ না একজন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর জীবন বা স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

অফিসারের আত্মহত্যা

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : শুক্রবার সকালে দিল্লির চাণক্যপুরীর আবাসিক ভবনের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন আইএফএস অফিসার জিতেন্দ্র রাওয়াত। তিনি কিছুদিন থেকেই বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন। চিকিৎসাও চলছিল। বিদেশমন্ত্রকের বর্ষীয়ান অফিসার রাওয়াত মন্ত্রকের আবাসিক ভবনের দ্বিতলে মায়ের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান থাকেন দেরাদুনে। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, শোকের মুহূর্তে মন্ত্রক তাঁর পরিবারের পাশে। দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পরিজনদের সব রকম সহায়তা দেওয়া হবে। পরিবারের গোপনীয়তার সম্মান রাখতে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে না।

আদানিদের হাতেই ধারাভি প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ধারাভি প্রকল্পে আপাতত স্বস্তি বহাল থাকল শিল্পপতি গৌতম আদানির। শুক্রবার একটি মামলা খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, ধারাভি পুনর্বিকাশ প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু রেল কোয়ার্টারও ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই অবস্থায় কাজের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করতে রাজি হয়নি প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। আদানিগোষ্ঠীর পক্ষে বম্বে হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, সেটি বাতিলের আর্জিও খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সুপ্রিম কোর্টে খারিজ আর্জি

মহারাষ্ট্র সরকার এবং আদানিদের নোটিশ পাঠিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। ২৫ মে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। ধারাভি প্রকল্পের নিলাম প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সেকলিংক টেকনলজিস কর্পোরেশনের টেন্ডার বাতিল করে আদানি প্রোজেক্টস লিমিটেডের হাতে ধারাভি প্রকল্পের বরাত দিয়েছিল মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্য সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সেকলিংক টেকনলজিস। তারা প্রথমে ধারাভি প্রকল্পের জন্য ৭২০০ কোটি টাকার বরাত দিয়েছিল। কিন্তু ২০২২ সালে সেকলিংকের ২০১৯ সালের বরাত বাতিল করে নতুন করে নিলাম ডেকেছিল একনাথ শিন্ডের সরকার। শেষমেশ ৫০৬৯ কোটি টাকার বরাত দিয়ে ধারাভি প্রকল্প আদানির হাতে চলে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা অনিল কুমার চৌধুরী - কে 25.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 50E 28966 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যখন আমি জানতে পারলাম যে আমি ডিয়ার লটারিতে এক কোটি টাকা জিতেছি, তখন এটি আমার জন্য একটি আশ্চর্যজনক এবং খুবই আনন্দজনক মুহূর্ত ছিল। আমি অত্যন্ত খুশি ছিলাম কারণ আমি কখনও ভাবিনি যে আমি জীবনে এক কোটি টাকা জিতবো। এটি আমাদের আর্থিক দায়িত্ব এবং চাহিদা পূরণে সাহায্য করবে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৮ সংখ্যা, শনিবার, ২৩ ফাল্গুন ১৪৩১

ওড়িশায় চেনা খেলা

নেহরু-গান্ধি পরিবার বাদে দেশের বাকি সব মনীষীকে আঁকড়ে ধরার কৌশল বিজেপির বরাবরের। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকার ইতিহাস আরএসএস বা বিজেপির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসংঘের না থাকায় বাধ্য হয়ে এই কৌশল তাদের নিতে হয়। গুরু গোলওয়ালকার বা বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে এ দেশে আগ্রহ সীমিত। আবার গান্ধিজির ঘাতক নাথুরাম গডসেকে হিন্দুত্বের প্রতীক মনে করলেও দেশের মানুষের ভাবাবেগের কারণে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাটা সমস্যাজনক।

তাই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে বিজেপিকে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের প্রতীক হিসেবে মহাত্মা গান্ধির চশমা ব্যবহার করতে হয়। আবার কখনও দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মতানৈক্যের গল্পের গোরুকে গাছে তুলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সবথেকে বড় মূর্তি স্থাপন করতে হয়। গেরুয়া শিবিরের নিজস্ব কোনও জাতীয় আইকন না থাকায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারতের সংবিধান তৈরির খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে মাতামাতি করতে হয়।

পদ্ম ব্রিগেডের এই কৌশল যে নিছক লোকদেখানো, সেটা ওড়িশাবাসী এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক, ওড়িশাবাসীর কাছে দলমতনির্বিশেষে বিজু পট্টনায়েক নিঃসন্দেহে একজন আইকন। ওড়িশার সাধারণ মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, রাজ্যের উন্নয়নে বিজু এবং তাঁর ছেলে নবীন পট্টনায়েকের অবদান যথেষ্ট। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বিজুর গুণমুগ্ধ বলে নিজেদের দাবি করেন। বিজুর জন্মদিনে শ্রদ্ধাও জানান তাঁরা।

অথচ পালাবদলের ওড়িশায় এখন থেকে আর বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিনকে পঞ্চায়েতিরাজ দিবস হিসাবে পালন করার গত তিন দশকের পরম্পরায় ছেদ টেনেছেন ওড়িশার এখনকার বিজেপি সরকার। বিজুর জন্মদিনে ছুটির প্রথাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। পাশাপাশি বিজেডি আমলে তৈরি ৪০টি সরকারি প্রকল্পের নাম বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওড়িশার মোহনচরণ মাঝির সরকার। ওই প্রকল্পগুলির বেশ কয়েকটি বিজুর নামে আছে।

বিজু পট্টনায়েকের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার এই পদক্ষেপের স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা করেছে ওড়িশার প্রধান বিরোধী দল বিজেডি। কংগ্রেসও আপত্তি তুলেছে। আইকন আঁকড়ে ধরার খেলা এবং কাজ ফুরিয়ে গেলে তাঁকে লোকচক্ষুর আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়ার এই খেলা বিজেপির নতুন নয়। ভোট ও ক্ষমতার প্রয়োজনে আইকন ব্যবহারের এই কৌশল আরেকবার বেআব্রু হল।

গান্ধিজি, নেতাজি, প্যাটেল, আম্বেদকর থেকে বিজু পট্টনায়েকের অবদানকে ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও বিজেপি এবং সংঘ পরিবার যে ধরনের হিন্দুত্বে বিশ্বাসী, তার সঙ্গে ওই মহান নেতাদের মতাদর্শ খাপ খায় না। হাজার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব নয়। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছোনোর জন্য ওই মনীষীদের অন্তত প্রকাশ্যে আঁকড়ে ধরা হয়। কিন্তু চরিত্রগত, ভাবনাগত অবস্থান যে একেবারে আলাদা, সেটা বারবার সামনে চলে আসে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংসদে দাঁড়িয়ে আম্বেদকরের নামোচ্চারণের বদলে ভগবানের নাম করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যাঁর লেখা বর্ণপরিচয় পড়ে আপামর বাঙালি বাংলা ভাষার পাঠ শিখেছে, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার অভিযোগে জড়িয়ে আছে বিজেপির নাম। পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে ছাপ ফেলার লক্ষ্যে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের নাম নেন বিজেপির নেতারা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা স্বামীজির সংকীর্ণ মানসিকতামুক্ত, উদার, ধর্মনিরপেক্ষ, পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে বিজেপি-আরএসএসের মনুবাদী চিন্তাভাবনা খাপ খায় না।

ভোট এলেই ভারত-পাকিস্তান, হিন্দু-মুসলিম, দেশভক্ত-দেশদ্রোহী ইত্যাদি দ্বন্দ্ব উসকে তোলা হয় ভোটারদের মধ্যে মেরুকরণ ঘটানোর লক্ষ্যে। যা বিজেপির কাছে ক্ষমতা দখলের সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কে লোটার মার্কস অর্জনের মতো। ক্ষমতায় আসার মাত্র আট মাসের মধ্যে ওড়িশাকে বিজেপি ধীরে ধীরে বিজু পট্টনায়েকমুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আগামীদিনে সেই কৌশল অন্য অহিন্দিভাষী রাজ্যেও যে কার্যকর হবে না, তা হলফ করে বলা কঠিন।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি

ড্রাগ দুনিয়ায় সুতীব্র লজ্জায় ভারত

বিবিসির স্টিং অপারেশনে ফাঁস ভারতে তৈরি নিষিদ্ধ ওষুধের উৎস। যার দৌলতে আফ্রিকার একাধিক দেশে ভয়ংকর সমস্যা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

জোহানেসবার্গের রাস্তায় দেখা হল আফ্রিকার অন্য কোনও দেশের নাগরিকের সঙ্গে। ভারতীয়, শুনেই সে আপনাকে বলিউডের কোনও হিন্দি গানের কলি শুনিয়ে দেবে।

জামানির কোনও জঙ্গলে হয়তো রোনাল্ডোর দেশের বিশ্বকাপ টিমের ক্যাম্পে হাজির হয়তো বঙ্গসন্তান। ভারতীয়? বুঝলেই পর্তুগিজ তরুণী ভাঙা উচ্চারণে গেয়ে উঠতে পারেন, কুছ কুছ হোতা হ্যায়। সে দেখেছে ছবিটা।

কোরিয়ার রাস্তাতেও এমন অভিজ্ঞতা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ইন্ডিয়াকে ওখানে সবাই বলে ইন্দো। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেমন কোরিয়ান পপ শুনলে জেগে ওঠে, ওখানেও বলিউডের গান জানে অনেকে। কালই দেখলাম, 'চান্দা হ্যায় তু' গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে কোরিয়ান তরুণী।

কাজাখস্তান থেকে রাশিয়া, পুরোনো সোভিয়েত দেশগুলো ঘুরলে অনেক জায়গাতেই ভারত নামে জান কসম হিন্দি ছবির রাজকীয় নাচের জন্য।

এমন কিছু বলতে বলতে, লিখতে লিখতে আপনি যদি শোনেন, ভারতের জন্যই আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে লোকে গণহারে মরতে বসেছে, কেমন লাগবে তা হলে?

গর্বের পাহাড় থেকে নেমে পড়বেন একেবারে লজ্জার উপত্যকায়। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগবে প্রথমে। তবে বাস্তব এটাই। ঘানা, নাইজিরিয়া, আইভরি কোস্টের মতো বেশ কিছু দেশে অসংখ্য মৃত্যুর কারণ হচ্ছে ভারতে তৈরি বেআইনি কিছু ওষুধ। ব্যথার চিকিৎসায় ওসব ব্যবহার হয়, আবার মাদক হিসেবেও ব্যবহার হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মুম্বইয়ের এক ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থার উদ্যোগে।

ভাবতে পারেন, এই ওষুধগুলোর কোনও লাইসেন্স নেই! রপ্তানি হচ্ছে বেআইনি পথে! তীব্র আসক্তির ওই ওপিওয়েড এমনভাবে বাজারে ছাড়া হচ্ছে, প্যাকেজিং দেখলে মনে হবে, এ তো বৈধ ওষুধ। দুটো আলাদা ওষুধ ঠিকঠাক। অথচ মেলালেই বিপদ টাপেন্টাডলের মতো শক্তিশালী ওপিওয়েড আর পেশি শিথিল করে দেওয়া ওষুধ ক্যারিসোপ্রোডল মিশিয়ে তৈরি হচ্ছে এমন ওষুধ। প্রচুর নেশা হয় বলে এমন ওষুধ ইউরোপে নিষিদ্ধ। অথচ ভারতে দিব্যি তৈরি হচ্ছে।

আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের তিন নম্বর হতে চলেছি বলে একদিকে গর্ব করছে মোদি সরকারের মন্ত্রীসভা। ওদিকে, ওই বেআইনি ওষুধ তৈরি বা বিক্রি করা বন্ধ করতে পারিনি। এমন ওষুধ বিক্রির লাইসেন্স নেই বিশ্বে। ভয়ংকর মেক্সিকো, হাইতি, ভেনেজুয়েলা, আফগানিস্তানেও এমন ওষুধ তৈরি হয় না। আমাদের দেশে তবু এসব তৈরি হচ্ছে।

এতদিন কেউই জানত না এমন কেচ্ছার কথা। বিবিসি স্টিং অপারেশনে গত মাসে এটা ফাঁস করার পর ছিছিক্কার বিশ্বে। ঘানা, নাইজিরিয়া, আইভরি কোস্টের অনেক শহর ও গ্রামে মেড ইন ইন্ডিয়া ছাপ লাগানো এই ওষুধ মিলছে। যেখানে লোগো মুম্বইয়ের অ্যাভিও কোম্পানির। মুম্বই ঠিক নয়, মুম্বই শহরতলির পালঘর জেলায়। সেই কোম্পানিতেই স্টিং অপারেশন চালিয়েছে বিবিসি। সেই রিপোর্টার গিয়েছিলেন নাইজিরিয়ায় এসব বিক্রি করবেন বলে। চিমা ওকোরি, চিবুজোর, ক্রিস্টোফারদের দেশ নাইজিরিয়াই এমন ট্যাবলেটের সবচেয়ে বড় বাজার। ভারত থেকে প্রথমে ঘানায় এসব যায় জাহাজে। ঘানা থেকে অন্য দেশে।

ভারতীয় কোম্পানির অন্যতম মালিক বিনোদ শর্মা লুকোনো ক্যামেরার সামনে দিব্যি বলেছিলেন, 'এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। তবে আজকাল এটাই ব্যবসা। এই ট্যাবলেট কেউ দুটো বা তিনটে খেলে রিল্যাক্সড ভাবতে নিজেদের। নেশা হতে পারে।'

এমন পড়লে সবার আগে মনে পড়ে আমাদের দেশের বহু শহর ও গ্রামের একটা ছবি। স্টেশন থেকে হাসপাতাল, সব জায়গায় দেওয়ালে সাঁটা এক ধরনের পোস্টার- নেশামুক্তির উপায়। প্রচুর লোক যেমন নেশা ধরানোর কাজে উৎসাহী, প্রচুর লোক তেমন নেশামুক্তির কাজে জীবন দিয়েছেন। বাংলায়। ভারতে। বিদেশে।

বিশ্বের এই অংশে মাদক নিয়ে কী না হয়? আফগানিস্তান এবং মায়ানমারে চলে আফিম চাষের লড়াই, কোথায় বেশি উৎপাদন? শেষ খবর বলছে, আফিম চাষে আফগানিস্তানকে হারিয়েছে মায়ানমার। তালিবান ক্ষমতায় এসে আর যাই করুক, আফিম চাষ বন্ধ করেছে। মায়ানমারে আবার একটা সোনালি ত্রিভুজ আছে, যেখানে থাইল্যান্ড, মায়ানমার ও লাওসের সীমান্ত মিশেছে। সেখানেই আফিম-হেরোইন উৎপাদন সবচেয়ে বেশি।

থাইল্যান্ড বলতে মনে পড়ল, এটা এখন গাঁজার স্বর্গরাজ্য। ব্যাংককে গাঁজা বৈধ করার পর সেখানকার খাও স্যান রোডে গাঁজাকে কেন্দ্র করে শপিং মল হয়ে গিয়েছে। প্ল্যাটোপিয়া মার্কেটে সবসময় ধোঁয়ায় ঢাকা থাকে। গাঁজা কিনে লোকে যাচাই করে ওখানে। ব্যাংককের ব্যস্ততম রাস্তা সুকুমভিট রোডে পঞ্চাশের বেশি দোকানে মেলে গাঁজা ফুলের কুঁড়ি আর ধূমপানের নানা সরঞ্জাম।

এই যে বাংলাদেশ, সেখানে নিত্যনতুন ট্যাবলেটের কথা শুনবেন। একটা নিষিদ্ধ হলে আর একটা শুরু হবে। একটা রুট বন্ধ হলে শুরু হবে আরেকটা রুট। আমাদের যেমন মিজোরাম ড্রাগ ঢোকার অন্যতম পথ, বাংলাদেশে তেমন চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার। বাংলাদেশে এক বছর আগে ১০০ কোটির বেশি কোকেন উদ্ধার হয়েছিল ঢাকা বিমানবন্দরে। এসেছিল আফ্রিকান দেশ মালাউয়ি থেকে। ইথিওপিয়া ও কাতার হয়ে। পাচার হত ভারতে। বাংলাদেশে 'শয়তানের নিঃশ্বাস' নামে এক ড্রাগ এসেছে। আসল নাম স্কোপোলামিন। ওই ড্রাগ আপনার নাকের কাছে কেউ মেলে ধরলে আপনার কাপড়, হাত বা মোবাইলে লাগালে কিছুক্ষণের জন্য আপনি মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারাবেন। এই সুযোগে সবকিছু চুরি হয়ে যাবে, বুঝতেই পারবেন না।

শিলিগুড়ি বা মালদায় নিষিদ্ধ ড্রাগ বলতে বোঝায় ব্রাউন সুগার, কোকেন, হেরোইন বা লামা। তা শুধু ওখানেই আটকে নেই ড্রাগ মাফিয়াদের পৃথিবী। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া এখন নারকো স্টেট। সেখানে ক্যাপ্টাগন নামক মাদক সুপারহিট। একটা সময় ওই ক্যাপ্টাগন বড়ি খেয়ে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধারা দিনরাত যুদ্ধ করত। নেশার বড়ি খেয়ে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাতে সুবিধে হত। কী করছে, কী করছে না, হুঁশই থাকত না। সিরিয়া ও লেবাননে খুব সস্তায় তৈরি হত ওই ওষুধ। বলা হত, গরিবের কোকেন।

পাচারেরও কত রকম রাস্তা! ইকুয়েডরের দুজন এবং এক স্প্যানিশ, তিনজন মিলে এক সাবমেরিনে ব্রাজিল থেকে ইউরোপে নিয়ে যাচ্ছিল ১৫ কোটি ডলারের কোকেন। এই সাবমেরিন আবার চোরাচালানকারীদের বানানো। ব্রাজিলের আমাজন পেরিয়ে ইউরোপ যেতে অন্তত সাতাশদিন। কুড়ি হাজার লিটার জ্বালানি লাগে। বুঝতেই পারছেন, কতটা গরম। তিনটে লোকের খাবার বলতে ছিল এনার্জি বার ও ক্যান ভর্তি সার্ডিন মাছ। টয়লেট বলতে ছিল প্লাস্টিক ব্যাগ। এই বেআইনি সাবমেরিনগুলো এখন নারকো সাব নামে কুখ্যাত। আফ্রিকার কিছুটা আবার তৈরি হয় গায়ানা বা সুরিনামের গভীর জঙ্গলে। সবচেয়ে মজাদার ঘটনা, যারা সাবমেরিন চালিয়ে এত কষ্টে বেআইনি ড্রাগ নিয়ে যায়, তাদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হয়। আটলান্টিক মহাসাগরে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং অ্যাজোরেসের আশপাশে নাকি একটি গণকবরখানা রয়েছে। কোকেন খালাস করে ওখানেই ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দেওয়া হয় সাবমেরিন চালকদের।

ঠিক এই জায়গাতেই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা মিশে যায়। ড্রাগের স্বর্গরাজ্য কলম্বিয়া এবং মেক্সিকোর পাচারকারীরা স্পেনের অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করে। ইতালি, স্পেনের মতো ইউরোপে মাদক পাচারের বড় কেন্দ্র আবার বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্প। সেখান থেকে নেদারল্যান্ডস হয়ে কোকেন যায় ইউরোপের নানা শহরে। বছরখানেক আগে শুনেছিলাম, বেলজিয়ামের বিচারমন্ত্রী ভিনসেন্ট কিকেনবর্ন মারাত্মক সুরক্ষিত বাড়িতে থাকেন। কেন? ডাচ অপরাধীরা হুমকি দিয়েছিল, মন্ত্রীকে অপহরণ করবে।

নারী দিবসের প্রেক্ষাপটে ড্রাগ সংক্রান্ত লেখাতেও অবশ্য থাকা উচিত মেয়েদের কথা। দুই সম্পূর্ণ চরিত্রের দুজনের কথা বলি।

কলম্বিয়ার প্রয়াত গ্রিজেলডা ব্লাঙ্কো। তাঁর সম্পর্কে কলম্বিয়ার মাদক মহারাজ পাবলো এসকোবার বলেছিলেন, 'জীবনে একজনকেই ভয় পেতাম।' সত্তর বা আশির দশকে 'কোকেন গডমাদার' বলা হত গ্রিজেলডাকে। নিজের তিন স্বামীকেই মেরে ফেলেছিলেন তিনি। বলা হত 'ব্ল্যাক উইডো'। তাঁকে নিয়ে হলিউডে ছবি পর্যন্ত হয়েছে। সিরিজ বানায় নেটফ্লিক্স।

দ্বিতীয়জন, বিশ্বে মাদকাসক্তির রাজধানী আফগানিস্তানের লায়লা হায়দারি। কাবুলের রাজপথে একটা ব্রিজ রয়েছে। নাম পুল-এ-সুখতা। সেই ব্রিজের নীচে কয়েক হাজার নেশাগ্রস্ত মানুষ নোংরার মধ্যে শুয়ে থাকত। বোধই কাজ করত না। অধিকাংশই আফিম-হেরোইন নিত। তাঁর নিজের ভাই নেশায় চুর জেনে লায়লা তাঁর বাড়ি যান। ভাইয়ের ঘরে স্ত্রী ও তিন কন্যা। তাঁদের বাঁচাতে ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেন লায়লা। ভাই তখন চলে যায় ব্রিজের নীচে।

ভাইকে খুঁজতে গিয়ে দিব্যচক্ষু খুলে যায় লায়লার। সেখানে চার হাজার নেশাগ্রস্ত- ভাইকে পাবেন কোথায়? অনেকে মলমূত্র, সিরিঞ্জের মধ্যে শুয়ে। অনেকে মৃত। লায়লা নিজের টাকায় তৈরি করেন মাদার্স ক্যাম্প। সব নেশাগ্রস্তর জন্য। জঙ্গিরা হত্যার হুমকি দিলেও থামেননি। পুনর্বাসন কেন্দ্রের পাশে ছিল লায়লার কফি শপ। সেই অর্থেই চলত ক্যাম্প।

লায়লা আজ কোথায়, তাঁর মাদার্স ক্যাম্প, কফি শপ তালিবান জমানায় চলে কি না, সেটা হোয়াটসঅ্যাপের এআই পর্যন্ত স্পষ্ট বলতে পারে না।

আমাদের দেশেও লায়লার মতো উচ্চশির প্রচুর নারী। ড্রাগ দুনিয়ায় ভারতের সাম্প্রতিকতম লজ্জা ঢাকতে তাঁরাও তাঁদের শহরে কিছু করে যাচ্ছেন, এই স্বপ্ন দেখে চলি।

আজ

১৯০৮

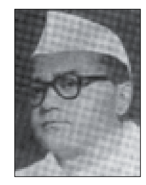

স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকনাথ বল জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৫৬

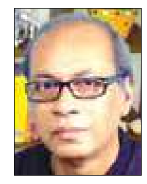

লেখক রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

তারকাদের যদি এত মিটিং-মিছিলে দেখা যায়, তাহলে টিকিট কেটে মানুষ তাদের পর্দায় চাইবে কেন? অভিনেতাদের শুধু অভিনয় নিয়ে থাকা উচিত। অন্য জগতে প্রবেশ করলেই, সে রাজনীতি বা অন্য কিছু, নজর ঘুরে যায়। উত্তমকুমার সুখেনদাকে বলেছিলেন, তুই এত ঘুরে বেড়াস, এটা ঠিক না।

- প্রভাত রায়

ভাইরাল/১

মধ্যপ্রদেশে এক হাসপাতালের বিরুদ্ধে রোগীকে আইসিইউতে আটকে রেখে মোটা টাকা বিল করার অভিযোগে আলোড়ন। 'কোমা'য় থাকা রোগী নাকে নল, হাতে ক্যাথেটার নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর দাবি, আইসিইউতে আটকে রাখা হয়েছিল। অভিযোগ অস্বীকার হাসপাতালের।

ভাইরাল/২

ট্রেন আসার সময় লাইন পারাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এক তরুণের বাইক কাঁধে রেললাইন পারাপারের ভিডিও ভাইরাল। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ থাকলেও তরুণটি বাইক কাঁধে তুলে লাইন টপকে চলে যান।

উত্তরের পাঁচালি

বানারহাটের নেপথ্যে

ধূসর অতীতে ডুয়ার্সে যখন প্রচণ্ড পানীয় জলের অভাব ছিল তখন আজকের বানারহাট জনপদ এলাকায় জলের উৎস ছিল। তাই ওই এলাকা লোকমুখে পরিচিত হয়েছিল 'পানিহাট' নামে। অপভ্রংশ হয়ে 'পানারহাট' হয়ে তারপর কালের স্রোতে তা 'বানারহাট'। আবার অনেকে বলেন বিডিআর-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন হিসেবে ১৯০৩ সালে বানারহাটের আত্মপ্রকাশের পর চা বাগানে সস্তায় শ্রমিক জোগান দেওয়ার জন্য এজেন্ট বা আড়কাঠি মারফত 'বান্দা' বা মজদুর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রেলস্টেশনে কেনাবেচা হত। এই বান্দা বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে 'বান্দারহাট' তথা আজকের 'বানারহাট'-এর সৃষ্টি।

১৮৬৪ সালে তৃতীয় ভারত-ভুটান যুদ্ধের কেন্দ্র ছিল বানারহাটের পাশের 'চামুরচি'। ১৮৭৭-১৮৭৮ সালে জলপাইগুড়ি শহরের বাঙালি শিল্পপতিদের হাতে তৈরি 'মোগলকাটা' চা বাগান এবং এর ১৭ বছর পর ১৮৯৫ সালে সম্পূর্ণ ব্রিটিশ সাহেবদের হাতে তৈরি হয় 'বানারহাট' চাবাগান। ধীরে ধীরে একের পর এক মোট ২২টি চা বাগান গড়ে ওঠে। ১৯০৫ সালে এই বানারহাটে সাপ্তাহিক হাট বসা শুরু হয়।

-শুভজিৎ দত্ত

জীবন যেমন।। বানারহাটে একদিন। ছবি: মলি দত্ত

নাটকে নিবেদিত

রতনকুমার চৌধুরী।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি এখন পরিচিত নাম। একেবারেই গ্রামীণ এই জনপদে পাঁচ-ছয় দশক আগে যাত্রাপালার কদর ছিল বেশি। সেই যাত্রাপালার পাশাপাশি নাটকের চর্চা যখন শুরু হয়েছিল যে ক'জন পুরুষের দৌলতে তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন রতনকুমার চৌধুরী। প্রায় ৬০ বছর আগে প্রাইমারি স্কুলের যখন ছাত্র রতন তখন থেকেই নাটকে অভিনয় শুরু। পরবর্তীতে হাইস্কুলে ছাত্র জীবনে বহু নাটকে অভিনয়। পরে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষক থাকাকালীনও পড়ুয়াদের নিয়ে বহু নাটক পরিবেশন করেন। চাকরি জীবন থেকে অবসরগ্রহণ করেন ১১ বছর আগে। এখনও নাটক ছাড়েননি। বরং নতুন প্রজন্মকে নাটকে ধরে রাখার জন্য তাঁর উদ্যোগে ভাবনা নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে। রতনবাবুর নেতৃত্বে এই সংস্থা বছরে দুটি করে নাট্যোৎসব করছে পলাশবাড়িতে। আবার তাঁর নাটকের দল উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে নাটক পরিবেশন করছে। রতন নিজে শতাধিক নাটকে নানা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর স্বরচিত নাটক আটটি। এছাড়া বহু বিখ্যাত নাট্যকারের লেখা নাটক পরিচালনা করেছেন। এভাবে তিনি যেন এই জনপদে এখন 'নাট্যগুরু' হিসেবে স্বীকৃত। তবে এখনও সরকারি কোনও পুরস্কার মেলেনি। কিন্তু পলাশবাড়ির ললিতকলা অ্যাকাডেমি 'রতন'-কে চিনেছে। সম্প্রতি তাদের উদ্যোগে এবারের বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'নাট্যগুরু' হিসেবে রতনকে সংবর্ধিত করা হল। সংস্থার প্রতিনিধি প্রণবকুমার সেনের কথায়, 'নাটকের জন্য রতনবাবু যা করেছেন তাকে সম্মান জানাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ।'

- সুভাষ বর্মন

ইচ্ছেডানায় আকাশে উড়ুক নারীসত্তা

নারী দিবসে নানা আশাভরসার কথা শোনা যায়। কিছু স্বপ্ন পূরণ হয়, কিছু স্বপ্ন পূরণ হয় না। তবু জীবন থামে না।

চিরদীপা বিশ্বাস

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে হঠাৎ দুই মহিলার মতানৈক্য কান ছুঁল।

'কোনও কাজই ছোট নয় বলে আবার আকারে ইঙ্গিতে চাকরিরতা মহিলাদেরই সফল বলছিস তা হলে।'

'তা নয় দিদি, তুমি চাকরির অফারটা না নিয়ে এখন কী করছ, না ছাদবাগানে ফুল ফোটাচ্ছ আর বলছ এটাই ভালো লাগে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে...মানে কীভাবে।'

একুশ শতকের উদারমনা নারী হিসেবে আমার অন্তরাত্মাও ওই 'চাকরি ছেড়েই সুখী আছি' মার্কা মনোভাব মেনে নিতে পারছিল না কিছুতেই। হ্যাঁ, হয়তো পয়সাকড়ির অভাব নেই, তাই বলে নিজের একটা ঠিকঠাক আয় থাকবে না! ঘর গুছিয়ে, রান্না করেই তৃপ্তি মেলে ধরনের চিন্তাভাবনা উনিশ শতকীয়। পুরুষতন্ত্র হিপনোটাইজ করে রেখে দিয়েছে পুরো, আর কিছু না। আপনমনেই এসব ভাবতে ভাবতেই এবার অন্য আরেক কাকিমার গলা পেলাম 'আমারও নাসারির শখ ছিল খুব। আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল না সেরকম কিন্তু শিক্ষিত হয়েও যদি চাকরি না করি তাহলে লোকে কী বলবে? অগত্যা ...।'

দীর্ঘশ্বাস আর না বলা ওই কথাগুলো সেদিন অনেক কিছু শিখিয়েছিল। সত্যিই তো, ভালো থাকার স্বাধীনতা তো সবার থাকা উচিত। নারীসমাজের অধিকাংশের ধারণা একরকম হতেই পারে। তাই বলে সংখ্যাঘরিষ্ঠের অন্যরকম চাওয়াটা ছোট করে দেখব! এও তো বৈষম্যই হল। কোনও নারী চাইতেই পারেন উচ্চশিক্ষিত হওয়ার পরেও তিনি প্রথাগত দিকে যাবেন না। এর মধ্যিখানে আমাদের অতি বিপ্লবী মনে উদ্রেক হওয়া 'কী করে এভাবে নারী সুখী হতে পারে' গোত্রীয় প্রশ্ন নিয়ে সবসময় সবক্ষেত্রে সোচ্চার হওয়াটা কি খুব দরকার?

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অবশ্যই ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু আশপাশের নারীগোষ্ঠীর চলা পথে হাঁটলেই যে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে এমনটা তো নয়। পূর্ব নারীরা শেকল ভেঙে চলেছে যেমন, ঠিক তেমন প্রয়োজন পড়লে সেই চেনা ছকও ভেঙে নিজেদের ভালো থাকার ঠিকানা খুঁজে নিতে হবে। হতেই পারে কম্পিউটার শেখার বদলে কেউ তার সেলাই-ফোঁড়াইকে আগলে রাখতে চায়, ক্ষতি কী! সেটাই হোক তার স্বাবলম্বী হওয়ার পথের সঙ্গী।

আসলে সব কাজে খুঁত ধরতে ধরতে আমরা ভুলেই যাই যে, করার পাশাপাশি 'না করা'র সিদ্ধান্ত গ্রহণও একপ্রকার স্বাধীনতা। সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই আমরা অতি উদার কেউ কেউ ভুরু কোঁচকানো যে মন্তব্যগুলো করে বসি, তা আদতে আমাদেরই বৈষম্য সৃষ্টিকারী বানায়। তাই ইকুয়ালিটির ধ্বজা উড়িয়ে, হাজার গণ্ডা বিবিধের মাঝে, এক রঙের চশমা পরে, সকলকে জাস্টিস দেওয়ার চরম চেষ্টা করা নিতান্তই মুখামি। দিনের শেষে শান্তিতে সুখী জীবন কাটাতে তাই কোনও নারী যদি কর্পোরেট জব ছেড়ে স্ব-ইচ্ছায় ইউটিউবার হতে চান তাঁকেও যেমন সম্মানের চোখে দেখা উচিত, ঠিক তেমন কেউ যদি ফুলবাগানে ফুল ফুটিয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে ফোটো তুলে বা ঘরের মধ্যে থেকেই রকমারি নিত্যনতুন রান্নাবান্না করে, উল বুনে সুস্থ-স্বাভাবিক এবং আনন্দময় জীবন কাটাতে চান, তবে তাতে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের গন্ধ বৃথা খুঁজতে নেই।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কোচবিহারের ভূমিকন্যা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৪

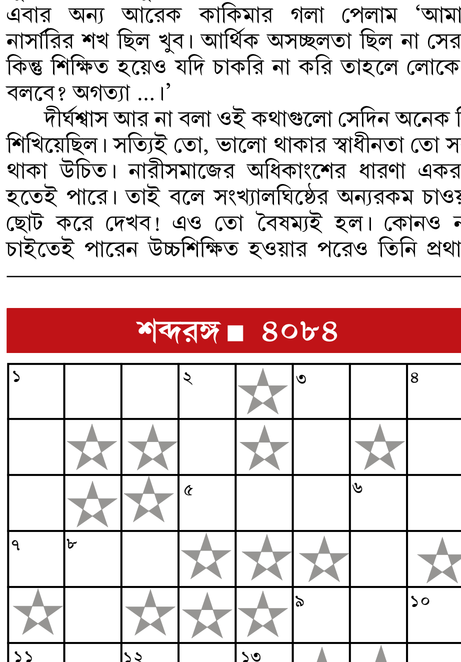

পাশাপাশি: ১। তীরভূমি, বেলাভূমি ৩। অতি মূল্যবান রত্ন বা মণি ৫। ত্রিপুর উপজাতির ভাষা ৭। ঢিলে করে বাঁধা খোপা ৯। পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা ১১। শিবের অংশে জাত ভৈরব, মৃত্যুরূপী শিবানুচর ১৪। মাফ, রেহাই ১৫। দুই দলের আড়াআড়ি, একই দলের মধ্যে নানা গোষ্ঠীর বিরোধ।

উপর-নীচ: ১। আস্ফালন করা, উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করা ২। লোকসংসর্গ-প্রিয়, আমুদে ৩। প্রশ্নের উত্তর, বরখাস্ত ৪। রসজ্ঞ, সমঝদার ৬। লালাভ, রক্তাভ ৮। পায়চারি, চৌকি ১০। বৈষ্ণবদের কপালে গেরিমাটির তিলক ১১। বাক্য, নির্দেশ ১২। শিব, উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি রাগ, একটি নদ ১৩। বরদাতা, ইচ্ছাপূরণকারী।

সমাধান ■ ৪০৮৩

পাশাপাশি: ১। সিকিম ৩। জাউ ৫। কথ্য ৬। কমলা ৮। নোলক ১০। দাদন ১২। জগৎ ১৪। হাবা ১৫। দাদ ১৬। জন্ম।

উপর-নীচ: ১। সিটকানো ২। মকমক ৪। উত্তম ৭। লাই ৯। লাজ ১০। দাগাবাজ ১১। নরোত্তম ১৩। গলদা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক: সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন: ৯৮৮৩৫৫৮০৫৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন: ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস: মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন: ০৩৫১২-২২১৬৯৬ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৪৫৮৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৫০৩, বিজ্ঞাপন: ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৩০৯৬, সার্কুলেশন: ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস: ৯৬৩৫৪৫৬৮৬৮, নিউজ: ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ: ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

৪৬ জনের নাম বাদ নিয়ে প্রশ্ন

কোচবিহার, ৭ মার্চ : কোচবিহারে ভোটার তালিকা থেকে 'ভারতীয় নাগরিক নয়' ক্যাটিগোরিতে ৪৬ জনের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিজেপি অবশ্য অভিযোগ করেছে, এই ভোটাররা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এদের মধ্যে ৩৬ জনই দিনহাটায় ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে। তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহই এর পিছনে রয়েছেন।

বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, 'প্রশাসন যে তালিকা দিয়েছে তাতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে এ দেশের নাগরিক নন এরকম ৪৬ জনকে প্রশাসন ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এর মধ্যে ৩৬ জনই দিনহাটায় বিধানসভার। একসময় এঁরা ভোট দিয়েছেন। এর থেকে প্রমাণিত, দিনহাটার বিধায়ক বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়ে এসে তাঁর বিধানসভার ভোটার তালিকায় নাম তুলিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হব।'

মন্ত্রী পালটা বলেন, 'এই লোকগুলো নাগরিক না হয়ে আমাদের দেশে আছেন কী করে? এটা ধরার দায়িত্ব তো কেন্দ্রের। তাহলে বিএসএফ কী করছে? তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এঁরা এখানে ঢুকলেন কী করে?'

কোচবিহারের ওসি ইলেকশন সর্বেশ্বর মণ্ডল অবশ্য দাবি করেছেন, ভুলবশত 'ভারতীয় নাগরিক নন' ক্যাটিগোরিতে দেওয়া হয়েছিল। গত ৫ মার্চে মিটিংয়ে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই নামগুলি 'অনুপস্থিত/পাকাপাকিভাবে স্থানান্তরিত' ক্যাটিগোরিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা

দিনহাটা, ৭ মার্চ : দেখতে দেখতে পনেরোদিন পার। তবে এখনও সন্ধান মেলেনি বড় আটিয়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার আট বছরের শিশু আমেনা খাতুনের। পুলিশের উদাসীনতায় নাতনির খোঁজ মিলছে না বলে অভিযোগ তার দিদা অচিরণ বেওয়ার। অচিরণের কথায়, 'আমি ভিক্ষাবৃত্তি করে মা-বাপ মরা মেয়েটিকে মানুষ করছি। গত ২১ ফেব্রুয়ারি হঠাৎই নাতনিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

এরপর পাড়াপ্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে খোঁজ করলেও কোনও হদিস না মেলায় দিনহাটা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। পুলিশ একদিন এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। এরপর আর কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি।' তাই শুক্রবার এদিন তিনি পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। দিনহাটা থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগ দায়েরের পর থেকেই খোঁজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কোনও ক্লু মেলেনি। তবে কোনওরকম অবহেলা করা হচ্ছে না কাজে।

স্কুল ছুটির আনন্দ

কোচবিহার শহরে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

২০২৬-এর মার্চে জল পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা

পুরসভা ধরে কাজ নিয়ে পর্যালোচনা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ২০২৬-এ মার্চের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে আম্রুত-২ প্রকল্পে শিলিগুড়ি পুরনিগম সহ উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ পুরসভা এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন বাধার মুখে পড়ছে পুরসভাগুলি। মাঝেমধ্যেই সমস্যা সহ প্রকল্পের ফাইল নিয়ে কলকাতায় ছুটতে হয় পুর আধিকারিকদের। তাই এবার সেই পুরসভাগুলিকে নিয়ে শুক্রবার শিলিগুড়িতে বৈঠক করল পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। বৈঠকে পুরসভা ধরে ধরে ওই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি জানতে চাওয়া হয়।

মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (উত্তরবঙ্গ জোন) চিত্তরঞ্জন বর্মনের কথায়, 'বেশ কয়েকটি পুরসভাতে কাজ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় আছে। সেগুলিরও এক-দু'মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। সবার সব দাবিদাওয়া, সমস্যা শোনা হয়েছে। এই প্রথম শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ নিয়ে আলাদাভাবে বৈঠক হওয়ায় প্রত্যেকে নিজেদের কথা বলতে পেরেছেন। সব সমস্যা মিটিয়ে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে।'

এদিন শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে শিলিগুড়ি পুরনিগম, মালদা, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের ২৫টি পুরসভাকে নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকদের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জলপাইগুড়ির চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল, ইসলামপুরের চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ অন্য পদস্থ আধিকারিকরা অংশ নিয়েছিলেন। এছাড়া ছিলেন আম্রুত প্রকল্পের স্টেট মিশন ডিরেক্টর বদ্রীনাথ কর, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব অরূপরতন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

পানীয় জল প্রকল্প নিয়ে বৈঠক শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে। শুক্রবার।

বৈঠকে বেশ কিছু পুরসভা যেমন বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তেমনি কোথাও প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ কম বলে দাবি করা হয়েছে। আবার কোথাও প্রাপ্য আটকে থাকার অভিযোগ উঠেছে।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বৈঠকে গজলডোবা থেকে তিস্তা নদীর জল ফুলবাড়িতে নিয়ে আসার কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, 'গজলডোবা থেকে ২৮ কিলোমিটার এলাকার ওপর দিয়ে ফুলবাড়ির শোধনাগারে জল পৌঁছাবে। এই কাজে জমি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অনুমতি ছাড়া বাকি সব অনুমতি চলে এসেছে। কেন্দ্রের ছাড়পত্রও দ্রুত চলে আসবে।' এদিন শহরের কিছু ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিতে আরও প্রায় ৭৫ কোটি টাকা দাবি করেছেন তিনি।

বৈঠক সূত্রের খবর, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ওই প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। খুব বেশি হলে ২০২৬-এর মার্চ মাস হতে পারে।

কালিম্পংয়ে ২৬৬ কোটি টাকায় তিস্তা নদী থেকে জল তুলে শহরের ওয়ার্ডগুলিতে সরবরাহ করা, কার্সিয়াংয়ে ২১০ কোটি টাকায় বালাসন নদী থেকে জল নেওয়া এবং মিরিকে ১৭১ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে। পাহাড়ের এই তিনটি প্রকল্পের কাজ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বলে জানিয়েছেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

পদ্যে মগ্ন নারী

প্রথম পাতার পর

এটাই মহিলার লেখা এবং কোচবিহারে ছাপা প্রথম বই। কবিতার আকারে লেখা। কারণ সে সময় নারীদের মধ্যে গদ্যে লেখার প্রচলন হয়নি। তারপর থেকেও দিন অনেক এগিয়েছে কিন্তু সেই ধারা পালটায়নি। এখনকার মাধবী দাস পত্রিকা সম্পাদনা করেন, কবিতার সঙ্গে গদ্যেরও চর্চা করেন। তাঁর কথায়, 'নিজের পরিচিতি লাভ করার একটা সহজ পন্থা হল কবিতা। গদ্যের জন্য সময় দিতে হয়, প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়, প্রচারের আলোর উলটো দিকে থাকতে হয়। সেই কারণেই হয়তো নারীদের খুব একটা গদ্যচর্চায় দেখতে পাওয়া যায় না।'

কোচবিহারের মেয়ে সোমোজা দাস নিজেকে পুরোপুরি লেখার মধ্যেই ডুবিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'কবিতা দিয়ে লেখা শুরু হলেও গল্প শখে লিখতাম। একটা সময়ের পর মনে হল গল্প লিখেই বেশি আনন্দ পাচ্ছি। নিজেকে প্রকাশ করতে পারছি। তাই আপাতত গদ্যেই আছি।' শিলিগুড়ির রিমি দে-র মতে, গদ্য নিয়ে উত্তরবঙ্গে মেয়েরা কাজ করছে না তা কিন্তু নয়। বর্তমানে লেখালেখির ক্ষেত্রে যে পরিচিতি তা বাণিজ্যিক পত্রিকার মাধ্যমেই তৈরি হয়। লিটল ম্যাগাজিন সাহিত্যের একটা বিরাট চর্চার ক্ষেত্র হলেও বেশিরভাগ লেখাই লিটল ম্যাগাজিনকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় লেখকদের সেই পরিচিতি পেতে অনেকটাই সময় লেগে যায়। তিনি নিজেও গদ্যচর্চা করে যাচ্ছেন বহু বছর হল। জলপাইগুড়ির টিপলু বসু জানালেন, চাকরির পাশাপাশি মূলত কবিতা লিখতেন। অল্প কিছু গদ্যচর্চাও করেছেন। তাঁর মতে, 'মাঝ রাতে উঠে চার লাইন কবিতা লিখে নেওয়া যায়। গদ্য সেভাবে লেখা সম্ভব নয়।'

ইসলামপুরের মনোনীতা চক্রবর্তীর গদ্যের বই রয়েছে। আরেকটি নির্বাচিত গদ্য প্রকাশনার মুখে। তাঁর কথায়, বর্তমান সময়ে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণে মানুষের ধৈর্য অনেক কমে গিয়েছে। একটা গদ্য লেখার জন্য যে একাগ্রতা ও নিমগ্নতা প্রয়োজন সেটাতে কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।' আলিপুরদুয়ারের মধুমিতা চক্রবর্তীর গদ্য লেখার ইচ্ছে থাকলেও আজ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠেনি। বললেন, 'কবিতা নিয়ে চর্চা বেশি হয় সেই কারণে যে কোনও লেখা লিখতে গেলে সেটা কবিতাতেই বদলে যায়।'

গদ্য নিয়ে এখন যাঁরা চর্চা করছেন তাঁর মধ্যে আছেন এণাক্ষী মজুমদার, জয়শীলা গুহ বাগচী, হলদিবাড়ির শাঁওলি দে, জলপাইগুড়ির শ্বেতা সরখেল, হিমি মিত্র রায়, নন্দিতা পাল, তনুশ্রী পাল, অর্পিতা ভট্টাচার্য। দুটি ছোট গল্পের সংকলন এবং দুটি উপন্যাস ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে শিলিগুড়ির মহুয়া ঘোষের। তাঁর মতে, 'হাতা খুন্তির পাশাপাশি কলমটা তো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে হবে তা না হলে শ্বাস নিয়ে বাঁচা যাবে না।'

ফের দেহ উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

'বাড়িতে মোবাইল রেখে বুদ্ধদেব ভৌমিক নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁর ব্যাগ থেকে সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে লিখেছেন আর্থিক সমস্যার জন্যই তিনি এই পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন।'

সাগরদিঘিকে কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়। এখানে বারবার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পর্যটকদের মধ্যেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এখানে বেড়াতে আসা এক পর্যটক দেবাংশু রায় বলেন, 'মানুষকে যেমন সচেতন হতে হবে তেমনই প্রশাসনকেও নজরদারি বাড়াতে হবে।'

গত বছর ২১ জুলাই এক তরুণ সাগরদিঘিতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। তারপরই প্রশাসনের তরফে নজরদারির জন্য কর্মী মোতায়েন করা হয়। তার আগে ১৪ জুলাই সাগরদিঘিতে মরণঝাঁপ দিয়েছিলেন তুফানগঞ্জের এক ব্যক্তি। যদিও তাঁকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ১৭ জানুয়ারি দিঘিতে তলিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তার আগে ২০২৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর দিঘিতে ডুবে আরও এক ব্যক্তি প্রাণ হারান। ২০২১ সালের ১১ অগাস্টও একজনের মৃত্যু হয়।

তোলা না পেয়ে চালককে মার

ক্লোজ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তিন সিভিক

সৌরভ মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ মার্চ : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তিন সিভিক ভলান্টিয়ারের প্রকাশ্যে দাদাগিরি। কর্তব্যরত অবস্থায় চালকের কাছ থেকে দাবিমতো তোলা না পাওয়ায় গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। নাকা পয়েন্টের ঘরে ঢুকিয়ে ওই মারধরের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ক্লোজ করা হয়েছে ওই তিন সিভিককে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা বিহার সীমানায় রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলাবাড়ি নাকা পয়েন্টে। জখম গাড়িচালক। হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন চালক। জখম গাড়ি চালকের নাম রুহুল আলি। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের বাংরুয়া গ্রামে। ওই মারধরের ঘটনা শুক্রবার সকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার ওই চালককে ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করছে। চালকের সহযোগী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

ঘটনায় যুক্ত ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ার হলেন শাহ জামাল, আসামুল হক, এবং আশাদ আলি। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে জেলা পুলিশের তরফে ক্লোজ করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,ওই গাড়িচালক ব্যবসায়ীদের গোরু ডালখোলা হাট থেকে নিয়ে আসছিলেন। সঙ্গে ছিলেন গাড়ির মালিক। ভেলা বাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযুক্ত ওই তিন সিভিক গাড়ি আটকান। অভিযোগ তাঁরা এক হাজার টাকা দাবি করেন। চালক পাঁচশো টাকা দিতে চাইলে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন চালক। এরপর চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে নাকা পয়েন্টের ভিতরে ঘরে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করে তিনজনে মিলে। চালকের হাত জখম হয়। রোজা থাকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুরের একাধিক জায়গায় পুলিশের অনুপস্থিতে এইভাবে সিভিকরা গাড়ি আটকে টাকা আদায় করেন।

আক্রান্ত চালক রুহুল আলির বক্তব্য, 'আমি প্রতি সপ্তাহে ডালখোলা এলাকা থেকে গোরু নিয়ে আসি। প্রতিবারই টাকা দিতে হয় নাকা চেক পয়েন্টে। গতকালও আমি ৫০০ টাকা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওই তিন সিভিক ভলান্টিয়ার আমার কাছে হাজার টাকা দাবি করে। সে টাকা দিতে না পারায় আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে।'

তিন সিভিকের মারধরের এই ভিডিও এখন ভাইরাল।

ভাইরাল ভিডিও

- ওই গাড়িচালক ব্যবসায়ীদের গোরু ডালখোলা হাট থেকে নিয়ে আসছিলেন
- ভেলাবাড়ি নাকা পয়েন্টে অভিযুক্ত ওই তিন সিভিক গাড়ি আটকান
- অভিযোগ তাঁরা এক হাজার টাকা দাবি করেন
- চালক পাঁচশো টাকা দিতে চাইলে সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেন চালক
- এরপর চালককে নাকা পয়েন্টের ভিতরে ঘরে ঢুকিয়ে মারধর করে তিনজনে মিলে

চালকের সহায়ক শাহির আলম বলেন, 'আমার গাড়িচালককে ওরা যখন টেনে হিঁচড়ে মারধর করছিল, তখন আমি বাধা দিচ্ছিলাম, তাও আমার কথা শোনেনি। ওরা উলটে আমার উপরও আক্রমণ করে।' এদিকে শুক্রবার সকালে এই ঘটনার জেরে বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ভবানীপুর এলাকায়। সেখানে ড্রাইভার কর্মী ইউনিয়ন এর সদস্যরা অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদে সরব হন। তাদের দাবি, এইভাবে গাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত টাকা তোলা হচ্ছে, এগুলো বন্ধ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। তৃণমূলের যুব সাধারণ সম্পাদক মকরম আলি বলেন, 'এটা খুব অন্যায় হয়েছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি অবিলম্বে ওই তিন সিভিকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। জেলা পুলিশের তরফে জানানো য়েছে, অভিযুক্ত তিন সিভিককে জেলা পুলিশ লাইনে ইতিমধ্যেই ক্লোজ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অন্যান্য ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অনিশ্চয়তা

প্রথম পাতার পর

২০২০ সালে হঠাৎই উধাও হয়ে যান শ্যামল। পরবর্তীতে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁকে না পেয়ে থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করে পরিবার। কিন্তু খোঁজ মেলেনি তাঁর। এরপর ২০২২ সালে হঠাৎই বহরমপুর জেলে কর্মরত স্থানীয় এক কর্মীর নজরে পড়েন শ্যামল। খবর আসে পরিবারের কাছে। খোঁজখবর নিতেই জানা যায়, মানসিক ভারসাম্যহীন শ্যামল সাজা পাচ্ছেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী পরিচয়ে। পুলিশের খাতায় তিনি হয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার বাসিন্দা হরিলালচন্দ্র পাল। এরপর দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া ও লড়াইয়ের পর অবশেষে বৃহস্পতিবার শ্যামলকে নিঃশর্ত মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বাড়ি ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

নিগমনগর এলাকার বাসিন্দা তথা তৃণমূল নেতা সন্তোষ বর্মন বলেন, যখন থেকে বাংলাদেশি পরিচয়ে আটকে থাকা শ্যামল পালের খবর পেয়েছি সেসময় থেকেই নানাভাবে পরিবারটির পাশে থাকা হয়েছে। এমনকি বহরমপুরেও শ্যামলের স্ত্রী ও পরিবারকে নিয়ে গিয়েছি। শ্যামলের মুক্তির খবরে আমরাও খুশি। কিন্তু ওঁকে নিয়ে আসতে কমপক্ষে ১৫-২০ হাজার টাকা লাগবে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গাড়িভাড়া ও যাতায়াতের টাকা এখনও জোগাড় করে উঠতে পারেনি দুঃস্থ এই পরিবার। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।'

ভূত খোঁজার কুশলী ছকে

প্রথম পাতার পর

হইচই পরের কথা, প্রতিবাদ পর্যন্ত নেই।

শুভেন্দু অধিকারী ব্যস্ত শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়ায় ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে ও অফিস খুলতে। মমতাকে বেগম বলে গাল দিয়ে কিংবা কম্পার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রী বলে যেন গায়ের জ্বালা মেটান বিরোধী দলনেতা। গায়ের জ্বালা কেন? না, মমতাকে হারিয়ে তাঁর বঙ্গের অধীশ্বর হওয়া স্বপ্নেই থেকে গিয়েছে। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি ভেবেছিলেন, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো তাঁর ফুঁ শুনে দলে দলে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সোজা তাঁর পিছন পিছন মোদি-শা'র দরজায় পৌঁছে যাবেন।

সেই স্বপ্ন সাকার না হওয়া পর্যন্ত এই জ্বালা থেকে রেহাই নেই কাঁথির অধিকারী পরিবারের মেজোপুত্তুরের। সে পরের কথা, বাস্তব হল ভূত ধরতে তৃণমূলের 'খেলা হবে' থেকে সহস্র যোজন পিছিয়ে বিজেপি। মাঝখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে বিক্ষোভ না হলে এই ভূত তাড়ানোই এখন মেগা ইভেন্ট বাংলায়। যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের রাশ পুরোটা তৃণমূলের হাতে। সব কাজ ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দলটাকে এই ম্যানেজমেন্টে নামিয়ে দিলেন, তার নেপথ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

হুঁ হুঁ মশাই, ছক আছে। হিসাব কষা ছক! মহারাষ্ট্র ও দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যে ভূতুড়ে ভোটারের ভূমিকার অভিযোগ নিয়ে হইচই হচ্ছে। পুরো প্রমাণিত না হলেও অভিযোগটির সত্যতা একেবারে নেই বলা যাবে না। তার চেয়ে বড় কথা, অভিযোগটা চর্চায় আছে। পাবলিক খাচ্ছে ভালো। পাবলিক যা খায়, তাকে সুন্দর মোড়কে আরও বেশি করে গেলানো প্রায় সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। পাবলিকের পছন্দের বিষয়ে পাবলিককে ডুবিয়ে রাখো।

রাজনীতির ছকের মারপ্যাঁচে দেশের বাঘা বাঘা নেতাদের ঘোল খাওয়াতে বরাবরই এগিয়ে তৃণমূল নেত্রী। যাঁর নিন্দা করা সহজ। কিন্তু উপেক্ষা করা অসম্ভব। মমতার সব কাজ ও কথার পিছনে থাকে সূক্ষ্ম হিসেব। কুমারগ্রামের মতো ভোটার তালিকা থেকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাদ পড়ার অভিযোগটাকে তো ভূত তাড়ানোর অভিযানে আড়াল করে দেওয়া যায়। ইংরেজিতে যাকে বলে 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' আর কী! এটা ভোটার তালিকা ম্যানেজমেন্টের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণটি তৃণমূল নামক দলটার ঘরোয়া সমীকরণ ও বাস্তবতা। কেমন সেটা? এক এক করে দেখে নিই।

(১) বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে পেশ করা শিল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নে সম্প্রতি নবান্নে লগ্নিকারীদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের কিছু নেতার তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ ইত্যাদি শিল্পোদ্যোগে বড় অন্তরায় বলে মেনে নিয়ে বলেছেন, এরকম করলে কেউ রেহাই পাবে না। যা তিনি মাঝে মাঝে বলে থাকেন। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের একাংশের কাছে সেই হুমকি অনেকটা 'কানে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো'র মতো। এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া যায়।

নাহলে কি মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরপরই মালদা জেলায় গোবিন্দ চৌধুরী নামে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য আবাস পাইয়ে দিতে কাটমানি আদায় করতে পারেন? সেই কাটমানির অর্থসংগ্রহ করতে সাবিয়ান চৌধুরী নামে এক গরিব মানুষকে ছাগল পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। ভাবতে পারেন!

কাটমানি, সিন্ডিকেটরাজ, জমির বেআইনি কারবার, অবৈধ নির্মাণ ইত্যাদি অভিযোগের পাহাড় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। সব অভিযোগেই কাঠগড়ায় তৃণমূল। শিলিগুড়ির অদূরে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন প্রকল্পের জমিতে বেআইনিভাবে বেসরকারি স্কুল নির্মাণ করেছেন এক তৃণমূল নেতা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের কুশিদায় আবার দলেরই কার্যালয় ভেঙে দখল করে নিয়েছেন শাসকদলের আরেক নেতা। শিলিগুড়িতে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার প্রতিবাদে শামিল না হওয়ায় কয়েকজন শিক্ষককে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বদলির সময় দেখে নেওয়া হবে বলে শাসানো হয়েছে। যেসব ঘটনার উল্লেখ করলাম, তার সবই গত এক সপ্তাহের। তাহলে বুঝুন, বছরের পর বছর কত শত অন্যায়, দুর্নীতি হয়ে চলেছে। বাংলাজুড়ে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার হিড়িকে এসবও তো চাপা দেওয়া যায়। তৃতীয় কারণ, ২০২৬-এর আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যামো থেকে দলকে কিছুটা নিস্তার দেওয়া। নাহলে বিরোধীদের দরকার হবে না, তৃণমূলই তৃণমূলকে হারিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কোচবিহার জেলায় উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষদের বক্তব্য, আচরণ শুনলে-দেখলে মনে হবে না, তাঁরা দলীয় সতীর্থ। আপাতত তাই নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত ভূত দ্যাখো! তাতে শেষরক্ষা হবে কি না, সে পরের কথা!

গ্রেপ্তার ১

দিনহাটা, ৭ মার্চ : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আলোকঝাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল দিনহাটা থানার পুলিশ। এদিন আইসি জয়দীপ মোদকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ওই এলাকার বাসিন্দা তাপস রায়ের বাড়িতে হানা দিলে গাঁজা উদ্ধার হয়।

ইউনিক এপিক

প্রথম পাতার পর

একাধিক ভোটারকে একই এপিক নম্বর দেওয়া হয়েছিল।' সাকেতের প্রশ্ন, 'ভোটার তালিকা যাচাইয়ের সফটওয়্যার কি তবে কাজ করেনি? এখন কত ডুপ্লিকেট এপিক নম্বর রয়েছে, সেটা নির্বাচন কমিশন কেন প্রকাশ করছে না?' বিজেপি অবশ্য কমিশনের শুক্রবারের বিজ্ঞপ্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'একজনের সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রের নম্বরের সঙ্গে আরও একজনের নম্বর মিলে থাকলে তা সংশোধন করা যেতেই পারে। কমিশন আগেই সেকথা জানিয়েছিল। সেটা এবার স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।' বিজেপি বুঝিয়েছে, তাদের লড়াই এখন তৃণমূলের ভূতুড়ে ভোটার তালিকার অভিযোগের সঙ্গে ভুয়ো ভোটার তত্ত্বের। শমীক বলেন, 'আমাদের মূল দাবি, তৃণমূল যে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো নাম তালিকায় ঢুকিয়েছে, সেগুলি বাদ দিতে হবে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ১৭ লক্ষেরও বেশি ভুয়ো নাম রয়েছে। ২০২৬ সালের আগে ভুয়ো ভোটারমুক্ত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।' এই দাবিতে বিজেপি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবে বলে সুকান্ত জানান। তৃণমূল বিষয়টি সহজে হাতছাড়া করতে নারাজ। সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ভূতুড়ে ভোটার তালিকা নিয়ে তদন্ত এবং আলোচনার দাবি তুলেছে তৃণমূল। একযোগে নোটিশ দিয়েছে তৃণমূল, কংগ্রেস, ডিএমকে, আপ, সপা।

দুর্ঘটনায় বায়ুসেনার বিমান

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৭ মার্চ : বাগডোগরা বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার আন্তোনভ এএন-৩২ বিমানটি। বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৮ মিনিটের ঘটনা। সেসময় সাধারণত বিমানবন্দরে ব্যস্ততা থাকে না। আচমকা বিকট শব্দের পরেই দমকল ইঞ্জিন, অ্যাম্বুল্যান্সের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। তৎপর হয়ে ওঠেন বায়ুসেনার আধিকারিকরা। সেনার উদ্ধারকারী দল ও দমকলকর্মীরা মিলে বিমানটি থেকে ছয়জনকে উদ্ধার করেন। এঁদের মধ্যে একজন চালক ও এক ক্রু আহত হন। দুজনকেই ব্যাংডুবি সামরিক বিভাগের বেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে তড়িঘড়ি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ বায়ুসেনার কর্তারা। সূত্র মারফত খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, আন্তোনভ এএন-৩২ বিমানটি বাগডোগরা বিমানবন্দরের রানওয়েতে অবতরণের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

তারপর রানওয়ে ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে প্রায় ২২০ ফুট এগিয়ে যায়। বিকট শব্দের পর ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। কাছেই ডিভিওআর (ডপলারভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওমনি রেঞ্জ) ছিল।

খবর পাওয়ামাত্র দমকলের ইঞ্জিন, অ্যাম্বুল্যান্স, মেডিকেল টিম, উদ্ধারকারী দলের পাশাপাশি বায়ুসেনার আধিকারিকরা পৌঁছান ঘটনাস্থলে। বিমানে পাইলট, কোপাইলট ও চার ক্রু সহ মোট ৬ জন ব্যক্তি ছিলেন। আহত হয়েছেন একজন পাইলট এবং একজন ক্রু। তবে তাঁদের চোট তেমন গুরুতর নয় বলে খবর মিলেছে।

এএন-৩২ একটি পরিবহণ বিমান। সামরিকক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই দুর্ঘটনা নিয়ে বায়ুসেনার অন্দরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। নিছক দুর্ঘটনা নাকি গাফিলতির জের, কারণ খুঁজতে কমিটি গড়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে পরিস্থিতি সামলে নেওয়া হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই। শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলে কোনওরকম সমস্যা হয়নি।

মনমরা জোনাকি, মমতাজ এখন বিশ্রামে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৭ মার্চ : বৃহস্পতিবার রাজাভাতখাওয়ার ঘটনা সেখানে উপস্থিত বনকর্মী এবং রেলকর্মীদের মনে যেমন দাগ কেটেছে, সম্ভবত তেমনই তার প্রভাব পড়েছে 'অপরাধী' কুনকি হাতি জোনাকির উপরেও। ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর খাওয়াদাওয়া স্বাভাবিকভাবে করলেও এখনও মনমরা হয়ে আছে প্রবীণ কুনকি হাতিটি। বন দপ্তর সূত্রে এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। পশু চিকিৎসকরা অবশ্য ওই কুনকিকে পরীক্ষার পর ফিট সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তবে এখনই কাজে ফেরানো হচ্ছে না জোনাকিকে। আগামী দুই সপ্তাহ পিলখানাতেই রাখা হবে তাকে। শুধু সে-ই নয়, আরেক কুনকি মমতাজকেও আপাতত বিশ্রাম দিচ্ছে বন দপ্তর। কয়েকদিন দুজনকে চোখে চোখে রাখা হবে।

শুক্রবার এবিষয়ে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'গতকাল নিছকই একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে দুই কুনকিকে কয়েকদিন ডিউটিতে পাঠানো হবে না। পিলখানায় তাদের উপর নজর রাখা হবে। কয়েকদিন পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে কবে থেকে তারা কাজে ফিরবে।'

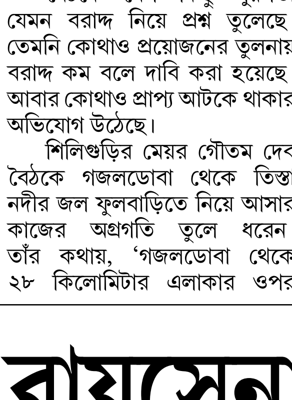

চেকো বিটের পিলখানায় জোনাকি।

বৃহস্পতিবার রেলমন্ত্রকের উদ্যোগে অত্যাধুনিক ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেমের মহড়া চলছিল রাজাভাতখাওয়ায়। হাতির সঙ্গে ট্রেনের সংঘাত এড়ানোর জন্য এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। সেই মহড়ায় ট্রেনের হর্ন শুনে চমকে উঠে সরতে যায় জোনাকি। তখনই তার পায়ের তলায় পড়ে যান রেলের অধীনে কর্মরত একটি বেসরকারি কোম্পানির কর্মী সন্দীপ চৌধুরী। জোনাকির পায়ের চাপে মাথা থেঁতলে যায় সন্দীপের

বৃহস্পতিবার ঘটনার পরই জোনাকি ও মমতাজকে বিটিআরের চেকো বিটে তাদের পিলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত সেখানেই রয়েছে দুজন। বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে ছিলেন বনকর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত দুই কুনকিকেই কাজে লাগানো হবে না।

জোনাকির সঙ্গে মমতাজকেও বিশ্রাম দেওয়ার কারণ হিসেবে বনকর্তারা জানিয়েছেন, যেহেতু রাজাভাতখাওয়ার ঘটনার সময় মমতাজও সেখানে ছিল তাই তার উপর ওই ঘটনার কোনও প্রভাব পড়েছে কি না, সেটা কয়েকদিন খতিয়ে দেখা হবে। সব ঠিক থাকলে বনকর্মীরা নিশ্চিন্তে টহল দিতে পারবেন কুনকির পিঠে উঠে।

জোনাকি একটু মনমরা থাকলেও মমতাজের স্বভাবে অবশ্য কোনও পরিবর্তন আসেনি। চেকো বিটের পিলখানায় দুই কুনকিকে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন তাদের যে ধরনের খাবার দেওয়া হয় সেসবই দেওয়া হচ্ছে।

জোনাকির মাহুত অসিত কার্জির কথায়, 'হাতিটি খাওয়াদাওয়া ঠিক করে করলেও গতকাল থেকে একটু নিঝুম। এই রকম তো আগে হয়নি। সেটার প্রভাব পড়েছে ওর উপর। আমিও সারারাত ঘুমোতে পারেনি। এই রকম কিছু হবে ভাবতে পারিনি।'

অসিত এদিন আরও জানান, হাতিদের থেকে দূরে থাকতে বলা হচ্ছিল রেলকর্মী ও বেসরকারি কোম্পানির কর্মীদের। বুধবার থেকে রাজাভাতখাওয়ার

মহড়া চলছিল। সেদিন থেকেই সবাইকে সাবধান করা হয়েছিল। অন্যরা সতর্ক থাকলেও সন্দীপ হাতির খুব কাছেই ছিলেন বলে জানাচ্ছেন ওই মাহুত। অন্যদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভের দুই কুনকিই আপাতত বিশ্রামে থাকায় হাতি নিয়ে টহল বন্ধ থাকছে বাঘবনে। হাঁটাপথে, গাড়িতে, বাইকে আগামী কয়েকদিন টহল চলবে বলে জানা গিয়েছে বিটিআর থেকে।

স্মারক গ্রন্থ

অহর্নিশ ও বইওয়ালা ক্যাফের যৌথ উদ্যোগে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ জ্যোতিভূষণ চাকীকে শ্রদ্ধা জানাতে সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয় বইওয়ালা ক্যাফে প্রকাশিত এবং শুভাশিস চক্রবর্তী সম্পাদিত 'জ্যোতিভূষণ চাকী শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ'। গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন উৎপল ঝাঁ এবং সর্বানন্দ চৌধুরী। বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন সাহিত্য আকাদেমির প্রাক্তনী তথা বাংলা ভাষার অন্যতম গবেষক ও প্রাবন্ধিক অনির্বাণ রায় এবং জ্যোতিভূষণ চাকীর ভাইপো পথিক চাকী। তাঁদের হাতে একটি করে স্মারক গ্রন্থ তুলে দেওয়া হয়। বিশিষ্ট এই ভাষাবিদদের এ বার জন্মশতবর্ষ। বিভিন্ন সংস্থার তরফে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। *–রূপেন্দু দাস*

চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি একটা নান্দনিক চিত্র প্রদর্শনী উপহার দিল ইসলামপুরের প্রতিমা ফাইন আর্ট স্কুল। সংস্থার অধ্যক্ষ জুঁই দাস জানান, জলরং, অয়েল প্যাস্টেল, তৈলচিত্র সহ মোট ২৩০টি ছবি এবং ২০টি হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে ঠাঁই পেয়েছিল।

শ্যামল স্মরণ

সেদিন সোনাঝরা সন্ধ্যা থেকে শুরু করে অনেক মায়াবী রাত পর্যন্ত শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ ভেসেছিল স্বর্ণযুগের স্মৃতিমেদুরতায়। অনুষ্ঠান ছিল কলকাতার শ্যামল মিত্র স্মৃতি সংসদ এবং শিলিগুড়ির বাজার ওপেন সিক্রেটের উদ্যোগে 'তোমায় মনে পড়ে'। শ্যামল মিত্রের ৯৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে মূল পর্বের শিল্পী ছিলেন সৈকত মিত্র ও শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সূচনা সংগীত এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্বে ছিলেন সঞ্চিতা বসুর নেতৃত্বে ওপেন সিক্রেটের শিল্পী গোষ্ঠী এবং স্থানীয় শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন জেলার শিল্পীরা। প্রথমেই বলে দেওয়া ভালো, বাংলা গানের এমন সফল অনুষ্ঠান এ শহরে অতীতে হয়ে থাকলেও সাম্প্রতিককালের মধ্যে হয়নি। শ্যামল মিত্র ছিলেন বাংলার সমৃদ্ধ সংগীতের ইতিহাসের এক কিংবদন্তি। ১৯৮৭ সালের ১৫ নভেম্বর তিনি মারা যান। তারপর গত ৩৮ বছরে বাংলা গানের জগতে প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক ওলট-পালট ঘটে গিয়েছে। হৃদয়ের দরজা খুলে বেরিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে গান এখন মেধাবী অস্ত্র। কিন্তু এই সন্ধ্যায় দেখা গেল শ্যামল মিত্রের কালজয়ী গান আজও সব বয়সি বাঙালি শ্রোতার কাছে সমান আদৃত। শুধু কলকাতা নয়, বাংলার দূরপ্রান্তেও তাঁর গানের জাদুকরি প্রভাব যে এখনও আছে, তা দেখে আত্মশ্লাঘায় আপ্লুত হয়েছেন শিল্পীপুত্র সৈকত মিত্র।

এদিনের এই স্মরণসন্ধ্যায় মঞ্চে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভয়া বসু, পরিতোষ চক্রবর্তী, পার্থ চৌধুরী, মালবিকা চক্রবর্তী, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রলয় চক্রবর্তী, চিরঞ্জিত সূত্রধর, দীপক দাস, সঞ্জীবন দত্ত রায় এবং ওপেন সিক্রেটের কর্ণধার পল্লব বসু। গুণী মানুষ পল্লব সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করার পাশাপাশি শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্বে হাওয়াইন গিটারে শ্যামল মিত্রের গানও বাজিয়ে শোনান। এই অনুষ্ঠানে শ্রীরাধার স্মরণীয় নিবেদন ছিল গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা শ্যামল মিত্রের সুরে ধনরাজ তামাং ছায়াছবির গান 'দেখ ছুটি পেয়ে ভুলে সব কাজ'। দ্বৈতকণ্ঠে দুষ্টু মিষ্টি প্রেমের গান শাড়ির ভাঁজে চোরকাঁটাও ছিল বেশ হৃদয়গ্রাহী। আর সৈকতের গান গল্পের পরতে পরতে ছিল পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারের বলিষ্ঠ ঘোষণা। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি' গানটি ছিল বাবাকে ছেলের সেরা শ্রদ্ধার্ঘ্য। *– ছন্দা দে মাহাতো*

আবেগঘন।। শিলিগুড়িতে কালজয়ী বাংলা গান পরিবেশনায় সৈকত মিত্র।

সাহিত্যসংস্কৃতি সম্মেলন

ত্রিস্রোতা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাহের উদ্যোগে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে মিত্র সম্মিলনীর সুরেন্দ্র মঞ্চে দ্বিবার্ষিক সাহিত্যসংস্কৃতি সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, লেখক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। সারাদিন ধরে নাচ-গান, কবিতা পাঠ-গল্প, আড্ডা-সংবর্ধনায় জমজমাট হয়ে ওঠে আসর। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনের সভামঞ্চের প্রধান বক্তা ছিলেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অশেষ দাস। নৃত্যশিল্পী চিরশ্রী রায়ের হাঁড়িনৃত্য উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে, দেবপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়ের আবৃত্তি সম্মেলনের সাহিত্য পরিমণ্ডলে অন্য মাত্রা যুক্ত করে। সংবর্ধনা পর্বে সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁদের কাজের জন্য বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় ছন্দা দে মাহাতো, দেবাশিস ভট্টাচার্য, সুজন ঘোষ ও মুনিয়া সরকারকে।

সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গের লেখকদের গদ্যপদ্য এবং নিবন্ধ নিয়ে সংগঠনের তৃতীয় সংকলন ত্রিস্রোতা। ৬০ জন লেখক এতে জায়গা পেয়েছেন। প্রায় সব লেখাতেই জটিলতা কম, বেশি রয়েছে স্বচ্ছন্দ ভাবনার প্রকাশ। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ধারায় মাটির গন্ধ মাখা সাহিত্যসংস্কৃতির যে প্রবাহ বহমান তাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় ত্রিস্রোতা গোষ্ঠী। সম্মেলন পর্বের মূল অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সভাপতি সুব্রত দত্ত। অন্যদের মধ্যে সংগঠনের ও নিজের মনের কথা তুলে ধরেন সুদীপ সাহা, বলরাম সরকার, কিরণ মজুমদার ও মিষ্টু দেব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক সংগঠক তথা সংস্থার কোঅর্ডিনেটর কিরণ মজুমদার। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

ত্রিস্রোতা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রবাহের উদ্যোগে শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠান।

অব্যাহত প্রচেষ্টা

মূল লক্ষ্য ছিল অনূর্ধ্ব ১৭-দের জন্য লেখা প্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সেই লক্ষ্যেই বছরখানেক আগে কোচবিহার শহরের অনতিদূরে তল্লিগুড়িতে তল্লিগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ফণীভূষণ সাহার নেতৃত্বে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে 'তল্লী' পত্রিকা পথ চলা শুরু করেছিল। সে ধারাকে বজায় রেখেই দ্বিগুণ উৎসাহে এবং আরও বড় কলেবরে কিছুদিন আগে প্রকাশিত হল 'তল্লী' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যা। তল্লিগুড়ির উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে গুণীজনদের উপস্থিতিতে ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন 'তল্লী'-র সদস্যরা। নবীন প্রজন্মকে কলমপ্রেমী করে গড়ে তোলা এবং সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার 'তল্লী'-র উদ্দেশ্য- এমনটাই শোনা গেল সম্পাদক তথা কর্ণধার ফণীভূষণ সাহার কথায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় (মাধ্যমিক) পরিদর্শক সমরচন্দ্র মণ্ডল, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান নিরেন বর্মন, প্রবীণ শিক্ষাবিদ তথা সমাজকর্মী বাণীকান্ত ভট্টাচার্য, পঞ্চানন অনুরাগী গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা এবং লেখক জগদীশ আসোয়ার, ডাউয়াগুড়ি অঞ্চলের উপপ্রধান গুপীনাথ দাস, এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, প্রবীণ ক্রীড়াবিদ প্রলয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ২০২৪ সালের তল্লিরত্ন সাহিত্য সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় তরুণ কবি রবীন্দ্র বর্মনের হাতে। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

দ্বিতীয় বছরে

প্রথম বছরের সাফল্যের পর ময়নাগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'তমোহন' পত্রিকা দ্বিতীয় বর্ষে পাড়ি দিল। বহুবিধ প্রাবন্ধিক, কবি ও সাহিত্যিকদের লেখায় ভরে উঠেছে এবারের তমোহন। সম্প্রতি ময়নাগুড়ি সুভাষনগর হাইস্কুল প্রাঙ্গণে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। উৎসবে জলপাইগুড়ি থেকেও তরুণ কবিরা কবিতা পাঠ করতেও এসেছিলেন। সেদিন কবিতা, গান ও নানা গুণীজনের বক্তব্যের সাক্ষী ছিল সমগ্র ময়নাগুড়ি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকসংস্কৃতি গবেষক তনয় মণ্ডল বললেন, 'নতুন প্রজন্মকে তমোহন সমানে উৎসাহিত করে চলেছে।' পত্রিকার সম্পাদক ঋষভ চক্রবর্তীর আশ্বাস, 'তমোহন আগামীদিনেরও নানা ব্যতিক্রমী বিষয় নিয়ে কাজ করতে চলেছে।' একটি মনোগ্রাহী নৃত্যনাট্যর ও চিকরাশির সম্পাদক অমিতকুমার দে-র বক্তব্যে অনুষ্ঠানে ইতি। *–অভিরূপ দে*

নতুন বই

চন্দননগরে সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল পরিবেশকর্মী ও রঙিন মাছের গবেষক পতিতপাবন হালদারের লেখা দুটি বই 'চন্দননগরের গঙ্গার ঘাট এপার ওপার' ও 'একটি কলোনি চন্দননগর'।

ভাষা তোমারই জন্য...

নাচে-গানে-কবিতায়

কোচবিহার ধরিত্রী নান্দনিকের আয়োজনে, উত্তর প্রসঙ্গের সহযোগিতায় দিনহাটা রোডের নিজস্ব অনুষ্ঠান কক্ষে 'অমর একুশে' শীর্ষকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হল। প্রাথমিক মুখবন্ধে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা ব্যক্ত করেন ধরিত্রী নান্দনিকের সম্পাদক প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক কথা উপস্থাপন করেন উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকাগোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ আশুতোষ সরকার, ডঃ শশাঙ্কশেখর গাঙ্গুলি, বিশিষ্ট কলমচি অরূপকুমার চক্রবর্তী। ধরিত্রী নান্দনিকের পক্ষ থেকে শুক্লা ঘোষ, সবিতা রুদ্র, হীরক ভট্ট, সুমনা ভট্টাচার্য, জয়শ্রী সরকার, কেয়া সরকার, প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার, মিতালি চাকি সরকার, গীতা সরকার, নীতু দাস অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, কবিতায় অংশ নেন। আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন চন্দনা ধর, আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রত্যয় সরকার, কবিতা পাঠ করেন শুভাশিস নাগ, ভূপালি রায়, কাকলি ভট্টাচার্য। সংগীত পরিবেশন করেন অলোক গোস্বামী প্রমুখ। তবলা সংগতে ছিলেন সন্দীপন ভট্ট। অনুষ্ঠানের আলোচনায় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্যর পাশাপাশি আজকের ভাষা সংকট, বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিষয়ে খোলামেলা ও মূল্যবান মতামত রাখেন বক্তারা। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

কোচবিহারে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান।

ধূপঝোরার স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠান।

মাতল খুদেরাও

কিছুদিন অগে ধূপঝোরা ২ নম্বর সিএস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের পাশাপাশি বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনার অনুষ্ঠান করা হল। এদিন বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জানানো হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোয় কৃতিত্ব দেখানোর কারণে পড়ুয়া সোনিয়া বেগমকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। এবছর স্কুলে ২২ জন পড়ুয়া নতুন ভর্তি হয়েছে। তাদের বরণ করে নেওয়া হয়। পাশাপাশি এবার স্কুল থেকে ১৫ জন পড়ুয়া অন্য স্কুলে গিয়েছে। তাদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের নাচ, গান ও আবৃত্তি সকলের মন জয় করে নেয়। দেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষক তারক রায়চৌধুরী খুব খুশি। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়াদের জন্য থাকে বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও। *–রহিদুল ইসলাম*

মনোজ্ঞ পরিবেশন

কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করল জলপাইগুড়ির সৃজনীধারা পত্রিকা গোষ্ঠী। নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনের সংগ্রহশালা কক্ষে। শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মনোগ্রাহী দুটি গান গেয়ে শোনান সংগীতশিল্পী সুরজিৎ রায় গুপ্ত। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' কবিতাটি বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষাতেই আবৃত্তির পর শুরু হয় 'আমি বাংলায় গান গাই' গানটি। গেয়ে শোনান আর্যমিত্রা চক্রবর্তী হার। স্বাগত ভাষণে পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক শোনালেন- 'নানান দেশের নানান ভাষা'-র কথা। ভাষার অবলুপ্তি বিষয়ে আলোচনা করেন শিক্ষাবিদ সুভাষ কর্মকার। প্রভাবশালী ভাষার আগ্রাসন বিষয়ে বলেন গৌতম গুহ রায়। পঠিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক কবিতা। পাঠ করেন শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়, গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়। একক সংগীত, নৃত্যের পাশাপাশি পরিবেশিত হয় নৃত্য আলেখ্য – 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে।' আলেখ্যে অংশ নেন - দেবকন্যা চন্দ, রূপসা দত্তরায়, পূজা সরকার, প্রত্যাশা শীল, আরভী মোদক, শিবম ঘোষ, পিংকি সরকার। পরিশেষে শোনা গেল কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে একাধিক একুশের গান। রাহুল কর্মকার ও তাঁর সহযোগী যন্ত্রশিল্পীদের উপস্থাপন এককথায় অনবদ্য। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুচারু পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্পাদক পার্থপ্রতিমের মুনশিয়ানা তারিফযোগ্য। *- প্রেরণা মল্লিক*

আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে একটি বহুভাষিক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার দার্জিলিং জেলা শাখার ব্যবস্থাপনায়, শিলিগুড়ির রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির অরবিন্দ ঘোষ সভাকক্ষে।

মোট আটটি ভাষার বিদ্বজ্জনেরা অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে শামিল হন ডঃ কৌশিক জোয়ারদার, সজল গুহ, ডঃ ওম প্রকাশ পান্ডে, নিয়ামতুল্লা নুরি, ডঃ কৃষ্ণরাজ ঘাটানি, ডঃ পরিমল রায়, অনিল সাহা, সঞ্জয় হেমব্রম, রীতা ওরাওঁ, গর্জনকুমার মল্লিক। সংগীত পরিবেশন করেন বাসুদেব ভট্টাচার্য এবং সঞ্জয় হেমব্রম। কৌশিকের কথায় উঠে আসে ভাষার ইতিবৃত্ত। বাংলা ভাষার 'ধ্রুপদি' সম্মানপ্রাপ্তি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সজল। প্রারম্ভিক বক্তব্য এবং সভা পরিচালনা করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ তাপস চট্টোপাধ্যায়। *–সম্পা পাল*

বইটই

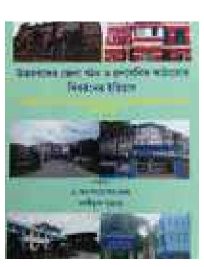

নজরে প্রশাসন

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা গঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন থাকতে পারে। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ ও কালীকৃষ্ণ সূত্রধরের লেখা **উত্তরবঙ্গের জেলা গঠন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর বিবর্তনের ইতিহাস** সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবে। সহজেই। উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক ইতিহাস যথেষ্টই বর্ণময়। এক্ষেত্রে রাজ্যের অন্য প্রান্তের থেকে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। এমন একটি বিষয়কে সহজে পাঠক দরবারে হাজির করাটা কম ঝক্কির নয়। কঠিন সেই কাজটাকেই সহজে দুই লেখক করে দেখিয়েছেন। উৎসুক পাঠকের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা পড়াশোনায় আগ্রহী এই বইটি তাঁদের খুব কাজে দেবে।

বুকের মাঝে

কবিতার সঙ্গে উত্তম চৌধুরীর কতটা নিবিড় সখ্য, সাহিত্যের দুনিয়া তা খুব ভালোভাবেই জানে। উত্তম কিন্তু কবিতার পাশাপাশি গদ্যেরও খুব কাছের। বহুদিন ধরেই এ নিয়ে লেখালেখি করছেন। সেই সমস্ত লেখা নামীদামি নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমস্ত লেখা থেকে বাছাই করা ৩০টি লেখাকে নিয়ে উত্তমের বই **আলোচনার জলসিঁড়ি**। কাব্যগ্রন্থ, গল্পগ্রন্থ ও পত্রিকা বিষয়ক এই লেখাগুলিতে লেখকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই পাঠকের সামনে ধরা দেয়। জলসিঁড়ি ভেঙে যেমন জলের গভীরে যাওয়া যায়, এই বইও সেভাবে সবাইকে সহজে বক্তব্যের কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। সুরজিতের আঁকা প্রচ্ছদটি মনোগ্রাহী।

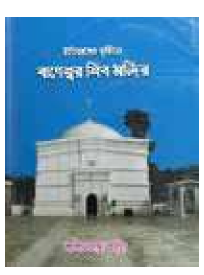

সঙ্গী ইতিহাস

উত্তরবঙ্গের আনাচকানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কতই না ইতিহাস। তারই অন্যতম বাণেশ্বর শিবমন্দির। তাকে খুব সুন্দরভাবে নিজের লেখা বই **ইতিহাসের দৃষ্টিতে বাণেশ্বর শিব মন্দির**–এ তুলে ধরেছেন ললিতচন্দ্র বর্মন। নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেভাবে বইটিকে সাজানো হয়েছে তা যথেষ্টই তারিফযোগ্য। ললিত এর আগেও বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। পাঠক মহলে প্রশংসিত হয়েছেন। সেই প্রশংসায় আপ্লুত হলেও আবেগে ভেসে না গিয়ে আরও ভালো কাজের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। তারই সাক্ষী এই বইটি। বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি এই বইয়ের মাধ্যমে পাঠক দরবারে হাজির।

প্রকৃতির ছোঁয়ায়

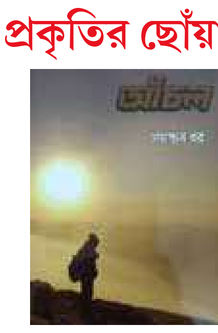

'আজ থেকে পাঁচশো বছর পরে যদি পৃথিবীতে প্রাণ থাকে/এক তরুণ কবি ফেসবুকের পাতা উল্টে দেখবে কবিতা লেখা দেওয়ালটাকে।' লিখেছেন সায়ন্তন ধর। তাঁর লেখা কবিতা 'নেফারতিতি'তে। প্রকাশিত হয়েছে কবির কবিতা সংকলন **আঁচল**–এ। সায়ন্তন জন্মসূত্রে জলপাইগুড়ির। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখিতে জড়িয়ে। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতি সর্বত্রই তার আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। সায়ন্তন এই ধারণায় প্রবলভাবে বিশ্বাসী। সেটাই নিজের সমস্ত সৃষ্টিতে তুলে ধরতে চান। ৫৩টি কবিতা দিয়ে সাজানো সায়ন্তনের এই কবিতা সংকলন তারই সাক্ষী। প্রচ্ছদের পাশাপাশি অক্ষরবিন্যাসে সুবীর মণ্ডলের কাজ প্রশংসনীয়।

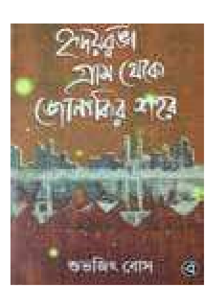

জীবন সান্নিধ্য

'সকালগুলি ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছে/দুপুরগুলি পাগলের মতো দাপট দেখাচ্ছে।' শুভজিৎ বোস বরাবরের মতোই এভাবেই তাঁর এই কবিতাতেও স্বচ্ছন্দ। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। নকশালবাড়ির বাসিন্দা। বহুদিন ধরে লেখালেখি করছেন। ৫৩টি কবিতা দিয়ে সাজিয়েছেন নিজের সাম্প্রতিকতম কবিতা সংকলন **হৃদয়রঙা গ্রাম থেকে জোনাকির শহর**। কবির কথায়, 'এই সংকলনের প্রতিটি কবিতাই বাস্তব জীবনের উপলব্ধি থেকে সমাজকে চষে বেরিয়ে লেখা। সমাজকে কাছ থেকে ছুঁয়ে দেখে আর ভালোভাবে বুঝে নিয়ে তাকে কবিতায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' সন্তু কর্মকারের আঁকা প্রচ্ছদটি বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান
এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

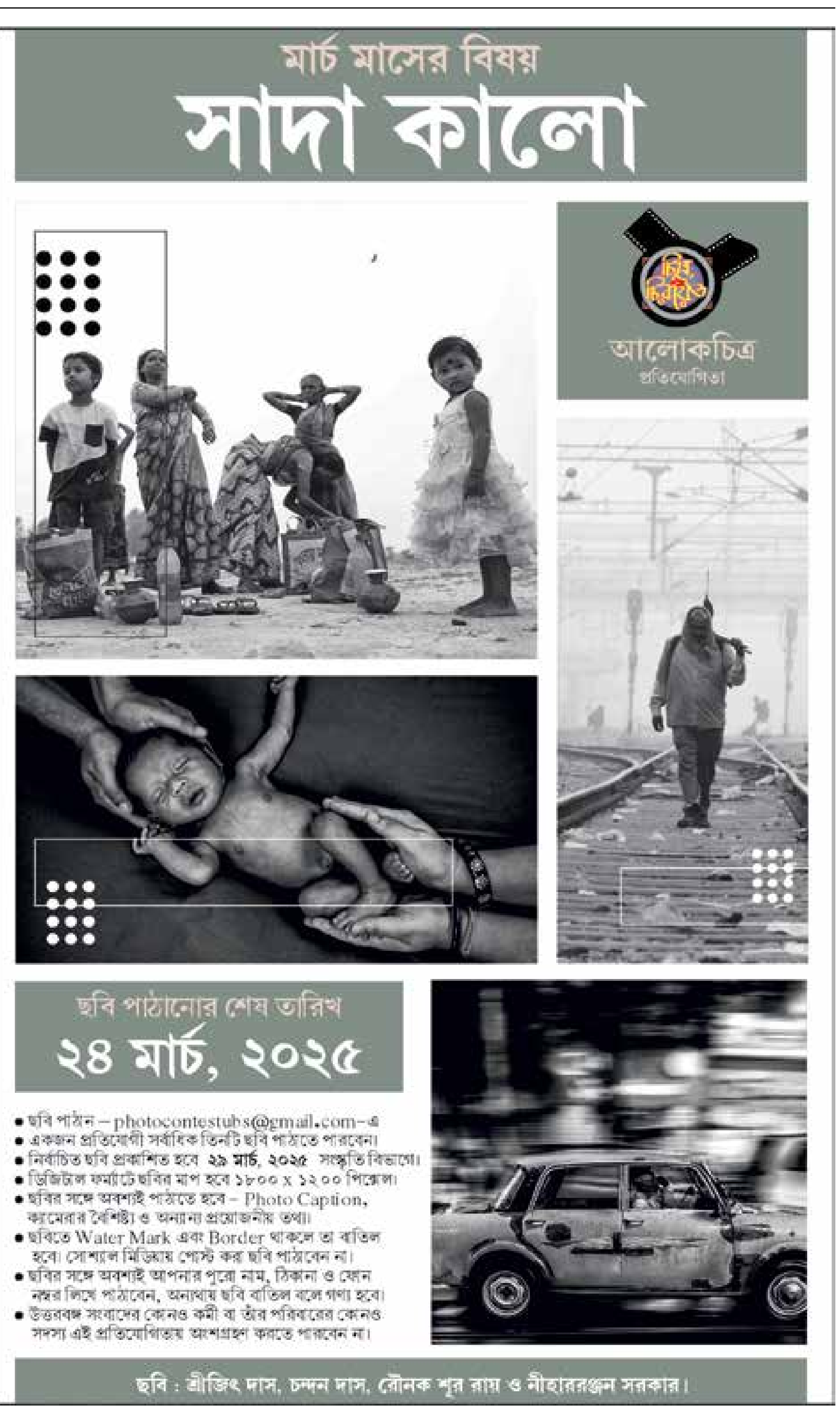

ছোট্ট তারা

আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী নিধি মাহাতো। সম্প্রতি সে সিনেমায় অভিনয় করছে। নাচতে ভালোবাসে এই খুদে।

এ যুগের ইন্দুবালাদের ভরসা
ক্লাউড কিচেন

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

একটা সময় হেঁশেল ঠেলেই দিন যেত মেয়েদের। রান্নাঘরেই কেটে যেত জীবনের বেশিরভাগ সময়। আজকাল সেই রান্নাঘরকে হাতিয়ার করেই স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন মেয়েরা। কেবলমাত্র এই রাজার শহরেই রয়েছে ১০ থেকে ১২টি ক্লাউড কিচেন। খোঁজ নিলেন তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস।

কোচবিহার, ৭ মার্চ : আপনাদের 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর ইন্দুবালাকে মনে আছে? যিনি বরাবরই দুর্দান্ত রান্না করতেন। অল্পবয়সে যাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই ছেলেকে বড় করতে শুভাকাঙ্ক্ষীদের উৎসাহে শুরু করেছিলেন নিজের হোটেল। যেখানে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসতেন কেবল তাঁর হাতের রান্না খেতে। কোচবিহারের ধর্মতলার নেতাজি সংঘের মমতা তিওয়ারির গল্পটাও খানিকটা একইরকম। স্বামীর মৃত্যুর পর নিজে দায়িত্ব নিয়ে দুই ছেলেকে মানুষ করেছেন। ছেলেরা বড় হওয়ার পর তাঁদের উৎসাহে বাড়িতেই 'ক্লাউড কিচেন' শুরু করেন। ইন্দুবালার হোটেলের সঙ্গে যার একটাই পার্থক্য, এখানে বসে খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। বরং অনলাইন বিভিন্ন ফুড ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমে তাঁর হাতের রান্না পৌঁছে যাচ্ছে সকলের কাছে। রান্নায় বরাবরই তাঁর প্যাশন ছিল, আর এখন এইভাবে উপার্জন করতে পারায় খুবই খুশি তিনি। তাঁর হাতের স্পেশাল আইটেম কী জানতে চাইলে মমতা বলেন, 'মূলত পনির টিক্কা, মটর পনির সবাই তো এগুলোরই প্রশংসা করে।'

বড় বড় শহরে জনপ্রিয়তা পেলেও ক্লাউড কিচেন শব্দটি অনেকের কাছেই এখনও পর্যন্ত অচেনা। যদিও কোচবিহারে কিন্তু ধীরে ধীরে প্রচার পাচ্ছে এটি। ক্লাউড কিচেন হল আদপে একটি রান্নাঘর। যার মূল উদ্দেশ্য হল নিজস্ব রান্নাঘরে খাবার তৈরি করা এবং তা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এখানে অনলাইনে খাবারের অর্ডার নেওয়া হয় এবং সেই খাবার ডেলিভারি করার ব্যবস্থা থাকে। সাধারণত বিভিন্ন অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই ব্যবসা পরিচালিত হয়। অনেকের অবশ্য নিজে পৌঁছে দিয়ে আসারও ব্যবস্থা থাকে। সেখানে বসে খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। বাড়তি কোনও খরচ বা ঝুঁকি ছাড়া দিব্যি ঘরে থেকে রান্না করে এই ব্যবসা চালিয়ে লাভের মুখ দেখছেন অনেকেই।

একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলরামপুর, শীতলকুচি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মেয়েদের সেলাইয়ের ট্রেনিং দিতেন পাটাকুড়া রানিবাগানের কেতকী ভট্টাচার্য। ২০২০ সালে করোনার সময় সেই কাজ বন্ধ থাকায় দিদির সঙ্গে ক্লাউড কিচেন শুরু করেছিলেন। তখন হোয়াটসঅ্যাপেই মূলত প্রচার করতেন, অর্ডারও নিয়মিত আসত না। স্কুলে কর্মরত দিদি করোনার পর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে তখন থেকে একা হাতেই ব্যবসা সামলাচ্ছেন তিনি। তবে চাকরি সামলে স্বামী সপ্তর্ষি কিছু সাহায্য করেন। তাঁর কথায়, 'করোনা শেষ হবার পর দেখলাম ব্যবসাটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তাই আর ট্রেনিংয়ে যাইনি। সেসময় রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ নিজে সামলালেও এখন গ্রাহক বেড়ে যাওয়ায় সাহায্যকারী হিসাবে তিনজন মহিলা রাখতে হয়েছে। আর আছে খাবার দিয়ে আসার জন্য দুজন ডেলিভারি বয়।' বর্তমানে দুপুরবেলা ৪০-৫০ জন নিয়মিত গ্রাহক রয়েছেন যাঁরা তাঁর থেকে খাবার নেন। এছাড়াও এখানে যে কোনও একটা আইটেম নেওয়ারও সুবিধে রয়েছে। সে সবেরও অর্ডার আসে প্রচুর।

> কেউ আমার এখান থেকে খাবার নিয়ে যাওয়ার পর যখন ফোন করে সেই রান্নার প্রশংসা করেন তখন মনটা সত্যিই ভালো হয়ে যায়।
>
> **প্রিয়াংকা দাস**

> সকলে যখন খেয়ে প্রশংসা করেন তখন খুব ভালো লাগে। অনেক কষ্টে এই জায়গাটা পেয়েছি। চাকরি পেলেও এই ব্যবসা ছাড়ব না।
>
> **কেতকী ভট্টাচার্য**

> মূলত পনির টিক্কা, মটর পনির সবাই তো এগুলোরই প্রশংসা করে।
>
> **মমতা তিওয়ারি**

কেতকীর কথায়, 'সকলে যখন খেয়ে প্রশংসা করেন তখন খুব ভালো লাগে। অনেক কষ্টে এই জায়গাটা পেয়েছি। চাকরি পেলেও এই ব্যবসা ছাড়ব না।'

আগে রেস্টুরেন্ট চালালেও এক বছর হল ক্লাউড কিচেন চালাচ্ছেন চাকির মোড় রবীন্দ্রনগরের প্রিয়াংকা দাস। বেগুন বসন্তী, মোচার কোপ্তা কালিয়া, এঁচোড়ের মুড়িঘণ্ট তাঁর হাতের স্পেশাল আইটেম। সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সারাদিনই চলে তাঁর ব্যস্ততা। বর্তমানে চারজন সাহায্যকারী রয়েছেন। নিজে কিচেন চালালেও শ্বশুর-শাশুড়ি এবং স্বামী অভিরূপ যথেষ্ট সাহায্য করেন তাঁকে। আশপাশের বাড়ির অনেক বয়স্ক লোক থেকে শুরু করে বেশ কিছু স্টুডেন্ট তাঁর নিয়মিত গ্রাহক। বললেন, 'কেউ আমার এখান থেকে খাবার নিয়ে যাওয়ার পর যখন ফোন করে সেই রান্নার প্রশংসা করেন তখন মনটা সত্যিই ভালো হয়ে যায়।'

বাড়াচ্ছে স্বনির্ভরতা

- কেউ নিছক সময় কাটাতে, কেউবা করোনাকালে শুরু করেছিলেন এই ক্লাউড কিচেন
- এখন প্রত্যেকেরই প্রায় ৪০-৫০ জন নিয়মিত গ্রাহক রয়েছে
- রোজগারে সন্তুষ্ট অনেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চাকরি পেলেও এই ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার
- নিজেদের কাজের চাপ কমাতে অনেকে রেখেছেন বেশ কয়েকজন সাহায্যকারী এবং ডেলিভারি বয়
- এই কাজে তাঁরা সাহায্য পাচ্ছেন পরিবারের সকলের থেকে

ধুলোর জন্য বাঁধ এড়িয়ে চলাচল

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৭ মার্চ : মরুঝড় কেমন হয়, তা হয়তো অদেখা, কিন্তু ধুলোঝড় কাকে বলে তা নাকে-চোখে টের পাচ্ছেন তুফানগঞ্জ শহরের বাঁধেরপাড় এলাকার মানুষ। যানবাহন দূরের কথা একটা বাইক গেলেই পিছু পিছু বইছে ধুলোর ঝড়। এই পরিস্থিতিতে পড়ে কেউ ঢাকছেন মুখ, কারও আবার শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি কাশতে কাশতেই বেরোচ্ছে চোখের জল।

বর্তমানে বাঁধেরপাড় এলাকায় জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ শেষ হতেই ধুলোতে নাভিশ্বাস অবস্থা পথচারীদের। ধুলো মারতে পদক্ষেপ করুক প্রশাসন এমনটাই চাইছেন বাসিন্দারা। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেনের আশ্বাস, ধুলোর সমস্যা মেটাতে পুরসভার তরফে খুব শীঘ্রই জল দেওয়া হবে। একইসঙ্গে জলের পাইপলাইনের কাজ শেষ হয়ে গেলে টেন্ডার ডেকে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

তুফানগঞ্জ শহরের ৩, ৪, ৫, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের লাগোয়া রয়েছে বাঁধেরপাড় রোড। এই রাস্তার পাশেই রয়েছে ব্যবসায়ীদের দোকান। স্বাভাবিকভাবেই স্থানীয় মানুষজন ছাড়াও বহিরাগত প্রচুর মানুষ রাস্তাটি ব্যবহার করে থাকেন।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাস্তার ওপর দিয়েই পাইপলাইনের কাজ শুরু হয়। আম্রুত ২ প্রকল্পে শহরের প্রতিটি ঘরে পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। আর সেই কাজ শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ না কাটতেই ধুলোতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় ব্যবসায়ী রানা পাল বলছেন, 'জলের পাইপলাইনের কাজ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু ধুলো কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বসন্তকালে এমনিতেই ধুলোর সমস্যা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার ধুলো দোকানের খাবারে এসে পড়ছে। পুরসভার তরফে নিয়মিত জল দেওয়ার ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হত।' নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাত ফুলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা চিরঞ্জিত বর্মন, অজয় দাসরা রোজ ব্যবসা সেরে এই পথ দিয়ে বাড়ি ফেরেন। তাঁদের কথায়, আগে বাইকে সবজি নিয়ে বাজারে যেতাম। কিন্তু একবার ওই রাস্তা দিয়ে গেলে নিজেই নিজেকে চিনতে পারছি না। ধুলোতে চোখমুখ সাদা হয়ে যাচ্ছে। ফলে, ঘুরপথেই যাতায়াত সারতে হচ্ছে। সবমিলিয়ে পুরসভার আশ্বাসের পর সমস্যার সমাধান হয় কি না সেদিকেই তাকিয়ে সাধারণ মানুষ।

ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা দিবস

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের হেড অফিসে প্রতিষ্ঠাতা দিবস পালন।

কোচবিহার, ৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হল। শুক্রবার কোচবিহারে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় থাকা তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখাগুলিতেও নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। এদিন প্রধান কার্যালয়ে কেক কাটেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান অনিল কুমার, জেনারেল ম্যানেজার কৈলাস সোনি সহ আধিকারিকরা। অনিলবাবু বলেছেন, 'ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার বর্তমান, প্রাক্তন কর্মী, গ্রাহক সহ সকলকে নিয়ে দিনটি পালন করা হল।' জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক এবং 'এম স্বাস্থ্য'-র উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয়। কার্যালয়ের পাশাপাশি কোচবিহার-২ ব্লকের একটি বৃদ্ধাশ্রমেও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হয়েছে। ব্যাংকের উদ্যোগে শনিবার শিলিগুড়িতে নারী দিবস উদযাপন করা হবে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	০

নতুন কমিটি

হলদিবাড়ি, ৭ মার্চ : সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হল সারা ভারত যুব লিগের নতুন কমিটি। শুক্রবার দুপুরে হলদিবাড়িতে সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে নতুন কমিটি তৈরি হয়। উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রজিৎ সিংহ, কমলকুমার রায়, আজিবর রহমান, সন্তোষকুমার পাল প্রমুখ। চার বছর পর যুব লিগের ১৩ সদস্যের একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়। সেখানে সভাপতি হন সাহজামান সরকার, এবং উত্তম রায় প্রামাণিক সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন।

বিক্ষোভ

কোচবিহার, ৭ মার্চ : জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন। ইউনিয়নের সদস্যরা মিছিল করে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। তাতে মাসে ১৫ হাজার টাকা ভাতা এবং কর্মরত অবস্থায় কোনও কর্মীর মৃত্যু হলে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের তরফে অণিমা বর্মন জানান, দাবি না মিটলে প্রয়োজনে কর্মবিরতি হবে।

অসুস্থ পরীক্ষার্থী

তুফানগঞ্জ, ৭ মার্চ : শুক্রবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে দুই পরীক্ষার্থী হাসপাতালের বেডে পরীক্ষা দেয়। অসুস্থ সৌমিক চক্রবর্তী ও পূজা দাস যথাক্রমে তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল ও মানসাই হাইস্কুলের পড়ুয়া।

পাড়ায় পাড়ায়

কোচবিহার

উদাসীনতায় জমছে আবর্জনার স্তূপ

কোচবিহার, ৭ মার্চ : যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেললে জরিমানা করা হবে বলে ঘোষণা করেছে কোচবিহার পুরসভা। কিন্তু এক শ্রেণির বাসিন্দাদের তাতেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। শহরে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভাওয়াল মোড় থেকে রামকৃষ্ণ মঠের দিকে যাওয়ার রাস্তাটির পাশে অনেকদিন ধরে আবর্জনার স্তূপ জমছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ সেখানে আবর্জনা ফেলছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পুরসভার তরফে সেখানে আবর্জনা না ফেলার আবেদন জানিয়ে পোস্টার লাগানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আবার পুরসভার সাফাইকর্মীরা সেখান থেকে নিয়মিত আবর্জনা নিয়ে যাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দা শিবাংকর সরকারের বক্তব্য, 'এলাকার কিছু বাসিন্দা এখানে আবর্জনা ফেলে যায়। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরসভার তরফে ফ্লেক্স বা পোস্টার লাগানো হলেও সমস্যা মেটেনি।' চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথায়, 'প্রতিটি বাড়িতে দুটি করে আবর্জনা ফেলার বালতি দেওয়া হয়েছে। একটি পচনশীল। আরেকটি অপচনশীল। সাফাইকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করেন। কিন্তু অনেক বাসিন্দাই নিয়ম মানছেন না। তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। এরপর জরিমানা করা হবে।'

মেখলিগঞ্জ

বেহাল রাস্তা, সংস্কারের দাবি

মেখলিগঞ্জ, ৭ মার্চ : মেখলিগঞ্জ পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে জল্পেশ রোড থেকে বাঁধ পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের দাবি উঠছে। রাস্তাটি সৌন্দর্যায়নের জন্য পেভার্স ব্লক দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তার ধারে ও মাঝে বিভিন্ন জায়গায় তা বসে গিয়ে বা ভেঙে গিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। রাস্তাটির পাশে রয়েছে একটি বড় নিকাশিনালা। এলাকার বাসিন্দারা রাস্তার বেহাল দশা থেকে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন। তাই দাবি উঠছে রাস্তাটি সংস্কার করার। স্থানীয় বাসিন্দা আনারুল মহম্মদ বলেন, 'অনেকদিন ধরে রাস্তাটি নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। পেভার্স ব্লকগুলো বসে গিয়ে বা সরে যাওয়ার কারণে রাস্তাটি ভয়াবহ অবস্থায় রয়েছে। প্রশাসনের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি।

তথ্য : শিবশংকর সূত্রধর ও শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

আজ শহরে

- বিকেল ৫টায় ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাবের হলঘরে বন্ধু সবসময় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের তেজস্বিনী ২০২৫ সম্মাননা অনুষ্ঠান।
- আশাদীপ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড রাইটস অর্গানাইজেশনের তরফে নারী দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ১০টা থেকে রাজমাতাদিঘি মুক্তমঞ্চে নানা অনুষ্ঠান।

চোখ পরীক্ষা

কোচবিহার, ৭ মার্চ : কোচবিহারের নাট্য সংঘের উদ্যোগে চোখ পরীক্ষা শিবির হল। শিবিরে ২৬০ জনের বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা করে চমশা ও ওষুধ দেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের তরফে জহর রায় বলেছেন, 'শিবির থেকে ৮০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের আগামী রবিবার বিনামূল্যে শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ছানির অস্ত্রোপচার করা হবে।'

পরিবহণ নিগমের জমিতে হবে পাম্পহাউস

কোচবিহার, ৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার জমিতে গড়ে উঠল কোচবিহার পুরসভার পাম্পহাউস। গুঞ্জবাড়ি এলাকায় একটি পুরোনো পাম্পহাউস রয়েছে। তার জল উত্তোলন ক্ষমতা এখন কমে গিয়েছে। তাছাড়া ওয়ার্ডের লোকসংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। নতুন পাম্পহাউস তৈরির জন্য পুরসভা প্রয়োজনীয় জায়গা পাচ্ছিল না। এনবিএসটিসি জমি দিলে সেই সমস্যা মিটে যায়।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'পাম্পহাউসটি বসানোর জন্য এনবিএসটিসি'র কাছে আবেদন করেছিলাম। তারা জমি দেওয়ায় পাম্পহাউসটি তৈরি করা হয়েছে। এটি করতে ৩৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।' এই পাম্পহাউসটি তৈরি হওয়ার ফলে কোচবিহার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পাশাপাশি ৭ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের কথায়, 'নাগরিকদের সমস্যার কথা ভেবে পাম্পহাউস তৈরির জন্য জমি দেওয়া হয়েছে।'

রক্ত দিলেন চেয়ারম্যান

মেখলিগঞ্জ, ৭ মার্চ : মেখলিগঞ্জ পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নীলু রায় নামে এক ব্যক্তি মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বৃহস্পতিবার তাঁর রক্তের প্রয়োজন হয়। খবর পেয়ে প্রায় ৫০ কিমি পথ অতিক্রম করে জলপাইগুড়ি গিয়ে নীলুকে রক্ত দিলেন মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি।

আবির তৈরির ব্যস্ততা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ৭ মার্চ : সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে চাহিদা বেড়েছে ভেষজ আবিরের। তার পরেও সেন্টেড আবিরের চাহিদা যে একেবারে কমে গিয়েছে তা নয়। প্রতিবছরের মতো এবারেও সেন্টেড আবির সহ দু'ধরনের আবির তৈরি করছেন শহরের অমরতলা এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ সাহা। তাঁর তৈরি এই আবির কোচবিহার বাজারের পাশাপাশি দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা সহ নিম্ন অসমেও পাড়ি দিচ্ছে। বিগত ২৫ বছর ধরে তিনি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভেষজ আবির তৈরির চেষ্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি। তাই প্রতিবারের মতো এবারও সেন্টেড আবির সহ দু'ধরনের আবির তৈরি করা হয়েছে।'

দোলের মাসখানেক আগে থেকেই আবির তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েকবছর আগে আরও বেশি আবির তৈরি করা হলেও, সাধারণ আবিরের বিক্রি কমায় এবছর ৪ টন আবির তৈরি করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, আবির তৈরির জন্য পাউডার আনা হয় ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে। রং আসে কলকাতা থেকে। এরপর পাউডারে রং গুলে সেই মিশ্রণ রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেটাই প্যাকেটজাত করে পাইকারি দোকানে বিক্রি করা হয়।

এদিন রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, উঠোনজুড়ে আবির তৈরির কাজ চলছে। এলাকার বাসিন্দা অমিত সাহা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরেই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। আগে যখন ভেষজ আবিরের চল ছিল না, তখন আমরাও দোল এলেই তাঁর বাড়িতে ভিড় জমাতাম।'

রংদার রোববার

নারী, তুমি স্বাধীনতা

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পরদিন রংদার রোববারের প্রচ্ছদে কী থাকতে পারে ওই প্রসঙ্গ ছাড়া? রইল আজকের নারীদের স্বাধীন ভাবনা নিয়ে তিনটি পর্যালোচনা, তিন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও ছন্দা বিশ্বাস
ছোটগল্প : জয়ন্ত দে ও মনোনীতা চক্রবর্তী
কবিতা : সুব্রতা ঘোষ রায়, মৃণালিনী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, বৃষ্টি সাহা, কণিকা দাস, বাবলি সূত্রধর সাহা ও সন্ধ্যা দত্ত

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

একান্ত সাক্ষাৎকারে কেকেআর অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে

‘ফেভারিট ভারত, তবে কাজ সহজ হবে না রোহিতদের’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : ব্যক্তিগত কাজে দিন দুয়েক আগে দুবাই গিয়েছিলেন। কাজ সেরে আজ মুম্বই ফিরেছেন। সম্প্রতি কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়কের দায়িত্বও পেয়েছেন তিনি। ১২ মার্চ থেকে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের শিবিরের শুরু থেকেই হাজির থাকার কথা অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের। তার আগে আজ দুবাই থেকে মুম্বই ফেরার পর মোবাইলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন রবিবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনাল নিয়ে। ঘোষণা করে দিলেন, ফাইনালে ফেভারিট টিম ইন্ডিয়াই। কিন্তু রোহিত শর্মাদের কাজটা এবার সহজ হবে না।

■ ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ফাইনাল

● দুর্দান্ত একটা ম্যাচের অপেক্ষায় অনেকের মতো আমিও। দুই দলই চলতি প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত খেলছে। ফারাক একটাই, ভারত সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে। আর ভারতের কাছে একটি ম্যাচ হেরে ফাইনালে কেন উইলিয়ামসনরা।

■ ফাইনালের ফেভারিট

● অবশ্যই ভারত ফেভারিট। কীভাবে বড় প্রতিযোগিতার আসরে পরপর ম্যাচ জিততে হয়, রোহিতরা ভালোই জানে। তবে ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলতে পারি, রবিবারের ফাইনাল ম্যাচ সহজ হবে না ভারতের। দুবাইয়ের এই মাঠেই দিন কয়েক আগে ভারতের বিরুদ্ধে হারলেও চাপ তৈরি করতে পেরেছিল কিউয়িরা। সেটা হয়তো ওদেরও মনে থাকবে। সঙ্গে রাচিন রবীন্দ্র ও কেন উইলিয়ামসনকে নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

■ ভারতের স্পিন চতুর্ভুজ

● দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে চার স্পিনারে খেলার পরিকল্পনা চমকে দেওয়ার মতোই। বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চার স্পিনার নিয়ে শেষ কবে কোন দল খেলেছে, মনে পড়ছে না। তবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাতেই হবে। যতদূর মনে হয়, ফাইনালেও হয়তো চার স্পিনারেই খেলবে রোহিতরা। দল হিসেবে গুছিয়ে নিয়েছে ভারত। একটা জয়ের ছন্দও পেয়েছে।

■ বরুণ ফাইনালের এক্স ফ্যাক্টর

● অবশ্যই। বরুণের রহস্য স্পিন খেলার অভিজ্ঞতা এই নিউজিল্যান্ড দলে উইলিয়ামসন, রাচিন ছাড়া বাকিদের তেমন নেই। ফলে বরুণের কোন ডেলিভারি বাইরে যাবে, আর কোনটা ভিতরে আসবে তা নিয়ে কিউয়ি ব্যাটারদের মনে দ্বিধা থাকবেই।

■ বিরাট-রোহিতের ফর্ম

বিরাট কোহলি-রোহিতের মতো ক্রিকেটার ফর্মে থাকলে ভারতীয় দল সাফল্যের পথে অনায়াসে এগিয়ে যাবে, সেটাই স্বাভাবিক। দুবাইয়ে ঠিক সেটাই হয়েছে। হয়তো রোহিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখনও বড় রান পায়নি। কিন্তু আগ্রাসী শুরু দিয়েছে দলকে। আর বিরাটকে নিয়ে নতুন করে কী-ই বা বলি। যত দেখছি, মুগ্ধ হচ্ছি।

■ ফাইনালের পরই অবসরে রোহিত

● ঠিক জানি না। তবে এই বিষয়ে যে আলোচনা চলছে, সেটা কানে এসেছে। রোহিতই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে।

■ ইডেনে কেকেআরের শিবির

● হ্যাঁ, ১২ মার্চ থেকে ইডেনে কেকেআরের শিবির শুরুর কথা। দুর্দান্ত একটা আইপিএল মরশুমের জন্য আমরা সবাই মুখিয়ে রয়েছি।

দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন সীতাংশু

ভারতকে সতর্ক করছেন নাসের

দুবাই, ৭ মার্চ : চলছে কাউন্ট ডাউন। বাড়ছে উত্তেজনার পারদ। অপেক্ষার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শুরু হয়ে যাবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল।

রোহিত শর্মার ভারতের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের ফাইনালের যুদ্ধ শুরুর আগে আজ প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেন সতর্ক করেছেন টিম ইন্ডিয়াকে। দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে বারবার কিউয়িরা কেঁপে যাবে, এমন নাও হতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। স্কাই স্পোর্টস চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে নাসের আজ বলেছেন, ‘গতকাল রাতে প্রাক্তন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের সঙ্গে নৈশভোজের সময় ফাইনাল নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। দুইজনই আমরা একমত যে, নিউজিল্যান্ড বারবার কেঁপে যাওয়ার দল নয়। মানসিকভাবে ওরা খুব শক্তিশালী। ওদের দলে এমন অনেক ক্রিকেটার রয়েছে, যারা একার হাতে যে কোনও পরিস্থিতি থেকে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারে।’

যেদিন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করেছেন। কিউয়িদের কঠিন মানসিকতার কথা তুলে ধরেছেন। সেদিনই ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে ফাইনালের মহড়া শুরু করে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। অনুশীলনে পুরো দলই আজ হাজির ছিল। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে দুইদিনের ছুটি কাটিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনুশীলনে রীতিমতো চনমনে দেখিয়েছে। অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও চলছে তুমুল চর্চা। ফাইনালের পরই তিনি নাকি অবসর নিতে পারেন, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। অনুশীলনে ভারত অধিনায়ককে দেখে মনেই হয়নি তাঁর মনের অন্দরে কী চলছে।

রবীন্দ্র জাদেজা ও কোচ গৌতম গম্ভীরকে সঙ্গে নিয়ে ফাইনালের জন্য অনুশীলনে চলেছেন রোহিত শর্মা। দুবাইয়ে শুক্রবার।

এদিনের ভারতীয় দলের অনুশীলনের মাঝে আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। ভারত-পাকিস্তান মহারণ যে পিচে হয়েছিল, সেই বাইশ গজেই খেতাবি লড়াইয়ে টক্কর নেবেন রোহিত-মিচেল স্যান্টনাররা।

শেষ দুই ম্যাচের মতো ফাইনালেও কি ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে চার স্পিনার দেখা যাবে? সন্ধ্যার অনুশীলন শুরুর আগে ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক আজ মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংবাদিকদের। তিনি ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ বা চার স্পিনারের সম্ভাবনার বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। সীতাংশু বলেছেন, ‘দলের কোচ ও অধিনায়ক এই ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারবে। আপনারা ভুল লোককে দলের প্রথম একাদশ নিয়ে প্রশ্ন করেছেন।’ অধিনায়ক রোহিত এখনও বড় রান না পেলেও বিরাট কোহলি রয়েছেন স্বপ্নের ছন্দে। শ্রেয়স আইয়ারও তাই। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়া রেঞ্জ হিটিংয়ের নয়া দিশা দেখিয়েছেন। দলের সার্বিক ব্যাটিং নিয়ে সীতাংশু বলেছেন, ‘রোহিতের বড় রান না পাওয়া নিয়ে আমরা একেবারেই উদ্বেগে নেই। বরং দলের ব্যাটিং নিয়ে আমি খুশি। দলের সাফল্যে ব্যাটাররা সবাই সমান অবদান রেখে চলেছে।’

ভারত চ্যাম্পিয়ন হবে

ভবিষ্যদ্বাণী জ্যোতিষীর

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল। কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে তার অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব। তার আগে ফাইনাল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিখ্যাত জ্যোতিষী গ্রিনস্টোন লোবো। তিনি জানিয়েছেন, ফাইনালে কাপ উঠবে রোহিত শর্মার হাতে।

লোবো বলেছেন, ‘আমি রোহিত শর্মার জন্মছক বিশ্লেষণ করেছি। এই মুহূর্তে মহেন্দ্র সিং ধোনির পরে যদি কোনও সেরা অধিনায়ক থাকেন, সেটা হিটম্যান। ওঁর জন্মছক অসাধারণ। বড় প্রতিযোগিতা জেতার মতো ক্ষমতা ওঁর রয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘রোহিতের জন্মছকে একটাই দুর্বল গ্রহ রয়েছে, সেটা প্লুটো। ২০২৩ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের জন্মছকে প্লুটো শক্তিশালী ছিল। তাই ভারত ফাইনালে অজিদের কাছে পরাজিত হয়।’

লোবো দাবি করেছেন, একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটারের জন্মছক খুব ভালো রয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘লোকেশ রাহুল, হার্দিক পান্ডিয়া, শ্রেয়স আইয়ার ও অক্ষর প্যাটেলের জন্মছকে একাধিক গ্রহ ভালো জায়গায় রয়েছে। উলটোদিকে কিউয়িদের ছয়জন ক্রিকেটারের জন্মছকে একাধিক গ্রহ খারাপ রয়েছে। তাই কাপ জেতা কেবল সময়ের অপেক্ষা ভারতের জন্য।’

রোহিত কি ২৫-৩০ রানেই খুশি

প্রশ্ন গাভাসকারের

নয়াদিল্লি, ৭ মার্চ : ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে। কিন্তু অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে বড় রানের দেখা নেই। সমালোচনায় বিদ্ধ ভারত অধিনায়ক। এবার কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের নিশানায় হিটম্যান।

কয়েকদিন আগেই রোহিত-সমালোচকদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, রান দিয়ে রোহিতকে বিচার না করে মাঠে তাঁর প্রভাবটা দেখা উচিত। গম্ভীরের সঙ্গে অবশ্য একমত নন গাভাসকার। বরং তিনি মনে করেন, আরও বেশি সময় ক্রিজে থাকা উচিত ভারত অধিনায়কের।

রোহিতের উদ্দেশে গাভাসকার প্রশ্ন তুলেছেন, ‘রোহিত কি ২৫-৩০ রান করেই সন্তুষ্ট? এটা কখনোই হওয়া উচিত নয়। আমি ওকে বলব, সাত-আট ওভারের পরিবর্তে যদি ২৫-৩০ ওভার ক্রিজে কাটানো যায়, তাহলে বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে।’

টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম দশহাজারি সানি বলেছেন, ‘রোহিতের উচিত আরও বেশি সময় ক্রিজে থাকা। ও যদি অন্তত ২৫ ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থাকে, তাহলে ভারত অনায়াসে ১৮০-২০০ রান তুলতে পারবে। যদি তার মধ্যে দুই উইকেটও পড়ে যায়, তাহলেও ৩৫০ রানে পৌঁছোতে কোনও অসুবিধা হবে না বিরাট কোহলিদের।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘গত দুই বছর ধরে একই ফর্মুলায় ব্যাটিং করছে রোহিত। এতে কখনও সাফল্য এসেছে। আবার কখনও ব্যর্থ হয়েছে ভারত অধিনায়ক। ও একজন দুর্দান্ত ব্যাটার। রোহিতের মতো প্রতিভা খুব কম ক্রিকেটারের আছে। তাই আমার মতে, ওর উচিত ক্রিজে বেশিক্ষণ থাকার দিকে নজর দেওয়া।’

রোহিতের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পাশাপাশি অবসর নিয়েও জল্পনা ছড়িয়েছে। টি২০ বিশ্বকাপের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরেই রোহিত-বিরাট একসঙ্গে অবসর নিতে পারেন বলেই ক্রিকেট মহলে জল্পনা চলছে। তবে প্রাক্তন ক্রিকেটার আকাশ চোপড়া বলেছেন, ‘সিদ্ধান্তটা ওদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হোক। তবে অবসর নিলে বিরাট-রোহিতের সামনে টেস্ট ছাড়া কোনও ফরম্যাট খোলা থাকবে না।’

এদিকে, নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে ভারতকে সতর্ক করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর। তিনি বলেছেন, ‘গ্রুপ পর্বের মতো ফাইনালেও নিউজিল্যান্ডকে হারানো সহজ নয়। ওদের দলে ব্যাটিং গভীরতা অনেক। পাশাপাশি মিচেল স্যান্টনার, মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপসের মতো স্পিনার রয়েছে।’

‘মায়ের পরামর্শে’ আরও দায়িত্ব নিতে তৈরি ভেঙ্কটেশ

রবিবারের ফাইনালে এগিয়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : অর্থ রোজগার করতে কে না চায়! কিন্তু সবাই কি সফল হয়?

সহজ জবাব, না। বহু মানুষ সারাজীবন পরিশ্রমের পরও কোটি টাকা রোজগার করতে ব্যর্থ হন। অথচ, ভেঙ্কটেশ আইয়ার কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এক মরশুমের জন্যই পাচ্ছেন ২৩.৭৫ কোটি টাকা। আপনার জীবনে অর্থই কি অনর্থের মূল? আইপিএল নিলামে এত অর্থ পাওয়ার পর রাতে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে তো?

কলকাতায় আজ এক স্পোর্টস কনক্লেভে হাজির হয়েছিলেন কেকেআরের নতুন সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ। সেখানেই তাঁকে এমন প্রশ্নের সামনে পড়তে হল। এমন প্রশ্ন শুনে প্রথমে চওড়া হাসি নিয়ে নাইটদের নয়া সহ অধিনায়ক বলে দিলেন, ‘এত অর্থ পেলে কে না খুশি হবে বলুন তো? মাঝেমধ্যে নিজের ব্যাংক ব্যালেন্সের দিকে তাকালে দারুণ ভালো লাগে।’ এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। তারপরই নিজের মায়ের দেওয়া পরামর্শের প্রসঙ্গ টেনে আনলেন ভেঙ্কি। বলে দিলেন, ‘আইপিএলে আমি নতুন নই। কিন্তু এবারের নিলামে এত অর্থ পাওয়ার পর আমার মা আমায় বলেন, কেকেআর তোমার উপর ভরসা করেছে। আস্থা দেখিয়েছে। অর্থও দিয়েছে। এবার তোমার কাজ হল নিজের দায়িত্ব পালন করা। নাইটদের জার্সিতে দলের দায়িত্ব পালনে আমি তৈরি।’

আজ সন্ধ্যাতেই কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে গেলেন ভেঙ্কটেশ। দিন কয়েকের মধ্যেই কেকেআরের শিবির শুরু হলে ফের আসবেন ইডেন গার্ডেন্সে। তার আগে আজিঙ্কা রাহানের ডেপুটি বলে দিলেন, ‘অর্থ জীবনে প্রয়োজন। সেটা একটা দিক। তার চেয়েও বড় বিষয় হল দায়িত্ব। নাইট জার্সিতে সবরকম দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তৈরি।’ রাহানেকে কেকেআরের অধিনায়ক ঘোষণার আগে দলের নেতা হিসেবে ভেঙ্কির নামই ভাসছিল। বাস্তবে সেটা হয়নি। তার জন্য মনের মধ্যে কোনও দুঃখ নেই তাঁর। ভেঙ্কির কথায়, ‘শেষবারের চ্যাম্পিয়ন দলের বেশ কয়েকজনকে ধরে রাখা হয়েছিল আগেই। পরে নিলামের আসর থেকেও বেশ কয়েকজনকে দলে নেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বলছি, আমরা শেষবারের চ্যাম্পিয়ন, এমন কোনও তকমা নিয়ে দল হিসেবে আমরা মাঠে নামতে চাই না। কারণ, এবারের আইপিএলে সবই আবার শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।’ দলের স্বার্থে যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্যও তিনি তৈরি বলে জানিয়েছেন ভেঙ্কি। তাঁর কথায়, ‘দ্রুত সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে সেরাটা দেওয়ার স্কিল আমার জানা। সেভাবেই নিজেকে তৈরি রাখছি।’

২২ মার্চ থেকে ইডেনে শুরু আইপিএল। তার আগে এখন ক্রিকেট দুনিয়ার নজর রবিবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের দিকে। ফাইনালে কোন দলকে ফেভারিট বলে মনে হচ্ছে? ভেঙ্কটেশের অনায়াস জবাব, ‘ভারত অবশ্যই ফেভারিট। দল হিসেবে অনেক গোছানো ক্রিকেট খেলছে রোহিত ভাইরা। রবিবার নিউজিল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হলে অবাকই হব।’

হেনরিকে পাওয়ার আশায় স্টিড

বরুণই কাঁটা, মানছেন কিউয়ি কোচ

দুবাই, ৭ মার্চ : তিন ম্যাচের ওডিআই কেরিয়ার এখনও পর্যন্ত। কিন্তু তাতেই হইচই ফেলে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৭ উইকেট নিয়ে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় তিন নম্বরে রয়েছেন তিনি। চলতি টুর্নামেন্টে ৩৩ বছরের বরুণ এতটাই প্রভাব ফেলেছেন যে, ফাইনালে তাঁকেই সবচেয়ে বড় কাঁটা মনে করছেন নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড।

গ্রুপ পর্বে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়ে বরুণ একাই কিউয়িদের থামিয়ে দিয়েছিলেন। যা নিশ্চিতভাবেই মনে আছে স্টিডের। তাই বরুণ-ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখেই খেতাবি লড়াইয়ের স্ট্র্যাটেজি তৈরিতে ব্যস্ত কিউয়ি শিবির। ভারতের মতো নিউজিল্যান্ডও শুক্রবার থেকে ‘ফাইনাল’ প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। দলের অনুশীলনের ফাঁকে কিউয়ি কোচ স্টিড বলেছেন, ‘বরুণ ভালো বোলার। চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে। দুবাইয়ের পিচ কীরকম আচরণ করে, সেখানে বরুণ কতটা প্রভাব ফেলতে পারে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিল। তাই বরুণকে হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই। ওর বিরুদ্ধে সঠিক পরিকল্পনা করেই নামব আমরা।’

সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি উইকেট পেলেও ট্রাভিস হেডকে শুরুতেই তুলে নিয়ে ভারতীয় সমর্থকদের ‘মাথাব্যথা’ কমান গৌতম গম্ভীরের তুরুপের টেক্কা বরুণ। বিশেষজ্ঞরাও মনে করছেন, ফাইনালে বরুণের স্পিন সামলানো কিউয়ি ব্যাটারদের জন্য সহজ হবে না। স্টিডের কথায়, ‘যে কোনও দলে বরুণের মতো রিস্ট স্পিনার থাকলে প্রতিপক্ষের কাজ কঠিন হয়ে যায়। ব্যাটাররা তখন এই ধরনের স্পিন সামলানোর রাস্তা খুঁজতে থাকে। আমার মতে, বরুণকে দিনের আলোয় খেলা কিছুটা সহজ। ফ্লাডলাইটে আরও বেশি ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তবে ও বিশ্বমানের বোলার। আমাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নিজের দক্ষতা দেখিয়েছে। ফাইনালে বরুণই আমাদের জন্য বড় কাঁটা হতে চলেছে। ওকে নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতেই হবে।’

রাচিন রবীন্দ্র-কেন উইলিয়ামসনের শতরানে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে অসুবিধা হয়নি নিউজিল্যান্ডের। তবে কিউয়ি শিবিরে চিন্তার জায়গা দলের প্রধান পেসার ম্যাট হেনরির চোট। প্রোটিয়া ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে কাঁধে চোট পান হেনরি। তাঁর ফাইনালে নামা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। তবে দলের সেরা পেসারকে রবিবারের খেতাবি যুদ্ধে পাওয়ার আশায় স্টিড। বলেছেন, ‘পজিটিভ দিক হল, চোট পাওয়ার পরও হেনরি দুই ওভার বোলিং করেছিল। কিন্তু ওর কাঁধ এখনও ফুলে রয়েছে। বেশকিছু স্ক্যান হয়েছে। আশা করি, হেনরিকে আমরা ফাইনালে পাব। ওকে মাঠে নামানোর সবরকম চেষ্টা জারি রয়েছে। হেনরি একান্তই না পারলে জ্যাকব ডাফি বা নাথান স্মিথ খেলবে।’

নাইট সমর্থকদের হৃদয়ে গম্ভীর

কলকাতা, ৭ মার্চ : গতবার মেন্টর হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সে ফেরেন গৌতম গম্ভীর। মাত্র এক মরশুম কাজ করেও ছাপ রেখে গিয়েছেন। খরা কাটিয়ে কেকেআরের তৃতীয় আইপিএল ট্রফি জয়ের নেপথ্য নায়কও তিনিই। দরজায় কড়া নাড়ছে আরও একটা আইপিএল। প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নাইট রাইডার্স। গম্ভীরের ছেড়ে যাওয়া আসনে এবার ডোয়েন ব্রাভো। কিন্তু কেকেআরের সঙ্গে গোতির আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। নাইট কর্ণধার শাহরুখ খান সেটাই মনে করেন।

শাহরুখ বলেছেন, ‘গম্ভীরের সঙ্গে কেকেআরের সম্পর্ক আজকের নয়। তাই আমি কখনই মনে করিনি ও আমাদের দল ছেড়ে গিয়েছে। কিছু মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বটা এই রকমই হয়। আমার কাছে গম্ভীর তাদেরই একজন।’ নাইট সাজঘরে গোতির প্রত্যাবর্তন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আবেগে ভরে উঠল কিং খানের গলা। বললেন, ‘কেকেআরে ওর ফেরাটা খুব জরুরি ছিল। তাই গম্ভীরের ফেরার খবর যখনই নিশ্চিত হয়, তখনই আমি সামাজিক মাধ্যমে তা জানিয়ে দিই।’

ফুরফুরে মেজাজে ফাইনালের প্রস্তুতিতে বরুণ চক্রবর্তী, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলরা।

মোহনবাগানের পয়েন্ট মনে নেই মোলিনার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : যে ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল চ্যাম্পিয়নশিপের, সেটাই এই মুহূর্তে গুরুত্বহীন।

শুরুটা নড়বড়ে হলেও শেষদিকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে ক্রমাগত টক্কর দিয়ে গেছে এফসি গোয়া। মাঝে পরপর দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নষ্ট করায় তো সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজও পড়তে শুরু করে। সমর্থকদের ওই চিন্তাক্লিষ্ট মুখই সম্ভবত তাতিয়ে তোলে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা অ্যান্ড কোং-কে। যার ফলস্বরূপ দুই ম্যাচ বাকি থাকতেই চ্যাম্পিয়নের তকমা গায়ে শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান। এই ম্যাচের পরই শিল্ড হাতে তুলে দেওয়া হবে দলের। কিন্তু মোলিনা আবার এসব নিয়ে ভাবতেই নারাজ। অন্য যে কোনও কোচ হলে এতক্ষণে ক্লাউড নাইনে পৌঁছে যেতেন। তিনি সেখানে আবার শেষ ম্যাচ কীভাবে জিতে শেষ করা যায়, কত পয়েন্ট পেলে আরও ভালো হবে, এসব নিয়ে ভাবতে ব্যস্ত। তাঁর দল কত পয়েন্টে দাঁড়িয়ে? কাছাকাছি হলেও সংখ্যাটা ভুলই বললেন সাংবাদিক সম্মেলনে। তাঁর দল ৫৩ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে শুনে বেশ খুশি খুশি হয়ে মন্তব্য করেন, 'তাই নাকি! তাহলে তো বেশ ভালো। কিন্তু শনিবার জিততে পারলে আরও ভালো জায়গায় যাওয়া যাবে। আর আমাদের সেই চেষ্টাই করা উচিত।'

আসলে এফসি গোয়া ম্যাচ হয়তো তাঁর কাছে খানিকটা হলেও প্রতিশোধের ম্যাচও। গোয়ায় গিয়ে মানোলো মার্কুয়েজের বিপক্ষে হারটা হয়তো মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে একদা স্পেনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদে বসে থাকা ভদ্রলোকের। তাই এদেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি যদি স্পোর্টিং ডিরেক্টর হতেন তাহলে কী করতেন প্রশ্ন করলে সরাসরি জানিয়ে দেন, 'আমি কেন বলব? আমি মোহনবাগানের কোচ। এদেশের স্পোর্টিং ডিরেক্টর নই।' অর্থাৎ মানোলোর শুধু ক্লাব স্তরে নয়, দেশের কোচ হিসাবেও কোনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি নেই। বরং জাতীয় শিবিরে যাতে ফুটবলারদের চোট-আঘাত না আসে সেদিকে কোচের দৃষ্টি থাকবে বলে খানিক যেন হুঁশিয়ারিই দিয়ে ফেললেন, 'ফুটবলারদের যাতে চোট না হয় সেদিকে মানোলো নজর দেবে বলে আশা করছি।' ওই ম্যাচে হারের শোধ নিতে তাই মুম্বই সিটি এফসির মতো পরীক্ষানিরীক্ষায় না গিয়ে সেরা দলই নামাবেন বলে নিজেই বলে দেন, 'গোয়ার শক্তিশালী দল। তাই ওদের বিপক্ষে সেরা দলই নামাব। কারণ ম্যাচ জিততে হবে আমাদের।' মানোলোও যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন, 'একটা ক্লাব যারা সব দলের বিপক্ষে গোল পেয়েছে এবং সবথেকে কম গোল খেয়েছে তাদের তো সমীহ করতেই হবে।' এই ম্যাচ জিতলে এবারে অনেক রেকর্ডের মতো আরও একটা রেকর্ড গড়বে মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলে প্রথম দল হিসাবে লিগে ১০০০ পয়েন্টে পৌঁছানোর গৌরব অর্জন করবে তারা।

এই ম্যাচে কিছু কার্ড সমস্যা রয়েছে। লেফট ব্যাকে শুভাশিস বসুর জায়গায় হয়তো আশিক কুরুনিয়ান খেলবে। জেমি ম্যাকলারেনের তিনটি কার্ড বলে তাঁকে নকআউট পর্যায়ের জন্য বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে। নিয়ম হল লিগের শেষ ম্যাচে চতুর্থ কার্ড দেখলে তাঁকে বসতেই হত প্রথম দফার সেমিফাইনালে। কিন্তু না খেললে সেমিফাইনাল থেকে পুরোনো কার্ড আর গণ্য হবে না। এছাড়াও মাঝমাঠে অভিষেক সূর্যবংশী ও দীপক টাংরি নেই। তবে অনিরুদ্ধ থাপা চোট সারিয়ে ফেলায় সমস্যা নেই।

সবমিলিয়ে নিজেদের ঘরের মাঠে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ধরে রাখার পাশাপাশি নকআউটের জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়াই এই ম্যাচ থেকে একমাত্র লক্ষ্য মোহনবাগানের।

> গোয়ার শক্তিশালী দল। তাই ওদের বিপক্ষে সেরা দলই নামাব। কারণ ম্যাচটা জিততে হবে আমাদের।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

আইএসএলে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি
সময় : বিকাল ৫টা, **স্থান :** শিলং

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম এফসি গোয়া
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

রিল্যাক্সড মুডে জেমি ম্যাকলারেন। শুক্রবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

শিল্ড প্রদান অনুষ্ঠান আজ

সিনিয়ারদের সঙ্গে মঞ্চে বাগানের জুনিয়াররাও

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কড়া হেড কোচ সরাসরি নাকচ করেছেন শিল্ড জয়ের শেষ ম্যাচ ঘিরে বাড়তি উৎসব পালনের প্রস্তাব। তাই স্টেডিয়াম ঘিরে সাজগোজ থাকলেও, শনিবার বাড়তি কোনও আয়োজন করছে না সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার এই কড়া মানসিকতার জন্যই সম্ভবত সাজঘরের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাত থেকে কখনও বেরিয়ে যায়নি। বরং দলে সুযোগ না পেয়েও দিমিত্রিস পেত্রাতোস অপেক্ষা করছেন এবং সঠিক দিনে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছেন। যা মানছেন দিমি নিজেও, 'আমাদের মাঠে এবং মাঠের বাইরে প্রত্যেকের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক। আর আমাদের সাফল্যে এটার বিরাট ভূমিকা আছে। আর এটার জন্যই হয়তো আমি তিন বছর ধরে এখানে আছি।' শেষ ম্যাচের গুরুত্ব না থাকলেও তাই কোচের মতোই দিমিও বলছেন, 'দল কীভাবে খেলবে, কাকে খেলাবেন, সেসব কোচের ভাবনা। কিন্তু আমাদের কাজ হল মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করা এবং নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা। সমর্থকদের জন্যই প্রতিটি ম্যাচ জিততে চাই আমরা।' সবকিছুই যে কোচ নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেটা আড়ালে বলছেন ম্যানেজমেন্টের লোকজনও। তিনি নকআউট ট্রফি জয়ের জন্য সবকিছু তুলে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই গতবারের মতো ঘোড়ার গাড়ি-টারি বাতিল। কোচের মন্ত্র একটাই, 'মাঠে এসো, খেলো এবং জেতো।' তবে শিল্ড প্রদানের মঞ্চে ম্যাচের শেষে ক্লাবের সবক'টা বয়সভিত্তিক দলকে ডাকা হচ্ছে। ওই বাচ্চা ছেলেরা এসে শুভাশিস বসুদের হাতে ট্রফি দেখে যাতে স্বপ্ন দেখা শুরু করতে পারে, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত। এছাড়া মূল গেট থেকে স্টেডিয়াম চত্বরের পুরোটাই আলো দিয়ে সাজানো হবে। আসছেন প্রচুর সংখ্যায় অতিথিও। যার মধ্যে এআইএফএফ, রাজ্যের নেতা-মন্ত্রী, এফএসডিএলের কর্তারাও থাকবেন বলে এদিন জানানো হল।

৬২ হাজার টিকিট বাজারে ছাড়া হয়েছে। যার মধ্যে রাত পর্যন্ত হাজার খানেক পড়ে আছে বলে খবর। অর্থাৎ মোলিনা না চাইলেও শনিবাসরীয় রাতটা সমর্থকরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উদযাপন করতে ইতিমধ্যেই তৈরি।

> দল কীভাবে খেলবে, কাকে খেলাবেন, সেই সব কোচের ভাবনা। কিন্তু আমাদের কাজ হল মাঠে নেমে খেলাটা উপভোগ করা এবং নিজেদের সেরাটা মেলে ধরা। সমর্থকদের জন্যই প্রতিটি ম্যাচ জিততে চাই আমরা।
>
> **দিমিত্রিস পেত্রাতোস**

অনুশীলন সেরে ফিরছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও মনবীর সিং। ছবি : ডি মণ্ডল

আজ রিজার্ভ বেঞ্চ নিয়েই তিন পয়েন্ট চান বিনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : চলতি আইএসএল থেকে ইস্টবেঙ্গলের কিছু পাওয়ার নেই, কিছু হারানোরও নেই। তাগিদ পয়েন্ট টেবিলে যতটা সম্ভব ভালো জায়গায় শেষ করা। লাল-হলুদের কাছে এখন তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে টিকে থাকা।

চ্যালেঞ্জ লিগ প্রথম লেগের কোয়ার্টার ফাইনালে ঘরের মাঠে এফকে আর্কাদাগের কাছে হারতে হয়েছে। তাই ফিরতি লেগের গুরুত্ব ইস্টবেঙ্গলের কাছে আরও বেশি। জিততে না পারলে এএফসি-র আশাও শেষ হয়ে যাবে। তবে খেলতে হবে আর্কাদাগের মাঠে, অপরিচিত পরিবেশে। তাই সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খানিক আগেই তুর্কমেনিস্তান উড়ে যাচ্ছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। শনিবার সকালেই কলকাতা থেকে মুম্বই রওনা হবে দল। সেখান থেকে দুবাই হয়ে আশগাবাত। সেখান থেকে আবার আর্কাদাগের যে মাঠে খেলা হবে তার দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। জানা গিয়েছে রবিবার বিশ্রাম নিয়ে সোমবার প্রস্তুতিতে নামবে ইস্টবেঙ্গল।

শনিবারই আবার আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। দুই দলের কাছে ম্যাচ নেহাতই নিয়মরক্ষার। ফলে লাল-হলুদের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের নিয়ে অস্কার ব্রুজোঁ যখন তুর্কমেনিস্তান উড়ে যাবেন, তখন রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলারদের নিয়েই নর্থইস্ট ম্যাচের ঘুঁটি সাজাচ্ছেন তাঁর সহকারী বিনো জর্জ। একমাত্র বিদেশি হিসেবে দলের সঙ্গে গিয়েছেন ক্লেইটন সিলভা। সিনিয়ার দলের ফুটবলার বলতে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। এছাড়া জেসিন টিকে, মার্ক জোথানপুইয়া, আমন সিকেরা রয়েছেন। যদিও বিনো বলেছেন, 'তিন পয়েন্টই আমাদের লক্ষ্য। পরিস্থিতির জন্য বেঞ্চের প্লেয়ারদের খেলাতে হবে। এটা কোনও সমস্যাই নয়।'

একইসঙ্গে লাল-হলুদ কোচের সংযোজন, 'এটা ওদের প্রমাণ করার মঞ্চ। এখন দেখার ওরা নিজেদের কতটা মেলে ধরতে পারে।' আসলে সুপার কাপের আগে রিজার্ভ বেঞ্চকে দেখে নেওয়ার এটাই সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের কাছে। উলটোদিকে সুপার সিক্সে জায়গা করে নেওয়া নর্থইস্টও এই ম্যাচে প্লে-অফ পর্বের প্রস্তুতি সেরে রাখতে চাইবে। এদিকে লাল-হলুদের যে ফুটবলাররা শিলং গিয়েছেন কোচ বিনো সহ তাদের বেশ কয়েকজন রবিবার তুর্কমেনিস্তানের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে খবর।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ডোম্মারাজু গুকেশের হাতে তুলে দেওয়া হল ইস্টবেঙ্গলের জার্সি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

বাবা বেদাংশু (বিড্ডু)
তোমার প্রথম শুভ জন্মদিনে এই প্রার্থনা করি ও শুভেচ্ছা জানাই-
ভাল মানুষ হও, সমাজের ও দেশের কাজে লাগো-
ডাঃ বিদ্যুৎ বিশ্বাস (বাবা),
দীপিকা সরকার (মা)
আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীগণ

ডব্লিউপিএলে আজ

ইউপি ওয়ারিয়র্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

১৬ মাস পর জাতীয় দলে নেইমার

রিও ডি জেনেইরো, ৭ মার্চ : চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন। ফিরেছেন ছেলেবেলার ক্লাব স্যান্টোসে। গোলও করছেন। এবার ব্রাজিল জাতীয় দলেও ফিরলেন নেইমার।

২০২৩ সালের অক্টোবরে সেই যে চোটের কবলে পড়েছিলেন, তারপর থেকেই জাতীয় দলের বাইরে নেইমার। কেটে গিয়েছে প্রায় ১৬ মাস। তবে ডোরিভাল জুনিয়ারের দল বারবারই তাঁর অভাব বোধ করেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপ আঞ্চলিক বাছাই পর্বের দক্ষিণ আমেরিকা বিভাগে ব্রাজিলের অবস্থান পাঁচ নম্বরে। এদিকে মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে কলম্বিয়া ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দুইটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ওই দুই ম্যাচের জন্য ঘোষিত প্রাথমিক স্কোয়াডে নেইমার ছিলেনই। এবার চূড়ান্ত দলেও জায়গা করে নিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল বলেছেন, 'নেইমার ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। ওর দক্ষতা নিয়ে কখনও আমাদের কারও সংশয় ছিল না। আর ব্রাজিল দলের কাছে, সতীর্থদের কাছে নেইমার কী তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।'

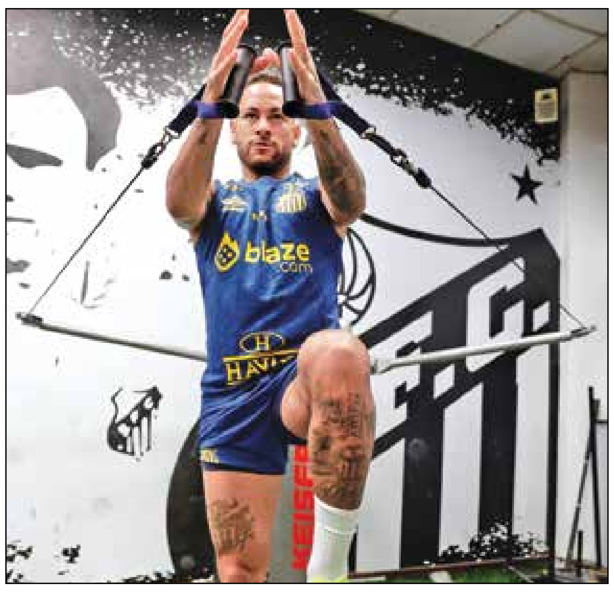

কসরত করে শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছেন নেইমার।

নেইমার ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। ওর দক্ষতা নিয়ে কখনও আমাদের কারও সংশয় ছিল না। আর ব্রাজিল দলের কাছে, সতীর্থদের কাছে নেইমার কী তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

ডোরিভাল জুনিয়ার
ব্রাজিলের কোচ

ব্রাজিলের স্কোয়াড

গোলরক্ষক
অ্যালিসন বেকার, এডেরসন, বেন্টো।

ডিফেন্ডার
ড্যানিলো, মার্কুইনোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস, এডের মিলিটাও, গুইলহেরমে আরানা, ওয়েসলি, ভ্যানডারসন, লিও ওর্টিস, মুরিল্লো।

মিডফিল্ডার
রাফিনহা, ব্রুনো গুইমারেজ, লুকাস পাকুয়েতা, ম্যাথিয়াস কুনহা, আন্দ্রে, এস্তেভাও, গারসন।

স্ট্রাইকার
নেইমার, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগো, স্যাভিনহো, জোয়াও পেড্রো।

উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ খেলার ফাঁকে দার্জিলিং ঘুরে গেলেন রিচা ঘোষ।

ইডেনের টিকিটের দাম বাড়ল

অনলাইনে বিক্রি শুরু হতেই হাহাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ মার্চ : অপেক্ষার আর দুই সপ্তাহ। রবিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল শেষের পরই ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা অষ্টাদশ আইপিএল নিয়ে আগ্রহ আরও বাড়বে।

সেই আগ্রহের রেশটা কেমন হতে পারে, বোঝা গেল আজ। অনলাইনে আজ অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম দিকের কিছু ম্যাচের টিকিট বিক্রির জন্য ছাড়া হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই টিকিট শেষ হয়ে গেল। বাকি পড়ে থাকল অগণিত ক্রিকেটপ্রেমীর টিকিটের চাহিদা। যা হাহাকারে পরিণত হতে সময় লাগেনি।

শেষবারের তুলনায় এবার ইডেন গার্ডেন্স ম্যাচের টিকিটের দাম বেড়েছে। দিন দুয়েক আগে সিএবি-তে ছিল অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক। সেই বৈঠকের পরই জানা যায়, আসন্ন আইপিএলে টিকিটের ন্যূনতম মূল্য ৭৫০ থেকে বেড়ে ৯০০ হচ্ছে। আজ সকালের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সেই বর্ধিত মূল্যে অনুমোদন দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ইডেন ম্যাচের টিকিটের নয়া মূল্য হল ৯০০, ২০০০, ৩৫০০, ৫০০০, ৬০০০ ও ১০০০০। আইপিএলের হসপিটালিটি বক্সের টিকিটও আরও মহার্ঘ হয়েছে।

যদিও টিকিটের দাম বাড়লেও ক্রিকেটপ্রেমীদের তাতে কুছ পরোয়া নেই। বরং ২২ মার্চের ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের টিকিটের জন্য এখন থেকেই হাহাকার চরমে। আজ বিকেলের দিকে সিএবি-র এক কর্তা বলছিলেন, 'ইডেনে কেকেআর বনাম আরসিবি-র পাশে আরও কয়েকটি ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনা চরমে যাবে। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা।'

গোল করলেও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে জেতাতে পারলেন না জোশুয়া জির্কজি। বৃহস্পতিবার রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিরুদ্ধে।

শিলিগুড়িতে মেয়েদের ইউনিফর্ম কোচিংয়ে সায় দিলেন স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ : ঋদ্ধিমান সাহা-রিচা ঘোষের শহর হলেও শিলিগুড়ির ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়ে বর্তমান সময়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তারপরও বিভিন্ন বয়সসীমা মিলিয়ে শিলিগুড়ি এবার চারটি আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা পেয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি সফরে এসে বাস্তবটা নিজের চোখ দেখে নিতে চাইলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ দেখে সন্ধেবেলায় তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ দপ্তরে এসেছিলেন। সেখানেই ছেলেদের মতো মেয়েদের বয়সসীমার ইউনিফর্ম কোচিংয়ে সায় দিয়ে গিয়েছেন। একইসঙ্গে বেঙ্গল প্রো লিগে শিলিগুড়ির খেলোয়াড় বাড়ানোর ব্যাপারেও তাঁকে উৎসাহী মনে হয়েছে। পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্নেহাশিসের আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেবও। সিএবি সভাপতিকে তিনি ক্রিকেট পরিকাঠামোর উন্নতি নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

আলোচনার মাঝে পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী তাঁর কাছে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়সসীমার ইউনিফর্ম কোচিং শুরুর আবেদন রাখেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাতে সবুজ সংকেত দিয়ে সিএবি সভাপতি ঘোষণা করেছেন আগামী মরশুম থেকেই তা চালু করার। গত বছর বেঙ্গল প্রো লিগে পুরুষদের বিভাগে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র একজন সুযোগ পেয়েছিল। মহিলাদের বিভাগে সংখ্যাটা ছিল ৭। ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মার আর্জি ছিল আসন্ন মরশুমে সেই সংখ্যা বাড়ানোর। এজন্য প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের খোঁজ দেওয়ার দায়িত্ব স্নেহাশিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুদীপ বসুকে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

জলপাইগুড়িতে ছোটদের সঙ্গে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। -অনীক চৌধুরী

খোঁজ নিলেন জলপাইগুড়িরও

সিএবি সভাপতি হিসেবে স্নেহাশিস প্রথমবার জলপাইগুড়ি এসে শুক্রবার জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং ক্লাবগুলোর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলেন। এদিন বিকেলে সিএবি-র জেলা কমিটি সদস্য সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী এবং সিএবি-র সদস্য রক্তিম বণিককে সঙ্গে নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার দপ্তরে আসেন তিনি। স্নেহাশিসের কাছে সংস্থার নিজস্ব মাঠ, বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের একটি অংশে ক্রিকেট সহ অন্যান্য খেলার জন্য ছাড়পত্রের ব্যবস্থা, এসি কলেজের মাঠে ক্রিকেটে পিচের জন্য মাটি, বাউন্ডারি রোপ এবং এক টনের একটি রোলার চাওয়া হয়। সিএবি সভাপতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। স্নেহাশিস এদিন টাউন ক্লাব, এসি কলেজ এবং বিশ্ব বাংলার মাঠ ঘুরে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের স্নেহাশিস বলেছেন, 'জেলা থেকে প্রচুর প্রতিভা রাজ্যস্তরে উঠে আসছে। আমরা তাদের পরিচর্যা করছি। জেলাস্তরে প্রতিভা তুলে আনতে বয়সভিত্তিক বেশকিছু টুর্নামেন্ট করছি, সেখান থেকেও নতুন প্রতিভা উঠে আসছে।'

জয় পেল চেলসি

কোপেনহেগেন, ৭ মার্চ : উয়েফা কনফারেন্স লিগের শেষ ষোলোর ম্যাচে প্রথম লেগে জয় পেল চেলসি। তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে এফসি কোপেনহেগেনকে। ৪৬ মিনিটে রিস জেমস গোল করেন। ৬৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান এনজো ফার্নান্ডেজ। কোপেনহেগেনের হয়ে একটি গোলশোধ করেন গ্যাব্রিয়েল পেরেইরা।

অপরাজিত থেকেও চাপে রুবেনের দল

সান সেবাস্তিয়ান, ৭ মার্চ : ইউরোপা লিগে অপরাজিত দৌড় বজায় থাকল। তবে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে রিয়াল সোসিয়েদাদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করায় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের চাপও বাড়ল।

> সোসিয়েদাদ পেনাল্টি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। শেষ মিনিট কুড়ি আমাদের ক্লান্ত দেখাল। সেই সুযোগটাই ওরা কাজে লাগিয়েছে। কোথাও হয়তো একটা সমস্যা হচ্ছে। সবাই সেরাটা দিচ্ছে, জিততে চাইছে। তবুও কোনও একটা জায়গায় কমতি থেকেই যাচ্ছে।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

এফএ কাপ থেকে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও কোনও আশা নেই। ভরসা একমাত্র ইউরোপা লিগ। তবে বৃহস্পতিবার রাতে সোসিয়াদাদের সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে দুই দল সমান তালে চেষ্টা করে গেলেও গোলমুখ খোলেনি। ৫৭ মিনিটে দুর্দান্ত গোলে লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে এগিয়ে দেন জোশুয়া জির্কজি। তবে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের একটা ভুল ম্যাচে ফেরায় সোসিয়েদাদকে। পেনাল্টি পায় স্প্যানিশ ক্লাবটি। তা থেকে গোল করেন ওয়ারজাবাল।

ম্যাচ ড্র করার পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া ম্যাঞ্চেস্টার কোচ রুবেন অ্যামোরিমের। তিনি বলেছেন, 'সোসিয়েদাদ পেনাল্টি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা যথেষ্ট ভালো খেলেছি। শেষ মিনিট কুড়ি আমাদের ক্লান্ত দেখাল। সেই সুযোগটাই ওরা কাজে লাগিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'কোথাও হয়তো একটা সমস্যা হচ্ছে। সবাই সেরাটা দিচ্ছে, জিততে চাইছে। তবুও কোনও একটা জায়গায় কমতি থেকেই যাচ্ছে।' ঘরের মাঠে ফিরতি লেগে নামার আগে সেই সমস্যার জায়গাটাই খুঁজে বের করতে চান অ্যামোরিম।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

কলকাতা, ৭ মার্চ : অনূর্ধ্ব-১৫ এআইএফএফ সাব-জুনিয়ার লিগে গ্রুপ 'এ'-তে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। তারা শুক্রবার ৬-২ গোলে হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। এইবারের গ্রুপপর্বে দশটি ম্যাচ খেলে সবকয়টিতেই জিতেছে তনুময় বসুর ছেলেরা। এবার তারা পরবর্তী পর্বে খেলবে। গ্রুপে রানার্স হয়ে পরবর্তী পর্বে গিয়েছে লাল-হলুদও। এদিন তারা ৭-১ গোলে হারিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। দশ ম্যাচে লাল-হলুদের সংগ্রহ ১৬ পয়েন্ট।

ড্র করল দুই প্রধান

কলকাতা, ৭ মার্চ : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে গারোওয়াল হিরোজের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছে মোহনবাগান। বাগানের হয়ে গোল করেন রাজ বাসফোর ও বিনয় মুরগোদ। গারওয়ালের হয়ে জোড়া গোল নীলিম কুমারের। এদিকে অপর ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ১-১ গোলে ড্র করেছে সুদেবা দিল্লির বিরুদ্ধে। লাল-হলুদের হয়ে গোল করেন শিজাশ টিপি। সুদেবার গোলদাতা সুমিত।

জিতল শংকর ক্লাব

কোচবিহার, ৭ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার ধলুয়াবাড়ি শংকর ক্লাব ১৫ রানে আয়োজকদের কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে শংকর ক্লাব ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। অনিল পালের অবদান ৫৮ রান। গোবিন্দ রায় ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে কোচিং ক্যাম্প ৩৯.৩ ওভারে ১৮২ রানে সব উইকেট হারায়। সায়ন সাহা ২৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা অর্কজিৎ দত্ত ২৫ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। শনিবার খেলবে ভারতমাতা ক্লাব ও তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা।

ম্যাচের সেরা অর্কজিৎ দত্ত। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ফাইনালে রাইডার্স

চালসা, ৭ মার্চ : বাতাবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল স্যাটিসফায়েড রাইডার্স। শুক্রবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৭ উইকেটে এইচএমজেড ওয়ারিয়রকে হারিয়েছে। মিলন সংঘ মাঠে প্রথমে এইচএমজেড ১২ ওভারে ৪ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। ২ উইকেট নেন জামশেদ আলি। জবাবে রাইডার্স ৯.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৪ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা জামশেদ আলি ৪৮ রান করেন। শনিবার দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে খেলবে এমবি চ্যালেঞ্জার্স ও রোলিং লায়ন্স।

পুলিশের ভলিবল শুরু

কোচবিহার, ৭ মার্চ : কোচবিহার জেলা পুলিশের ১৪ দলীয় ভলিবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে নারায়ণী ব্যাটেলিয়ান ২-০ সেটে কোতোয়ালি থানাকে হারিয়েছে। পরের ম্যাচে তুফানগঞ্জ থানা একই ব্যবধানে পুলিশ লাইনের বিরুদ্ধে জয় পায়। পুলিশ লাইনের মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য।

মণিকা স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে বৃহস্পতিবার প্রয়াত অ্যাথলিট মণিকা সিংহের স্মরণসভা হয়। সেখানে সদস্যরা মণিকার ছবিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। সভায় তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের কথা তুলে ধরেন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে, মণিকার স্বামী নির্মল সিংহ, অমল আচার্য, শুভাশিস ঘোষ, সমীর ভট্টাচার্য, শান্তি সিংহ, নির্মল মণ্ডল প্রমুখ।

ফাইনালে গ্রিন

জলপাইগুড়ি, ৭ মার্চ : মিলন সংঘের বিধুভূষণ দেব ও রবীন্দ্রনাথ মিত্র ট্রফি মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল গ্রিন জলপাইগুড়ি। সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে ঘুঘুডাঙ্গা স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। গোল করেন ম্যাচের সেরা জলপাইগুড়ির প্রমীলা দাস। তাদের বাকি গোল দুইটি জ্যোতি কুমারী ও রীতিকা রায়ের। ঘুঘুডাঙ্গার গোলটি অঞ্জিতা টেক্কার।

সুমিত মহন্তকে সংবর্ধনা দিচ্ছে ফকিরগঞ্জের কৃষ্ণপুর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

সুমিতকে সংবর্ধনা

কুমারগঞ্জ, ৭ মার্চ : 'গ্রামের ছেলে সোনাইকে জানাই অভিনন্দন'- এভাবেই শুক্রবার নিজের গ্রামে সংবর্ধিত হলেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য সুমিত মহন্ত। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী গ্রাম সমজিয়ার সুমিত জেলার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে রনজি ট্রফিতে সুযোগ পেয়েছিলেন। বর্তমানে বালুরঘাটের বাসিন্দা হলেও সুমিতের আদি বাড়ি সমজিয়া গ্রামে। শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামে সংবর্ধনা পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন সুমিত। বলেছেন, 'ছোটবেলায় স্কুল ছুটি পেলেই সমজিয়ায় আসতাম, এখানকার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতাম। আজ নিজের গ্রামের মানুষদের থেকে এমন সম্মান পেয়ে দারুণ লাগছে। এখনও অনেক পথ বাকি। আরও ভালো খেলে জেলার নাম উজ্জ্বল করতে চাই।'

এদিন ফকিরগঞ্জের কৃষ্ণপুর স্পোর্টস অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের তরফে প্রথমে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে সুমিত এক প্রীতি ম্যাচেও অংশ নেন। এরপর সমজিয়া বাসস্ট্যান্ডে সুমিতকে সংবর্ধনা দেয় সমজিয়া তরুণ সংঘ ও পল্লি পাঠাগার।

উত্তরের খেলা

সেমিফাইনালে আলিপুরদুয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণচন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল আলিপুরদুয়ার কলেজ। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজকে হারিয়েছে। টসে হেরে কমার্স ৬ উইকেটে ১৩৪ রান করে। ময়ূখ নন্দী ৩৬ ও হৃষীকেশ সরকার ৩৩ রান রেখে এসেছেন। শুভঙ্কর বিশ্বাস ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আলিপুরদুয়ার ১৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৮ রান তুলে নেয়। বৈভব লাহিড়ি ৩৫ বলে করেন ৫৯ রান। দিবাকর শা-র অবদান ৩২ রান। হৃষীকেশ ২০ রানে ২ উইকেট নেন। বুধবার আলিপুরদুয়ার কলেজ সেমিফাইনাল খেলবে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের সঙ্গে।

ম্যাচের সেরা রহিমুল ইসলাম। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

রহিমুলের ৯৪

বালুরঘাট, ৭ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেটে শুক্রবার বুনিয়াদপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ১০ রানে কচিকলা অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে বুনিয়াদপুর ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৯০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রহিমুল ইসলাম ৯৪ রান করেন। সমীর শীল ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে কচিকলা ২০ ওভারে ১৮০ রানে আটকে যায়। ভাস্কর মাহাতো ৪৭ ও সমীর ৩১ রান করেন। কার্তিক সরকার ২৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌভাগ্য সরকার (২৮/২)।